কিশোরদের শার্লক হোমস্



কিশোরদের শার্লক হোম্‌স্

শৈবাল চক্রবর্তী
অনূদিত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৮৪
আশ্বিন ১৩৯১
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

১৬ টাকা

॥ এক ॥

সচরাচর দেরী করে ঘুম থেকে ওঠাই স্বভাব শার্লক হোমসের ; এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যদি না তাঁকে সারারাত দু চোখের পাতা এক না করে ভাবতে হয় কোন জটিল রহস্য নিয়ে। কিন্তু সেদিন তিনি সময়মত শয্যাত্যাগ করে আমার সঙ্গেই হাজির ছিলেন প্রাতরাশের টেবিলে। গতরাত্রে আমাদের বাড়ি এক আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভদ্রলোক তাঁর ছড়িটি আমাদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলেন। আগুনের কুণ্ডের সামনে পাতা পুরু গালচের ওপর দাঁড়িয়ে আমি সেই ফেলে যাওয়া ছড়িটি দেখছিলাম মনোযোগ সহকারে। ছড়িটি দেখতে চমৎকার! নিরেট কাঠের তৈরি এইরকম সৌখিন ছড়িরই চল্‌তি নাম 'পেনাং লইয়ার'। ছড়ির মাথাটির ঠিক নিচে একটি রুপোলি দিকের তলায় লেখা ছিল, 'আমার বন্ধু, জেমস মর্টিমার এম্. আর. সি. এস.-কে তাঁর বন্ধুদের তরফ থেকে। নিচে সাল লেখা ছিল-১৮৮৪। ছড়িটি মর্যাদাসম্পন্ন এবং অভিজাত গড়নের।

'তাহলে ওয়াট্‌সন, এটা দেখে কি বুঝতে পারছো?'

স্বভাবতই আমার অবাক হওয়ার কথা। হোমস্ বসেছিলেন আমার দিকে পেছন ফিরে এবং আমি কি করছি তাঁকে এতটুকু বুঝতে দিই নি।

'তুমি কি করে জানলে আমি কি করছি? তোমার মাথার পেছনেও একজোড়া চোখ আছে বলতে হয়।'

'মাথার পেছনে চোখ কেন থাকবে, আমার সামনে চকচকে পালিশ করা রুপোর কফি-পটটা রয়েছে যে', হোমস্ বললেন, 'সে যাই হোক ওয়াটসন, ওই ছড়িগাছাটা সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা করলে বল

দিকি? আমাদের কপাল মন্দ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয় নি। কেন তার আগমন ঘটেছিল তা জানা গেল না তাই ছড়িটি দেখে তার মালিক সম্বন্ধে ধারণা করা ছাড়া উপায় নেই। দেখি মানুষটা সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা করতে পার শুনি একবার।'

হোমসের পদ্ধতি আমার জানা। সেটা প্রয়োগ করে যতটা বিশ্লেষণ করা আমার ক্ষমতায় কুলোয় তা করে বললাম, 'ডাক্তার মর্টিমার একজন সম্মানিত চিকিৎসক এবং ছড়িটি তাঁকে কেউ উপহার দিয়েছে।'

'চমৎকার', তারিফ করলেন হোমস্, 'বেশ বলেছ।'

'আমার আরও মনে হয় তিনি গ্রামে বাস করেন এবং নিজের পেশার তাগিদে অনেকটা পথ তাঁকে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়।'

'এ রকম অনুমান করার কারণ?'

'কেন না ছড়িটি দেখতে সুন্দর হলেও অতি ব্যবহারের ফলে এতে বহু আঁচড় লেগে গেছে। শহরে যাঁরা ছড়ি ব্যবহার করেন তাঁদের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়া সঙ্গত নয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে ডাক্তার অনেক দূর হাঁটাচলা করেন।'

'অকাট্য যুক্তি', খুশী হলেন হোমস্।

'আরও আছে,' আমি বললাম, সি. সি. এইচ মধ্যে কাউকে শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্য করে তুলেছিলেন বলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁরা তাঁকে এই উপহার দিয়েছেন।'

'সত্যি ওয়াটসন, অবাক করে দিয়েছ তুমি আমাকে,' হোমস্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরালেন। 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তার অনেক জায়গাতেই আমার সম্বন্ধে অনেক অতিশয়োক্তি করে তুমি নিজেকে খাটো করে দিয়েছ। হয়ত ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা যাকে বলে তুমি তার অধিকারী নও কিন্তু ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে তুমি যে দক্ষতার পরিচয় দাও তা-ও খুব সুলভ নয়। তোমার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী, বন্ধু।'

এমন অকপট প্রশংসা হোমস্ কোনদিন আমায় করেন নি। বলা বাহুল্য শুনে আমি বেজায় খুশী হলাম। বলতে দ্বিধা নেই যে আমাকে প্রশংসার ব্যাপারে তাঁর কার্পণ্য ও ঔদাসীন্য দেখে আমি বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছি। হোমস্ এখন আমার হাত থেকে ছড়িটি নিয়ে জানলার কাছে গেলেন। মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন সেটিকে। সে পর্যবেক্ষণ শেষ হলে একটি তিনকোণা আতস-কাচ সামনে ধরে চলল তাঁর দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা।

'বেশ মজার ব্যাপার, যদিও এটা একেবারেই প্রাথমিক স্তরের পর্যবেক্ষণ,' তাঁর প্রিয় সোফাটিতে বসতে বসতে বললেন হোমস্, 'ছড়িটিতে এমন দু একটি চিহ্ন আছে যার ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।'

'সে কি! কোন কিছু কি আমার নজর এড়িয়ে গেছে,' এক চতুর গোয়েন্দার ভাব করে আমি বলি, 'আমার তো মনে হয় যা দেখার তা'র কিছুই আমি বাদ দিই নি।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি ওয়াটসন, তোমার প্রায় সব কটি অনুমানই ভুল, হোমস্ বললেন, 'তুমি আমাকে তোমার অনুমানের কথা বলে আমায় খুচিয়ে দিয়েছিলে। না, তোমার সব সিদ্ধান্ত ভুল, এ কথা বলা ঠিক হবে না। হোমস্ নিজেকেও শুধরে নেন, 'ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে গ্রামে ডাক্তারী করেন এবং তাঁকে বিস্তর হাঁটাহাঁটিও করতে হয়।'

'তাহলে তো আমি ঠিকই বলেছি।'

'হ্যাঁ, কেবল ওইটুকুই।'

'এ ছাড়া আর কি বলার থাকতে পারে একটা ছড়ি দেখে··· ?'

'না বন্ধু না। যেমন ধরো, কোন রুগীর চেয়ে কোন হাসপাতাল থেকে একজন ডাক্তারকে কোন উপহার দেওয়াটাই স্বাভাবিক। আর সেই হাসপাতালের নামের আগে যখন সি. সি. শব্দ দুটি থাকে তখন মনে হয় তা চারিং ক্রশ হসপিটালেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।'

'মনে হয় তুমিই ঠিকই ধরেছ।'

'আর সেটা মেনে নিলে এই অপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা খাড়া করতে পারি।'

'আচ্ছা ধরা যাক। সি. সি. এইচ চারিং ক্রশ হসপিটালেরই সংক্ষিপ্ত রূপ হল, তাহলে আমরা আর কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি ?'

'দেখো না ভেবে। আমার পদ্ধতি তো তোমার অজানা নয়।'

'আমি একটাই অনুমান করতে পারি যে এই ডাক্তার ভদ্রলোক গ্রামে যাওয়ার আগে শহরে প্র্যাকটিশ করতেন।'

'আরও একটু এগোতে পারি বোধ হয় আমরা। ছড়িটিকে আলোয় আর একবার তুলে দেখ। কোন উপলক্ষ্যে এইরকম একটি উপহার দেওয়া হয়। স্বাভাবিক ভাবে ডাক্তার মার্টিমার যখন হাসপাতাল থেকে অবসর নিয়ে চলে আসছেন তখনই তাঁর সহকর্মীরা শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে এমন একটি উপহার তাঁকে দিতে চাইবে। …তাই আমরা যদি সিদ্ধান্ত করি যে শহরের হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামে ডাক্তারী শুরু করবার প্রাক্কালে তিনি এই উপহার লাভ করেছিলেন, তবে সেটা কি খুব বাড়িয়ে বলা হবে ?'

'এমনটা সম্ভব বলেই তো মনে হয়।'

'এখন তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে এই ডাক্তার হাসপাতালের নিয়মিত কর্মচারী হতে পারেন না, কেন না লণ্ডনে যাঁদের ভাল পশার আছে তাঁরাই কেবল হাসপাতালের পদে নিযুক্ত হতে পারেন। তবে সে রকম লোকের শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়ার কোন কারণও নেই। তাহলে হাসপাতালে তাঁর পদমর্যাদা কি ধরনের ছিল ? হয় পুরনো ছাত্র নয় হাউস সার্জন। ছড়িতে লেখা তারিখ থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি হাসপাতাল ছেড়েছেন বছর পাঁচেক আগে। সুতরাং ওয়াটসন, তোমার অনুমানের সেই মধ্যবয়স্ক, গম্ভীর, পারিবারিক চিকিৎসকটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এবং সেখানে আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি তিনি একজন যুবক যার বয়স তিরিশের নিচে, ভদ্র, অন্যমনস্ক প্রকৃতির, জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই ; যার একটি কুকুর আছে

আকারে আমার মনে হয় যা টেরিয়ারের চেয়ে ছোট অথচ ম্যাস্টিফের চেয়ে বড়।'

কথা সাঙ্গ করে সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন হোমস্ আর আমি হেসে উঠলাম হো হো করে।

'শেষ যে কথাটা তুমিব ললে সেটা যাচাই করার কোন রাস্তা নেই, আমি বললাম, কিন্তু ভদ্রলোকের বয়স এবং পেশাগত তথ্য বোধ হয় যাচাই করা যেতে পারে।' আমার ডাক্তারী বইয়ের ছোট আলমারী থেকে মেডিক্যাল ডিরেক্টরীটা বার করে আমি তার পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বেশ কয়েকজন মার্টিমারের কথা লেখা আছে এতে, তার মধ্যে একজনই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি হতে পারে।

জেমস মর্টিমার এম. আর. সি. এস ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত চারিং ক্রশ হাসপাতালে হাউস সার্জন, তুলনামূলক প্যাথলজি বিভাগে 'ব্যাধিমাত্রই কি বিপর্যয়' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য জাকসন পুরস্কার প্রাপ্ত।'

আমরা কি অগ্রগতির পথে? ('মনস্তাত্ত্বিক মুখপত্র, ১৮৮৩) প্রবন্ধের রচয়িতা।' গ্রীমপেন, থর্সলি এবং হাই ব্যারোর মেডিক্যাল অফিসার।

'দেখছ ওয়াটসন, স্থানীয় কোন হাসপাতালের নাম নেই, দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে বললেন হোমস্, 'আমার মনে হয় আমায় অনুমান প্রায় নির্ভুলই হয়েছে। এবং আমি তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে যে বিশেষণ-গুলি দিয়েছিলাম—অমায়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষাবর্জিত এবং অন্যমনস্ক স্বভাব তাও বোধকরি ভুল নয়। অমায়িক ব্যক্তিরাই প্রশংসাপত্র পেয়ে থাকেন, যাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তাঁরাই লণ্ডন শহরের পেশা ছেড়ে গ্রামে চলে যান আর যাঁরা কারু বাড়ি এসে কার্ডের বদলে ছড়ি ফেলে যায় তাদের অন্যমনস্ক প্রকৃতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।'

'আর কুকুর?'

'তার অভ্যেস প্রভুর পিছু পিছু এই ছড়িটি বহন করে চলা। ছড়িটা ভারী বলে কুকুরটাকে এর মাঝখানটা কামড়ে ধরতে হয়, তার দাঁতের কামড় এই জায়গায় খুব স্পষ্ট। আমার মতে এই কুকুরটির

চোয়াল বেশ চওড়া, দুই দাঁতের মধ্যে ফাঁকটা দেখেই আমি সেটা আঁচ করছি। টেরিয়ারের চেয়ে চওড়া কিন্তু ম্যাস্টিফের চেয়ে কম নয়, এটা হয়ত—হয়ত কেন, এটা নিশ্চয় লোমওয়ালা একটা স্প্যানিয়েল হবে।'

হোমস্ এখন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করেছেন। জানলার সামনে এসে একবার দাঁড়ালেন তিনি। এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলি বললেন যে অবাক না হয়ে পারলাম না আমি।

'ওহে বন্ধু, অত নিশ্চিত হয়ে এত কথা তুমি বলছ কি করে?'

'কারণটা খুবই সহজ। কুকুরটি এই মুহূর্তে প্রভুর সঙ্গে আমাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। না, ওয়াটসন উঠো না। উনি তোমারই পেশার লোক এবং তোমার উপস্থিতি আমাকে সাহায্য করতে পারে ওয়াটসন, কে জানে এটা হয়ত একটা নাটকীয় মুহূর্ত—সিঁড়িতে যে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে তা ভাল না মন্দ কি সূচিত করছে কে বলতে পারে। কে বলতে পারে চিকিৎসা জগতের ডাক্তার মার্টিমার, অপরাধ বিজ্ঞানের বিশারদ শার্লক হোমসের কাছে কোন প্রয়োজনে এসেছেন। আসুন, 'অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন।'

ভদ্রলোককে দেখে আমি একটু আশ্চর্য হই। আমি ভেবেছিলাম একজন গ্রাম্য চেহারার ডাক্তারকে দেখব। কিন্তু যিনি আমাদের ঘরে এলেন তিনি যথেষ্ট লম্বা, গড়ন রোগা, নাকটি পাখির ঠোঁটের মতো লম্বা। সোনালি ফ্রেমের চশমার আড়ালে ধূসর দুটি চোখ খুবই উজ্জ্বল। তাঁর পোশাক-আশাকে অবশ্য খুব একটা পারিপাট্য নেই। যদিও তিনি যুবক তবু তাঁর পিঠ ইতিমধ্যেই সামনের দিকে বেঁকে গিয়েছে। ঘরে ঢুকতেই তাঁর চোখে পড়ল হোমসের হাতে ধরা তাঁর ছড়ির ওপর।

'ওহ, এটি ফিরে পেয়ে আমি দারুণ খুশি। আমি নিশ্চিত ছিলাম না এটা আমি কোথায় ফেলে গেছি। এখানে না জাহাজী কোম্পানীর অফিসে। ছড়িটিকে হারিয়ে ফেলা আমার পক্ষে খুব দুঃখের কারণ হত।'

'ছড়িটি একটি উপহার, নয় কি ? হোমস্ শুধোলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চারিং ক্রশ হাসপাতাল থেকে ?'

'হ্যাঁ, ওখানকার দু একজন বন্ধু আমার বিবাহ উপলক্ষ্যে এটি দিয়েছিলেন।'

'ইস্ বড় দুঃসংবাদ শোনালেন মশাই।'

চশমার আড়ালে ডাক্তার মর্টিমার চোখ পিট পিট করে উঠলেন, 'দুঃসংবাদ ! কেন বলুন দিকি ?'

'দুঃসংবাদ এই জন্যে যে, আমরা ঠাউরেছিলাম যে আপনি অন্য কোন উপলক্ষ্যে এটা পেয়েছেন। কিন্তু আপনি তো বলছেন ছড়িটা আপনার বন্ধুরা আপনার বিয়ে উপলক্ষ্যে দিয়েছিলেন। আমার অনুমানটা দেখছি মাঠে মারা গেল।'

'হ্যাঁ, এটা বিয়ের প্রীতি উপহার। বিয়ের পরই আমি ওই হাস-হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিই।'

'বাঁচা গেল। তাহলে মোটের ওপর খুব একটা ভুল আমার হয় নি। এখন, ডাক্তার জেমস মর্টিমার—'

'শুধু মিস্টার বলেই আমায় সম্বোধন করবেন। আমি একজন অতি সাধারণ এম. আর. সি. এস ডিগ্রীধারী। জ্ঞানসমুদ্রের তীরে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াই মাত্র।···আশা করছি আমি মিস্টার শার্লক হোমসের সঙ্গে কথা বলছি।'

'হ্যাঁ। আর এই আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি ধন্য মনে করছি মশাই। আপনার নাম আমি শুনেছি মিস্টার হোমস্। আপনার সম্বন্ধে আমার অসীম আগ্রহ। আপনার খুলির গড়ন দেখেই আমি বুঝতে পারছি যে আপনার বুদ্ধি ও মেধা অসাধারণ। যে কোন নৃতত্ত্বের জাদুঘরের তা সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে।'

একটি চেয়ার দেখিয়ে হোমস্ তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন। আপনার আঙুল দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি নিজেই নিজের

সিগারেট তৈরি করে নেন। আপনার ইচ্ছে হলে অনায়াসেই ধূমপান করতে পারেন এখানে।

হোমস্ এ কথা বলার পর তামাক এবং কাগজ বার করে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সিগারেট তৈরি করে নিলেন ভদ্রলোক। আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর আঙুলগুলি খুব লম্বা, সরু এবং কীটপতঙ্গের শুঁড়ের মতো সদাচঞ্চল।

হোমস্ চুপ করে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছেন তিনি আগন্তুককে।

'আমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারি যে কেবল আমার মাথার খুলি পরীক্ষা করার জন্যেই আপনি কাল রাতে বা আজ সকালে এখানে আসেন নি,' বললেন শার্লক হোমস্।

'না মশাই, যদিও এ কাজটি করতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম,' ডাক্তার মর্টিমার বললেন,' এক চরম সংকটে পড়ে আপনার কাছে এসেছি, মিস্টার হোমস্। আমি জানি গোটা ইউরোপে এখন আপনি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অপরাধ বিশেষজ্ঞ। ব্যবহারিক দিক থেকে আপনার তুল্য—'

'তাই নাকি? মশাই দয়া করে বলবেন কি প্রথম জন কে?'

'তিনি হচ্ছেন মঁসিয়ে বার্তিলোঁ—'

'তাহলে তার কাছেই গেলেন না কেন?'

'তিনি গোয়েন্দাগিরি করেন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কিন্তু আমি একজনকে চাইছিলাম যাঁর যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান আছে। সেদিক থেকে আপনি তুলনাহীন—'

'ডাক্তার মর্টিমার,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে হোমস্ বললেন, 'ভূমিকা আর দীর্ঘ না করে যে সমস্যার জন্যে আপনি আমার সাহায্য চান তার কথা বলবেন কি?'

॥ দুই ॥

'আমার পকেটে একটি পাণ্ডুলিপি আছে,' ডাক্তার মর্টিমার বললেন।

'আপনি ঘরে ঢোকার সময়ই তা আমার চোখে পড়েছে।'

'পাণ্ডুলিপিটি পুরনো।

'যদি না জাল হয়ে থাকে তবে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিককার হবে।'

'আপনি কেমন করে জানলেন বলুন দিকি?'

'পাণ্ডুলিপিটি আপনি এমন ভাবে পকেটে রেখেছেন যে ওটার এক ইঞ্চির মত অংশ সকলেই দেখতে পাচ্ছে। একটা দলিল দেখে সেটা কোন দশকের তৈরি এটা বলতে পারাটা খুব একটা কাজ শক্ত নয়।'

'এটা লেখা হয়েছিল ১৭৪২ সালে,' পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটি বার করতে করতে বললেন মর্টিমার, 'এই পারিবারিক দলিলটি স্যার চার্লস বাস্কারভিল রেখে যান। আমি তাঁর বন্ধু এবং চিকিৎসক দুই ছিলাম। তিন মাস আগে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র ডেভনশায়ারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্যার চার্লস খুবই দৃঢ়তাসম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ লোক ছিলেন। আমার মত তিনিও আদৌ কল্পনাপ্রবণ ছিলেন না। কিন্তু এই দলিলটিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং এতে তাঁর যে পরিণতি নির্দিষ্ট করা ছিল ঘটনাচক্রে সেই ভাবেই তাঁর শেষ ঘনিয়ে আসে।'

হোমস্ হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে সেটি তাঁর হাঁটুর ওপর মেলে ধরলেন।

'ওয়াটসন দেখেছ, কেমন পালা করে বড় হাতের আর ছোট হাতের 'এস' ব্যবহার করা হয়েছে এতে। দলিলের তারিখটা যে আমি আন্দাজ করতে পেরেছি এটি তার একটি লক্ষণ।'

তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি দেখলাম পাণ্ডুলিপির

পাতাগুলি হলদেটে আর অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে এসেছে। তার ওপরে লেখা 'বাস্কারভিল হল' আর নিচে—১৭৪২।

'মনে হয় এটা একটা ঘটনার বিবরণ।'

'হ্যাঁ, এটা বাস্কারভিল পরিবারে প্রচলিত একটি কাহিনীর লিখিত রূপ।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় আপনি হালফিলের কোন ঘটনার ব্যাপারে আমার সাহায্য চান।'

'হ্যাঁ, একেবারেই হালের ঘটনা। খুব জরুরী। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন! কিন্তু এই সাম্প্রতিক ঘটনার এই প্রাচীন দলিলটির সম্পর্ক আছে। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এটা আপনাকে পড়ে শোনাতে চাই।'

হোমস্ দু হাতের আঙুলগুলি এক জায়গায় করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। আলোর কাছে কাগজগুলি ধরে পড়তে শুরু করলেন ডাক্তার মর্টিমার।

বাস্কারভিলের হাউণ্ড সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। যেহেতু আমি হুগো বাস্কারভিলের প্রত্যক্ষ বংশধর এবং বাবার কাছ থেকে এ সম্পর্কে কিছু শুনেছি তিনি আবার তা শুনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। তাই যে ভাবে এ ঘটনাটা ঘটেছিল সেই ভাবেই এটা লেখা হয়েছে, এ বিশ্বাস আমি রাখি। আমার পুত্রগণ, আমি তোমাদের বিশ্বাস করতে বলব যে, যে বিচারক অপরাধীকে শাস্তি দেন তিনিই আবার তাকে ক্ষমা করেন এবং এমন কোন গুরু অপরাধ নেই যা থেকে মানুষ প্রার্থনা এবং অনুশোচনার দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না। তাই এই কাহিনী থেকে তোমরা শুধু অতীতকে ভয় করতে নয়, ভবিষ্যতের জন্যে আশাবাদী হতে শেখো। যাতে, যে শাস্তি আমাদের পরিবার এতদিন ভোগ করে এসেছে ভবিষ্যতে আর তার পুনরাবৃত্তি না হয়।

আমি তোমাদের জানাতে চাই যে মহাবিদ্রোহের (পণ্ডিতপ্রবর লর্ড

ক্লারেনডন এর যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার প্রতি একান্তভাবে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি) সময় বাস্কারভিলের এই অট্টালিকার অধীশ্বর ছিলেন হুগো নামে আমার বংশের এক পুরুষ। বলতে দ্বিধা নেই তিনি ছিলেন ঘোর দুরাচারী, বন্য প্রকৃতির এবং নাস্তিক মানুষ। তাঁর স্বভাবের নিষ্ঠুরতার অখ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। ঘটনাচক্রে হুগো বাস্কারভিল এক কৃষকের মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু এই শান্ত, মধুর স্বভাব এবং নম্র মেয়েটি হুগো সম্বন্ধে সব কিছুই জানত তাই সে তাকে এড়িয়ে চলার জন্যে চেষ্টা করত প্রাণপণ। এরপর একদিন হুগো তাঁর চার পাঁচজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে সেই কৃষকের বাড়ি চড়াও হয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করেন। অসহায় মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে যান হুগো এবং এই সাফল্যে উল্লাসিত হয়ে এক লম্বা টেবিলের ধারে তাঁর অনুচরদের নিয়ে পানভোজে মত্ত হন। নিচের ঘরে হুল্লোড় করে কতকগুলি পুরুষ মদ্যপান করছে আর উপরে এক প্রকোষ্ঠে বন্দিনী মেয়েটি নিরুপায় হয়ে চোখের জল ফেলছে। এখান থেকে পালানোর কথা ভাবতে গিয়ে তারপর সে যা করল তেমন কাজ করতে অতি বড় দুঃসাহসী পুরুষেরও বুক কাঁপবে। দক্ষিণদিকের দেয়ালে যে ঘন আইভিলতা মাটি থেকে ডালপালা মেলে ওপরে উঠে গিয়েছিল সেই লতা ধরে নিচে নেমে ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল সে বাড়ির দিকে, যার দূরত্ব হুগোর প্রাসাদ থেকে অন্তত ন মাইল।

একটু পরেই খাদ্য আর পানীয় নিয়ে ওপরে উঠে হুগো আবিষ্কার করেন পাখি পালিয়েছে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিচে নেমে এসে হুগো তাঁর বন্ধুদের সামনে চীৎকার করে বললেন যে, সেই রাত্রের মধ্যে মেয়েটিকে ধরতে না পারলে তিনি শয়তানের কাছে প্রাণ বলি দিতেও দ্বিধা করবেন না। তাঁর মাতাল বন্ধুরা তাদের দলপতির এই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা শুনে আতঙ্কে যখন বিমূঢ় হয়ে গেছে সেই সময় তাদের মধ্যে থেকে একজন পরামর্শ দিল যে মাঝ রাস্তায় যাতে মেয়েটিকে ধরে ফেলা যায় তার জন্যে তার পেছনে এখনই হাউণ্ড লেলিয়ে দেওয়া

হোক। হুগো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভৃত্যদের ডেকে তাঁর ঘোড়া প্রস্তুত করতে এবং কুকুরের পালের শেকল খুলে দিতে হুকুম দিলেন। মেয়েটির ফেলে যাওয়া একটি রুমাল সেই কুকুরের পালের সামনে ফেলে দিলেন তিনি। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে সেই ভয়ংকরের পালকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদের আলোর মধ্যে বেরিয়ে গেলেন জলার দিকে সেই অসহায় মেয়েটির পিছু ধাওয়া করে।

মুহ্যমান অবস্থাটা কেটে যেতে কিছু সময় লাগল। তারপর হুগোর সেই তেরজন সঙ্গী তাদের ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে গেল হুগোর পিছু পিছু। মাইল দুয়েক যাবার পরই তারা একজন মেষপালকের দেখা পায়। সেই লোকটিকে চীৎকার করে তারা কাছে ডাকল এবং জিজ্ঞেস করল সে মেয়েটিকে দেখেছে কিনা। ভয়ে এমনই জড়সড় অবস্থা যে ভাল করে কথাও বলতে পারছিল না সে। শেষে অতি কষ্টে সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, মেয়েটিকে আমি দেখেছি। কিন্তু তা ছাড়া আরও এমন কিছু দেখেছি যা ভাবলে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।' সে দেখেছে যে হুগো বাস্কারভিল কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেলেন আর পেছন পেছন ধেয়ে গেল এমন একটা হাউণ্ডজাতের কুকুর যে ভগবান না করুন তেমন যমদূতের মত ভয়ংকর প্রাণী তাকে যেন আর না দেখতে হয়। হুগোর বন্ধুরা একথা শুনে বুড়োকে গালমন্দ করে এগিয়ে গেল সামনে। কিন্তু একটু পরেই জলার পাশে একটা খাদের ধারে এসে তারা যা দেখল তাতে তাদের সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আরও খানিক পথ গিয়ে তারা হাউণ্ডের দলের দেখা পেল। একটা খাদের ধারে একজোট হয়ে ফোঁপানির মত সুরে তারা ডাকছে—কেউ বা সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে সামনের বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে।

হুগোর অনুচরদের আর কেউই সামনে এগোতে চাইছিল না। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে ও দুঃসাহসী যে তিনজন তারাই কেবল সাহসে ভর করে খাদের নিচে নেমে গেল। দুটো বড় পাথরের মাঝখানে তারা দেখতে পেল সেই কৃষকের মেয়েকে ক্লান্তিতে এবং

ভয়ে প্রাণ হারিয়ে সে পড়ে আছে মাটিতে। কিন্তু সেই মেয়েটি বা হুগো বাস্কারভিল যার দেহ পড়েছিল একটু দূরে—দেখে এই তিন জনের মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠেনি—যা দেখে ভয়ে এবং আতঙ্কে শিউরে উঠল তারা তা এক বিশাল আকৃতির অথচ এমন এক হাউণ্ড যা ইতিপূর্বে কেউ কখনও দেখে নি। এদের চোখের সামনে সেই বিশাল প্রাণীটি হুগোর কণ্ঠনালীটি ছিঁড়ে ফেলে তাদের দিকে আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকাল। সঙ্গী তিনজন ভয়ের তাড়সে দিশেহারা হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তাদের ভীত চীৎকার জলার অন্য পাড় পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। এদের তিনজনের একজন সেই রাতেই মারা যায়, বাকি দু'জন পঙ্গু হয়ে কাটিয়েছিল তাদের বাকী জীবন।

পুত্রগণ, এই হল সেই হাউণ্ডের আবির্ভাবের কাহিনী। যা দেখা দিয়েছিল আমাদের পরিবারের কাছে এক অভিশাপের মত। আমি সব কিছু খুলে লিখলাম যাতে তোমরা খুব বেশী ভীত হয়ে না পড়ো। অস্পষ্ট ধারণা থাকলে ভয় আরও বেশী কাবু করে তোলে। আমাদের পরিবারের অনেক পুরুষের মৃত্যুই রহস্যময়। মৃত্যু ঘটেছে আকস্মিকভাবে এবং রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। তবুও বলব যে আমরা যদি পরমপিতার শরণ নিই তাহলে হয়ত সেই করুণাময় আমাদের তিন চার পুরুষ পর্যন্ত শাস্তি দেওয়ার পর হয়ত ক্ষান্ত হতে পারেন। তাই আমি সেই পরম পুরুষের করুণাভিক্ষা করার জন্য তোমাদের উপদেশ দিই। আর সেই সঙ্গে বলি যে রাত্রে যখন দুষ্ট শক্তি এই জলার এলাকায় ভর করে থাকে তখন কদাপি ওই অঞ্চল দিয়ে একা পার হয়ো না।

[এই বিবরণ হুগো বাস্কারভিল তাঁর ছেলে জন এবং রোজারের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এই নির্দেশের সঙ্গে যে তারা এর বিন্দুবিসর্গ তাদের বোন এলিজাবেথকে জানাবে না।]

এই অদ্ভুত বিবরণটি পড়া শেষ করে ডাক্তার মর্টিমার হোমসের দিকে তাকালেন। বন্ধুবর তাঁর হাতের সিগারেটটি আগুনের কুণ্ডের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'তারপর ?'

'কেমন, মনকে নাড়া দেওয়ার মত নয় কি ?'

'হ্যাঁ, যারা রূপকথা ভালবাসে তাদের কাছে অবশ্যই।'

পকেট থেকে ভাঁজকরা একটি খবরের কাগজ বার করলেন ডাক্তার এবার।

'মিস্টার হোমস্ এবার আপনাকে হালফিলের কিছু খবর শোনানো যাক, ডাক্তার মর্টিমার তাঁর হাতের কাগজের নাম এবং তারিখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমাদের। এই বছরের চোদ্দই মে তারিখের ডেভন কাউন্টি ক্রনিকল এটি। এই তারিখের কয়েক দিন আগে চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সম্বন্ধে এতে যে আলোচনা বেরিয়েছিল তা শুনুন।

হোমস্ একটু ঝুঁকে বসলেন। তাঁর ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল ডাক্তার মর্টিমার যা পড়তে যাচ্ছেন তা যথেষ্ট মন দিয়ে শুনতে যাচ্ছেন তিনি। চশমাটি নাকের ওপর ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন ডাক্তার ঃ

'স্যার চার্লস বাস্কারভিলের সাম্প্রতিক আকস্মিক মৃত্যুতে এই অঞ্চলে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। আগামী নির্বাচনে লিবারাল পার্টির প্রার্থী হিসেবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার কথা ছিল। যদিও স্যার চার্লস খুব অল্পদিনই বাস্কারভিল হলে ছিলেন তবু তাঁর ভদ্র অমায়িক সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁকে সর্বসাধারণের কাছে খুব প্রিয় করে তুলেছিল। এই যুগে যখন পুরনো আভিজাত্য ক্ষয় এবং ধ্বংসের পথে সেই সময় স্যার চার্লস ধনসম্পদে বলীয়ান হয়ে তাঁর বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফটকাবাজী করে তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন এ খবর অনেকেরই জানা। যারা এইভাবে পয়সা রোজগার করে তাদের অনেকে না থেমে আরও এগিয়ে গিয়ে পরে পস্তায় ; তাদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন স্যার চার্লস। তিনি তাঁর অর্জিত অর্থ নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। মাত্র দু বছর হল তিনি বাস্কারভিল হলে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং এরই মধ্যে তিনি সংস্কার এবং উন্নতির জন্যে কি

বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিলেন তা অনেকেরই জানা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অকালমৃত্যুতে এ কাজ অকস্মাৎ বন্ধ করে দিতে হয়। তিনি নিঃসন্তান বলেই বোধ হয় তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল যে তাঁর জীবদ্দশাতেই গোটা এলাকা যেন তাঁর সৌভাগ্য থেকে উপকৃত হতে পারে। তাই তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। স্থানীয় নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁর অকৃপণ দানের নানা খবর ইতিপূর্বে এই কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পুলিশী তদন্তে স্যার চার্লসের মৃত্যুর সব রহস্যের উদ্ঘাটন হয় নি। তবু এতে স্থানীয় লোকের মনে কুসংস্কারজনিত যে ধারণা ছিল তা কিছুটা অপসারণ করতে পেরেছে। তাঁর মৃত্যুর পেছনে যে কারু দুরভিসন্ধি বা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা কাজ করেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। স্যার চার্লস বিপত্নীক ছিলেন এবং একদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে কিছুটা খেয়ালী প্রকৃতির মনে হতে পারে। প্রচুর অর্থের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাদাসিধে ধরনের। বাড়িতে দাস-দাসী বলতে ছিল ব্যারীমুর নামে এক পাচক এবং তার স্ত্রী, যে ঘরের অন্য কাজকর্ম দেখত। তাঁর বন্ধুদের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে স্যার চার্লসের শরীর ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ ধরা পড়েছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর গায়ের রং পাল্টে যেত, নিশ্বাসের কষ্ট হত এবং স্নায়বিক দৌবর্ল্যের লক্ষণ দেখা দিত। মৃতের বন্ধু এবং চিকিৎসক ডাক্তার জেমস মর্টিমারও তাঁর সাক্ষ্যে এই কথা বলেছেন।

কেসের ঘটনাগুলো খুবই সাধারণ ধরনের। রাত্রে শোওয়ার আগে বাস্কারভিল হলের বিখ্যাত ইউ-বীথিকায় বেড়ানো ছিল স্যার চার্লসের প্রাত্যহিক অভ্যেস। মে মাসের চার তারিখে স্যার চার্লস পরের দিন লণ্ডন যাবেন বলে তাঁর চাকর ব্যারীমুরকে তাঁর মালপত্র গুছিয়ে রাখতে বলেছিলেন। সে রাতেও যথারীতি তিনি একটি চুরুট ধরিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেন নি।

রাত বারোটার সময় হলঘরের দরজা খোলা দেখে ব্যারীমুরের সন্দেহ হয় এবং সে একটি লণ্ঠন নিয়ে তার মনিবকে খুঁজতে বের হয়। সন্ধের সময় বৃষ্টি হয়েছিল বলে সে রাতে মাটি ছিল ভিজে। ইউ-বীথিকার পথে স্যার চার্লসের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। সেই পায়ের ছাপ ধরে সামনে এগিয়ে যায় ব্যারীমুর। ইউ-বীথিকা থেকে জলাভূমি পর্যন্ত পথের মাঝামাঝি একটা ফটক আছে। স্যার চার্লস যে এই ফটকের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। এই পথ দিয়ে সামনে এগোতেই তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করা গিয়েছিল। একটা ব্যাপার অবশ্য ব্যারীমুরের জবানবন্দীতে অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। সেটা হল জলার দিকের গেট পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে স্যার চার্লসের পায়ের ছাপের ধরন পাল্টে যায়, মনে হয় পথের শেষ পর্যন্ত তিনি হেঁটেছিলেন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে। স্যার চার্লসের শরীরে কোন রকম নিপীড়নের চিহ্ন দেখা যায় নি, শুধু তাঁর মুখে ছিল এমন আতঙ্কের ছাপ যাতে ডাক্তার মর্টিমারের পক্ষেও তাঁকে সনাক্ত করা সহজ হয় নি। ভূলুণ্ঠিত এই ব্যক্তিই যে তাঁর বন্ধু এটা প্রথম অস্বীকার করতেই চেয়েছিলেন ডাক্তার মর্টিমার। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের মুখমণ্ডলে এমন বিকৃতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়; ময়নাতদন্তেও এই রকম অভিমতের সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। করোনারের জুরীও এই অভিমতে সায় দিয়েছেন। এতে একরকম ভালই হয়েছে। কেন না স্যার চার্লসের উত্তরাধিকারী যিনি বাস্কারভিল হলে এসে বাস করবেন এবং স্যার চার্লসের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন। স্যার চার্লসের মৃত্যু নিয়ে যে সব কাল্পনিক কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরছিল করোনারের রায়ে তাতে পূর্ণচ্ছেদ না টানতে পারলে বাস্কারভিল হলের নতুন বাসিন্দা যোগাড় করা কঠিন হত। জানা গেছে যে, স্যার চার্লসের ছোট ভাইয়ের ছেলে হেনরী বাস্কারভিল যদি জীবিত থাকেন তবে তিনিই হবেন এই বিপুল সম্পত্তির মালিক। শেষ তাঁর খবর

যখন পাওয়া গিয়েছিল তখন তিনি আমেরিকায়। এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়ার খবরটি দেওয়ার জন্য এখন তাঁকে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পড়া শেষ করে কাগজটি ফের ভাঁজ করে ডাক্তার সেটি তাঁর পকেটে রেখে দিলেন। 'স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সম্পর্কে জনসমক্ষে যে সব বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে তা আমি আপনাকে জানালাম।'

'একটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা আমার গোচরে আনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই', হোমস্ বললেন, 'সে সময় খবরের কাগজে এই সম্পর্কে কিছু রিপোর্ট আমি দেখেছিলাম ; রোমের গীর্জার পাথরের ওপর খোদাই করা নকশার মামলা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ইংলণ্ডের অন্য বহু কেস সম্পর্কে আমি কোন সংস্রব রাখতে পারি নি। আপনি বলতে চান, জনসাধারণের যা জানবার তার সবকিছুই এই প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে এ সম্পর্কে গোপনীয় যা তথ্য আছে তা আমাকে শোনান', চেয়ারে হেলান দিয়ে দু হাতের আঙুলগুলি এক জায়গায় এনে অনেকটা বিচারকের মত গম্ভীর মুখ করে বললেন শার্লক হোমস্।

'যে কথা আপনাকে আমি বলতে চাই, তা ইতিপূর্বে কারু কাছে প্রকাশ করিনি', ডাক্তার মর্টিমারের মুখে চোখে হঠাৎ আবেগের লক্ষণ প্রকাশ পেল, 'করোনারের সামনেও একথা আমি এই জন্যে বলি নি যে, একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে একটা কুসংস্কারে বিশ্বাসী হওয়ার কথাটা তাঁদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াবে। এ ছাড়া বাস্কারভিল হলের এমনিতেই যথেষ্ট বদনাম তার ওপর একবার আমার বিশ্বাসের কথা প্রচার হলে আর কেউ সেখানে বাস করতে চাইবেন কিনা সন্দেহ। এই কারণই আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু আপনার কাছে সে সব কথা খুলে না বলার কোন হেতু নেই।'

'জলাভূমির ধারে ধারে খুব কম লোকই বাস করেন এবং যাঁরা সেখানে থাকেন তাঁদের ঘরবাড়ি খুব কাছাকাছি। এই কারণেই স্যার চার্লসের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার। বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে শিক্ষিত মানুষ বলতে ছিলেন ল্যাফটার হলের মিষ্টার ফ্র্যাংকল্যাণ্ড ও প্রকৃতিবিদ মিষ্টার ষ্টেপলটন। স্যার চার্লস ওখানে অবসর জীবন যাপন করলেও তাঁর অসুস্থতার জন্য তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই লেগে থাকত। আফ্রিকা থেকে তিনি প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বুশম্যান ও হটেনটটদের শারীরিক গঠনের তারতম্য আলোচনা করে ওখানে অনেক মনোরম সন্ধ্যা কাটিয়েছি আমরা।'

'গত কয়েক মাস ধরে আমি লক্ষ্য করছিলাম যে তিনি স্নায়বিক চাপে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন এবং বাস্কারভিলের অভিশপ্ত হাউণ্ডের কাহিনীটি রীতিমত সত্যি বলে মনে করতে শুরু করেছেন। এই ভয় তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, রাত্রে তিনি কিছুতেই তাঁর বাড়ির সীমানার বাইরে বেরুতেন না। তিনি আমাকে বেশ কয়েকবারই প্রশ্ন করেছেন যে রাত্রে রুগী দেখতে যাওয়া বা ফেরার মধ্যে আমি কোন অদ্ভুত জীব দেখেছি কি না বা কোন হাউণ্ডের চীৎকার আমার কানে এসেছে কি না। যখনই তিনি এই প্রশ্ন করতেন আমি দেখতাম তাঁর গলা উত্তেজনা ও ভয়ে কাঁপছে।'

'তাঁর মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে আমার মনে আছে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন তিনি তাঁর বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ি থেকে নামবার সময় আমি দেখলাম তিনি একদৃষ্টে দূরে কি দেখছেন। অদ্ভুত ভয় আর আতংক সে চোখে। আমি তড়িৎ গতিতে পিছন ফিরলাম এবং দেখলাম জলার মাঝখানে পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে অনেকটা বাছুরের আকারের একটা মিশকালো জীব একবার দেখা দিয়েই ফের মিলিয়ে গেল।'

'তিনি এত ভয় পেয়েছিলেন যে আমাকে তখনই যেতে হল, যে জায়গাটায় ওই প্রাণীটির দেখা পাওয়া গিয়েছিল সেইখানে। কিন্তু

তখন আর কিছু দেখা গেল না। কিন্তু এতে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সেইদিনই প্রথম আমাকে বাস্কারভিল হলের অভিশাপের কথা বলেন এবং আমাকে ওই দলিলটি দেন। পরে যা ঘটল সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সেদিনের ভয় পাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। যদিও সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল ব্যাপারটি একেবারেই তুচ্ছ এবং তাঁর ওরকম উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণই ছিল না।

আমার পরামর্শেই স্যার চার্লসের লণ্ডন যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা ভাল ছিল না এবং ক্রমান্বয়ে এত উদ্বেগে ভুগে তাঁর স্বাস্থ্যও পড়ছিল ভেঙে। ভেবেছিলাম দু এক মাসের জন্যে এখান থেকে চলে গেলে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু তাঁর সে যাওয়া আর হল না।

স্যার চার্লসের মৃত্যুর দিন ব্যারিমুর আমার কাছে খবর পাঠায়। আমি সেই দণ্ডে অকুস্থলে হাজির হই। তখনও পর্যন্ত মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করে নি। তদন্তে যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটি আমি নিজে যাচাই করেছি। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছি সেই ফটকের কাছে, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। নরম কাঁকর মেশানো মাটির ওপর ব্যারিমুরের ছাড়া আর কারু পায়ের ছাপ নেই লক্ষ্য করেছি। স্যার চার্লস মুখ থুবড়ে পড়ে-ছিলেন, তাঁর দুটি হাত ছড়ানো। আঙুলগুলি মাটি খামচে ধরেছে। তাঁর শরীরে একটু খিঁচুনির ভাব, মুখ এমন বিকৃত যে তাঁকে সনাক্ত করা সহজ হয়নি আমার পক্ষে। কিন্তু ব্যারিমুর একটা ভুল সাক্ষ্য দিয়েছিল। বলেছিল মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল তার আশেপাশে কোন পায়ের ছাপ বা অন্য সূত্র ছিল না। সে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু আমি করেছিলাম। মৃতদেহের একটু দূরে তাজা এবং স্পষ্ট।

'পায়ের ছাপ?'

'পায়ের ছাপ।'

'পুরুষের না নারীর?'

ডাক্তার মর্টিমার এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দুজনের মুখের পানে তাকালেন। তারপর তিনি কথা বললেন। তাঁর গলা এখন এত চাপা যে মনে হল তিনি ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছেন। 'মিস্টার হোমস্', ডাক্তার বললেন, 'পায়ের ছাপগুলি দৈত্যের আকারের একটি হাউণ্ড জাতের কুকুরের।'

॥ তিন ॥

সমস্যা জটিল

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে একথা শোনামাত্র আমার সারা শরীর শিউরে উঠল ভয়ে। হোমস্ সামনের দিকে ঝুঁকলেন। তাঁর দু চোখের তারায় এখন সেই প্রখর উজ্জ্বলতা, যা দেখা যায় যখন তিনি কোন বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেন।

'আপনি পায়ের ছাপগুলি নিজে দেখেছিলেন?'

'ঠিক এখন যেভাবে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি তেমনি স্পষ্ট ভাবে।'

'কিন্তু আপনি কাউকে বলেন নি?'

'বলে কোন লাভ ছিল না।'

'এটা কি অদ্ভুত নয় যে আর কারু চোখে ওই পায়ের ছাপ পড়ল না?'

'ছাপগুলো মৃতদেহ থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে পড়েছিল। কারু নজর সেদিকে পড়ে নি। কেউ মাথাও ঘামায় নি। আমি এ কাহিনী জানতাম বলেই একটু আগ্রহ নিয়ে এদিক সেদিক দেখেছিলাম।'

'আপনি বলছেন পায়ের ছাপগুলো সাধারণ কুকুরের নয় আকারে বড়?'

'শুধু বড় নয়, বিরাট।'

'কিন্তু সেগুলো তো মৃতদেহের কাছে ছিল না?'

'না।'

'সে রাতে কি বৃষ্টি হয়েছিল ?'

'না। তবে আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে ছিল।'

'এখন আমায় বলুন ডাক্তার মর্টিমার—আর মনে রাখবেন এটা খুবই জরুরী প্রশ্ন—আপনি যে পায়ের ছাপ দেখেছিলেন তা পথের ওপর ছিল না ঘাসের ওপর ?

'ঘাসের ওপর কোন পায়ের ছাপ পড়তে পারে না। পারে কি ?'

'যেদিকে জলায় ঢোকবার ফটক পায়ের ছাপগুলি কি সেইদিকে পড়েছিল ?'

'হ্যাঁ, যেদিকে ফটক পায়ের ছাপগুলি সেইদিকে পড়েছিল।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। আর একটি প্রশ্ন, ফটকের দরজা কি বন্ধ ছিল ?'

'হ্যাঁ, দরজায় তালা লাগানো ছিল।'

'দরজা কতটা উঁচু হবে ?'

'প্রায় চার ফুট।'

'তাহলে কেউ সেটা পেরিয়ে আসতে পারে ?'

'তা পারে।'

'দরজার কাছে আপনি কি কোন দাগ বা পায়ের ছাপ দেখেছিলেন ?'

'না। তবে একটা জিনিস বুঝেছিলাম যে স্যার চার্লস সেখানে পাঁচ দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন।'

'কি করে বুঝলেন সেটা ?'

'তার চুরুট থেকে দু বার ছাই পড়েছিল মাটিতে।'

'চমৎকার, তারিফ করলেন হোমস্, 'আপনি দেখছি গোয়েন্দাকেও হার মানান। শুনছ ওয়াটসন।'

'পথের নানা জায়গায় স্যার চার্লসের পায়ের ছাপ ছাড়া আর কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি আমার।'

হোমস্ অধৈর্য হয়ে তাঁর হাত দিয়ে হাঁটুতে আঘাত করলেন।

'ওহ, আমি যদি সে সময় ওখানে থাকতাম! কেসটি যে অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের তাতে সন্দেহ নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর অনুসন্ধানের সুযোগও ছিল বিস্তর। ওই পথের ওপর পায়ের ছাপ বা অন্য সূত্র থেকে আমি বিস্তর তথ্য যোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু সে সবের কিছু আর অবশিষ্ট নেই। বৃষ্টি আর কৃষকদের যাতায়াতের ফলে সব ধুয়ে মুছে গেছে। ওহ্, ডাক্তার মর্টিমার, আপনি যদি সে সময় আমায় ডাকতেন।'

'আপনাকে ডাকার এক্তিয়ার আমার ছিল না, মিস্টার হোমস্। আর তা ছাড়া, তা ছাড়া—' ডাক্তার মর্টিমার হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

'কি হল? যেন কিছু বলতে চাইছেন অথচ—'

'তা ছাড়া আমি মনে করি, আমাদের জীবনে এমনও কিছু রহস্য ঘটে যা ভেদ করা পৃথিবীর সেরা গোয়েন্দার ক্ষমতার বাইরে।'

'ও, আপনি মনে করেন যে অতিপ্রাকৃত কিছু?'

'আমি ঠিক তা বলতে চাই না।'

'কিন্তু স্পষ্টতই আপনি সেইরকম কিছু চিন্তা করছেন।'

'এই দুর্ঘটনার পরে মিস্টার হোমস্ এমন কিছু কথা আমার কানে এসেছে যাতে মনে হয় এটা ঠিক স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে না।'

'যেমন?'

'স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর বেশ কিছু লোক জলার আশেপাশে এক অতিকায় প্রাণীকে দেখেছে যার সঙ্গে বাস্কারভিলের হাউণ্ডের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এরকম কোন প্রাণীর হদিস আমরা বিজ্ঞানে পাই না। যারা জীবটিকে দেখেছে তারা সকলেই বলেছে এটা মহাকায়, চোখ ধাঁধানো এবং ভয়ংকর। আমি এই সব স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছি যে, এই জন্তুটি সম্বন্ধে তাদের বিবরণ হুবহু এক। আর এর সঙ্গে হুগো বাস্কারভিল বর্ণিত সেই হাউণ্ডের চেহারার মিল ষোল আনা। আমি আপনাকে বলছি মিস্টার হোমস্, গোটা বাস্কারভিল এলাকা এখন আতংকে থমথম করছে,

এবং খুব সাহসী লোক ছাড়া এখন রাতে কেউ একা সেই জলা পার হয়ে আসতে চায় না।'

'আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?' কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে মন্তব্য করেন হোমস্, 'আমি এতকাল ইহ-জগতের রহস্যই ভেদ করে এসেছি, নরকবাসী শয়তানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সুযোগ আমার এই প্রথম। আচ্ছা, ডাক্তার মর্টিমার পায়ের ছাপগুলো যা দেখেছিলেন তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু ছিল না তো?'

'প্রথম যে হাউণ্ডের কথা আমরা শুনেছি সে নিশ্চয় রক্তমাংসের প্রাণী নইলে সে মানুষের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে কি করে। কিন্তু সে যে সাক্ষাৎ শয়তান ছিল তা-ও মিথ্যে নয়।'

'দেখছি, এই অতিপ্রাকৃতের ধারণাটা আপনাকে রীতিমত পেয়ে বসেছে। আচ্ছা, এবার ডাক্তার মর্টিমার বলুন দিকি আপনি যদি বিশ্বাস করেন এ রহস্য ভেদ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে তাহলে আপনি আমার পরামর্শ চাইতে এলেন কেন?'

'আমি তো আপনাকে বলিনি যে আমি চাই আপনি এর তদন্ত করুন।'

'আপনি সাহায্য না চাইলে আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'আপনি আমায় পরামর্শ দিতে পারেন যে স্যার হেনরী বাস্কার-ভিল যিনি আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওয়াটালু স্টেশনে পৌঁছবেন তাঁকে নিয়ে আমি কি করব?'

'তিনিই এ সম্পত্তির মালিক?'

'হ্যাঁ, স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে তরুণ বয়স্ক স্যার হেনরী কানাডায় আছেন। আমি যতদূর জানি স্যার হেনরী একজন অতি চমৎকার মানুষ। আমি এই মত প্রকাশ করছি স্যার চার্লসের উইলের একজন অছি হিসেবে, ডাক্তার হিসেবে নয়।'

'আর কোন দাবিদার নেই?'

'না। স্যার চার্লসরা তিন ভাই ছিলেন। স্যার চার্লস সবার

বড়। মেজ ভাই অল্প বয়সে মারা যান। হেনরী তাঁরই ছেলে। সবার ছোট রোজার ছিল বিশ্ববখাটে। সে হুগোর মতই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল। ইংলণ্ডে মন টেঁকাতে পারে নি সে বেশীদিন। মধ্য আমেরিকায় পালিয়ে যায় সে এবং সেখানেই ১৮৭৬ সালে মারা যায় পাণ্ডুরোগে। বাস্কারভিল পরিবারের শেষ বংশধর এই হেনরী। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওয়াটার্লু স্টেশনে পৌঁছবেন তিনি। এখন মিস্টার হোমস্ তাঁকে নিয়ে আমি কি করব, আপনি আমাকে সেই পরামর্শ দিন।'

'পৈতৃকবাড়িতে গিয়েই তো তাঁর ওঠা উচিত, নয় কি?'

'সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু ভেবে দেখুন, বাস্কারভিল পরিবারের যে কেউ ও বাড়িতে ওঠে তারই পরিণতি হয়ে ওঠে দুর্ভাগ্য-জনক! আমার মনে হয় মৃত্যুর আগে যদি স্যার চার্লস আমার সঙ্গে কথা বলে যেতে পারতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি বংশের এই শেষ চিহ্নটিকে তাঁদের ওই অভিশপ্ত বাড়িতে আসতে নিষেধ করতেন। আবার একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ওই জনবিরল, দরিদ্র পল্লীর উন্নতি নির্ভর করছে ও বাড়ির মালিকের ওখানে উপস্থিত থাকার ওপর। স্যার চার্লস যে সব জনসেবামূলক কাজ শুরু করে গেছেন তা সবই বন্ধ হয়ে যাবে যদি তাঁর জায়গায় গিয়ে কেউ হাল না ধরেন। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমার একার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনুচিত হবে তাই আমি আপনার পরামর্শ চাইছি।'

হোমস্ একটুক্ষণ ভাবলেন।

'আপনার মতে, হোমস্ বলতে শুরু করলেন, বাস্কারভিলে এমন কোন অশরীরী শক্তি আছে, যার জন্যে সেখানে বসবাস করাটা ওই বংশের মানুষদের পক্ষে নিরাপদ নয়?'

'আমি বলতে চাই যে অন্তত সেই রকম মনে করার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে—'

'বেশ, ধরুন আপনার এই অতিপ্রাকৃতের তত্ত্বই যদি ঠিক হয় তাহলে যুবকটি লণ্ডনে থাকলেও তো তার বিপদ ঘটতে পারে।

এমন তো নয় যে শয়তানের গতিবিধি ও ক্ষমতা কেবল ডেভনশায়ারের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।'

'আপনি ব্যাপারটা খুবই হাল্কাভাবে নিচ্ছেন মিস্টার হোমস্, মর্টিমার বললেন, আপনি নিজে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হত আপনার পক্ষে।···তাহলে আমি যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার মতে স্যার হেনরী এখানে যতটা নিরাপদে থাকবেন ডেভনশায়ারেও থাকবেন ঠিক ততখানি নিরাপদে? আর মিনিট পঞ্চাশের মধ্যে উনি এসে পৌঁছবেন। বলুন, আপনি কি পরামর্শ দেন।'

'আমার পরামর্শ এই যে, আপনার যে স্প্যানিয়েলটি আমার দরজা আঁচড়াচ্ছে আপনি তাকে ডেকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে ওয়াটার্লু টেশনে গিয়ে স্যার হেনরী বাস্কারভিলকে স্বাগত জানান।'

'তারপর?'

'তারপর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমি আপনাকে বলব কি করতে হবে। কাল সকাল দশটায় যদি আমার এখানে আসেন তাহলে বলে দেব আপনাকে কি করতে হবে। যদি স্যার হেনরীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন তবে আরও ভাল হয়।'

'আমি তাই করব মিস্টার হোমস্', ডাক্তার মর্টিমার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সিঁড়ির মুখে হোমস্ তাঁকে থামালেন। 'আর একটি প্রশ্ন ডাক্তার মর্টিমার', হোমস্ বললেন, 'আপনি বলেছেন যে স্যার চার্লসের মৃত্যুর আগে কিছু লোক এই কালো ছায়াকে দেখতে পেয়েছে—'

'হ্যাঁ, তিনজন লোক এটি দেখেছিল।'

'মৃত্যুর পর আর কি কেউ দেখেছিল?'

'আমি সে রকম কিছু শুনিনি।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

হোমস্ তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। তাঁর মুখের ভাব বেশ প্রসন্ন। মনে হল, তিনি মনের মত কাজ পেয়েছেন।

'বেরুচ্ছো না কি ওয়াটসন ?'

'যদি তোমার কোন কাজ না থাকে তবে একটু ঘুরে আসতে চাই।'

'না বন্ধু, তেমন কিছু কাজ নেই। শোনো, ব্র্যাডলির দোকানের সামনে দিয়ে যখন যাবে তুমি, তখন ওদের বলে দিও তো আমার জন্যে খুব কড়া দেখে এক পাউণ্ড তামাক যেন পাঠিয়ে দেয়। তুমি যদি সন্ধে নাগাদ ফিরে আসো তাহলে দুজনে মিলে আমরা এই বিচিত্র মামলাটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।'

শার্লক হোমস্‌কে আমি চিনি। আমি জানি নিরিবিলিতে বসে চিন্তা করার জন্যে এখন একা থাকতে চাইছেন তিনি। এই কেসের যতখানি তিনি শুনেছেন তার প্রতিটি কথা তিনি এখন ভাববেন। একটা যুক্তির সঙ্গে তার বিরুদ্ধ একটা যুক্তি মিলিয়ে দেখবেন কোনটা গ্রহণ করার যোগ্য। সারা দিনটা আমি ক্লাবে কাটালাম তাঁকে নিরিবিলিতে বসে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্যে। বেকার স্ট্রীটে আমি যখন ফিরে এলাম তখন রাত নটা।

বসবার ঘরের দরজা খোলামাত্র আমার মনে যে ভাবনা এল, তা হল ঘরে নিশ্চয় আগুন লেগেছে। ঘরটা ধূম্রজালে এমন পরিপূর্ণ ছিল যে টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ছিল না। ঘরের ভেতর ঢুকে অবশ্য বুঝলাম আমার ধারণা অমূলক। ধোঁয়াটা এত কড়া তামাকের যে ঘরে পা দেওয়া মাত্র আমি কাশতে শুরু করলাম। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে মুখে কালো পাইপ ও ড্রেসিংগাউন পরিহিত হোমস্‌কে অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছিল।

'ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি ওয়াটসন ?' কাশির শব্দে ফিরে তাকিয়ে শুধোলেন বন্ধুবর।'

'না, ঠাণ্ডা নয়। তোমার এই তামাকের ধোঁয়ায় কাশি এসে গেছে আমার।'

'জানলাটা খুলে দাও তাহলে। সারাদিন তুমি ছিলে কোথায় ? ক্লাবে নিশ্চয় ?'

'আশ্চর্য ! তুমি কি করে জানলে ?'

'তোমার মধ্যে বেশ একটা তাজা ভাব রয়েছে। এই ঝিরঝিরে বৃষ্টির সকালে তুমি বেরিয়ে গেলে সন্ধের পর ফিরে এলে তেমনি তরতাজা ধোপদুরস্ত ভাব নিয়ে। তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তেমন কেউ নেই। অতএব ক্লাবে না গিয়ে এতটা সময় তুমি কাটাবে কোথায় ! এটা বুঝতে পারা খুবই স্বাভাবিক নয় কি ?'

'এখন দেখছি সত্যিই স্বাভাবিক।'

'এবার বল দিকি আমি কোথায় গিয়েছিলাম ?'

'মুশকিলে ফেললে ভাই···'

'আমি গিয়েছিলাম ডেভনশায়ার।'

'মানস ভ্রমণ নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, তাই। আমার শরীর এই আরাম কেদারা ছেড়ে এক পা নড়ে নি কিন্তু মনটা বড় দুটো পেয়ালা কফি আর একরাশ তামাকের ওপর ভর দিয়ে চলে গিয়েছিল সেই পাহাড়-জলার মুলুকে। তুমি চলে যাওয়ার পরেই স্টামফোর্ডের দোকান থেকে আমি ওই জায়গার একটা ম্যাপ আনিয়ে নিয়েছিলাম আর তারপর থেকে আমার মনটা ওই জলাভূমির ওপর ঘুরে বেড়িয়েছে।'

'বেশ বড় ম্যাপ বোধ হয়।'

'হ্যাঁ এই যে', হোমস্ তাঁর হাঁটুর ওপর মেলে ধরলেন ম্যাপটা। 'এই দেখ ডেভনশায়ার, মাঝখানে এই যে বাস্কারভিল হল।'

'চারপাশে জঙ্গল দেখছি।'

—হ্যাঁ, এই যে ঘরবাড়িগুলি, এই পল্লীটার নাম গ্রীমপেন। ডাক্তার মর্টিমারের বাসা এইখানেই। এই হল ল্যাফটার হল। এর উল্লেখ আছে ওই দলিলে। এই বাড়িটা সম্ভবত প্রকৃতি প্রেমিক স্টেপলটনের। এই দুটো খামারবাড়ি, এর চোদ্দ মাইল দূরে প্রিন্স-টাউনের বিখ্যাত জেলখানা। এরই মাঝখানে সেই জনহীন জলাভূমি। এই হল সেই মঞ্চ যেখানে অভিনীত হয়েছে এক বিয়োগান্ত নাটক।

'এলাকাটা বেশ বন্য বলে বোধ হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, পটভূমি অপরাধের উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে। মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য শয়তান এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাবে।'

'তুমিও দেখছি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করতে শুরু করলে—'

'শয়তান নিরাকার হলেও তার অনুচরদের রক্তমাংসের মানুষ হতে বাধা কোথায়! শুরুতে আমাদের দুটো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। প্রথম, কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল কি না। দ্বিতীয়, অপরাধটা কি এবং কিভাবে করা হয়েছিল। অবশ্য যদি ডাক্তার মর্টিমারের অনুমান ঠিক হয় মানে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি এর পেছনে থাকে তাহলে আমার তদন্তের এইখানেই ইতি। কিন্তু এই সব মেনে নেওয়ার আগে আমাদের সবরকম সূত্র পরীক্ষা করে দেখতে হবে এর পেছনে মানুষের হাত আছে কি না। তুমি কি কেসটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছ?'

'হ্যাঁ। সারাদিনে অনেকক্ষণ সময় আমি ভেবেছি এটা নিয়ে।'

'তোমার মত কি?'

'কেসটি রীতিমত জটিল।'

'এর একটা নিজস্ব ধরণ আছে। একটি বিশেষত্ব হল যে, মৃতের পায়ের ছাপের ধরণ পাল্টে যাওয়া। এ বিষয়ে তোমার কি মত?'

'মর্টিমার তো বলেছেন যে তখন তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হেঁটেছেন।'

'সেটা তো উনি তদন্তের সময় কতকগুলো বোকা লোক যা বলে গেছে তা-ই আউড়ে গেছেন। ঢালু জায়গায় পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে যাবে কেন কেউ?'

'তাহলে ওটার রহস্য কি?'

'উনি ছুটছিলেন ওয়াটসন, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পাগলের মত ছুটছিলেন স্যার চার্লস। পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত ওঁর সে ছোটার বিরাম ছিল না।'

'কেন তিনি ছুটছিলেন অমন করে ?'

'সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। ছোটবার আগে থেকেই যে ভদ্রলোক ভয় পেয়েছিলেন তার আভাস আমরা পেয়েছি।'

'একথা তুমি কেমন করে বলছ ?'

'আমি অনুমান করছি যে তাঁর ভয়ের কারণটা দেখা দিয়েছিল জলার ওপাশ থেকে। তাই যদি হয় এবং সেটাই সম্ভব, তাহলে যার মাথার ঠিক নেই এমন লোকই তার বাড়ির দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে ছুটতে আরম্ভ করবে। যদি বেদের কথাই ঠিক হয়, অর্থাৎ সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে করতে ছুটছিলেন তিনি সেই দিকে, যেখানে তাঁকে সাহায্য করার মত কেউ নেই। তারপর, সে রাত্রে তিনি কার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ? কে সেই ব্যক্তি যার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ইউ-বীথিকার মোড়ে বাড়িতে অপেক্ষা না করে ?'

'তুমি কি মনে কর তিনি কারো জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ?'

'ভদ্রলোকের বয়স হয়েছিল এবং স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছিল না। সন্ধ্যেবেলা তাঁর পক্ষে খানিক পায়চারী করাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেদিন মাটি ভিজে ছিল এবং রাতের আবহাওয়া ছিল খারাপ। এই রকম পরিবেশে ডাক্তার মর্টিমার যেমন বলেছেন পাঁচ দশ মিনিট কোথাও দাঁড়িয়ে থাকা কি স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে ?'

'কিন্তু তিনি তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরুতেন।'

'আমার মনে হয় তিনি যে দরজার কাছে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতেন এটা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে, তিনি যে জলায় যেতে চাইতেন না, এমন প্রমাণ আছে। কিন্তু সেই রাত্রে তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। পরের দিন তাঁর লণ্ডন যাওয়ার কথা। ব্যাপারটার মধ্যে সম্পর্ক আছে ওয়াটসন। এইভাবে টুকরোগুলো জোড়া লাগালে হয়ত ছবিটা স্পষ্ট হতে পারে। যাক, এখন এসব ভাবনা শিকেয় তুলে একটু বেহালা বাজানো যাক। আমার যন্ত্রটা একটু এগিয়ে দেবে কি বন্ধু ? কাল ডাক্তার মর্টিমার আর হেনরী বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি নে।'

চার

স্যার হেনরী বাস্কারভিল

আমরা সেদিন সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে নিয়েছিলাম। হোমস্ ড্রেসিং গাউন পরে আমাদের বসবার ঘরে অতিথিদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। না, ভদ্রলোকদের সময়জ্ঞান আছে বলতে হবে। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ডাক্তার মর্টিমার স্যার হেনরী বাস্কারভিলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। স্যার হেনরীর চেহারার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে নেওয়া যাক। স্যার হেনরীর বয়স বছর তিরিশের মত, মজবুত গড়ন, ঘন কালো ভুরু, মুখের রং কিছু রোদে-পোড়া যা দেখে ধারণা করা যায় যে তিনি জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়েছেন খোলা হাওয়ায় তবু তাঁর স্থির দৃষ্টি আর সংযত আচরণের মধ্যে উচ্চবংশের ছাপ সুস্পষ্ট।

'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই মিস্টার হোমস্, ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'ইনি স্যার হেনরী বাস্কারভিল।'

'কী অদ্ভুত দেখুন মিষ্টার হোমস্, আমার বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন সারা হলে স্যার হেনরী বললেন, 'আমার বন্ধুর সঙ্গে আজ এখানে আসার কথা না থাকলেও আমায় আপনার কাছে আসতে হত। আমি শুনেছি রহস্যভেদে অসাধারণ হাতযশ আপনার। আজ সকালেই এমন কিছু ঘটেছে যার জন্যে আপনার এখানে আসাটা আমার জরুরী হয়ে পড়েছিল।

'অনুগ্রহ করে বসুন স্যার হেনরী', শার্লক হোমস বললেন, 'লণ্ডনে পৌঁছানোমাত্র আপনার কোন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে বলুন আমায়।'

'তেমন একটা কিছু নয়, মিস্টার হোমস্। হয়ত এটা একটা ঠাট্টাই। এই যে এই চিঠিটা, যদি এটাকে একটা চিঠি বলতে আপনার

আপত্তি না থাকে অবশ্য। আজ সকালেই এটা আমার হাতে এসেছে।'

একটা খাম টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি। আমরা সকলে ঝুঁকে পড়লাম তার ওপর। একটা ধূসর রংয়ের অতি সাধারণ খাম। তার ওপর 'স্যার হেনরী বাস্কারভিল।' নর্থাম্বারল্যাণ্ড হোটেল ঠিকানাটা এলোমেলো ছাপার অক্ষরে লেখা। কোণে গতকালের তারিখসহ চারিংক্রশ ডাকঘরের ছাপ রয়েছে।

'কে কে জানত যে আপনি নর্থাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে উঠছেন?' আমাদের অতিথিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন হোমস্।

'কারু জানার কথা নয়। ডাক্তার মর্টিমারের সঙ্গে পরামর্শ করেই কেবল আমি ওই হোটেলে উঠেছি।'

'ও, ডাক্তার মর্টিমার বোধ হয় আগে থেকেই ওই হোটেলে উঠেছিলেন?'

'না, ডাক্তার জবাব দিলেন', আমি উঠেছি এক বন্ধুর বাড়ি। আমরা যে এই হোটেলে উঠব এমন কোন আভাস কাউকে দেওয়া হয়নি।'

'হুম্, মনে হচ্ছে আপনার গতিবিধির সঙ্গে কারু স্বার্থ গভীরভাবে জড়িত আছে।' হোমস্ খামটা খুলতে দেখা গেল তার ভেতর একটা ভাঁজ করা কাগজ। যার মাঝামাঝি জায়গায় কতকগুলি ছাপা কাগজের টুকরো কেটে সেগুলি কাগজে সেঁটে নিচের বাক্যটি তৈরি করা হয়েছে।

'যদি তোমার জীবনের মায়া আর ঘটে বুদ্ধি থাকে তবে জলার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।' এর মধ্যে শুধু জলা শব্দটিই কালি দিয়ে লেখা।

'মিস্টার হোমস্', স্যার হেনরী বললেন, 'আপনি বলুন এর মানে কি? আমি কোথায় যাই না যাই তা নিয়ে কার এমন মাথাব্যথা!'

'আপনি কি বলেন ডাক্তার?' ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে হোমস্ শুধোন, 'আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন এতে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই?'

'না, তা মনে করি না। তবে যে বিশ্বাস করে যে এ রহস্যটা মানুষের বুদ্ধির অগম্য সে হয়ত এমন চিঠি লিখতে পারে।'

'অতিপ্রাকৃত?' বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠেন স্যার হেনরী, 'আমার মনে হয়, আমার বিষয়ে আপনারা আমার চেয়ে বেশী খবর রাখেন!'

'আমরা যা জানি তা সবই আপনাকে জানানো হবে স্যার হেনরী', হোমস্ বললেন, 'তার আগে এই অদ্ভুত চিঠিটা একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক। ওয়াটসন, কালকের টাইমস্ কাগজটা আমায় একটু দেবে?'

কাগজটা হাতে নিয়ে ভেতরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে চোখ বুলিয়ে হোমস্ বললেন, 'এই যে অবাধ বাণিজ্যের ওপর লেখা এই প্রবন্ধের এই জায়গাটুকু পড়ুন।'

'কেউ কেউ বুদ্ধি দিচ্ছেন যে একটা বিশেষ করের ব্যবস্থা থাকলে ব্যবসায় সমৃদ্ধি ঘটবে, কিন্তু দেশীয় পণ্যের ওপর মায়া বাড়বে। কিন্তু তাঁরা বুঝছেন না যে এ জাতীয় আইনের ফলে পরিণামে বিদেশের অর্থ এ দেশের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, আর এ দ্বীপের লোকের জীবন ধারণের মানও যাবে কমে।'

'কি ওয়াটসন, তোমার কি মনে হয়?' দু হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বেজায় উৎফুল্ল হয়ে বললেন হোমস্, 'বক্তব্যটা বেশ হৃদয়গ্রাহী নয় কি?'

স্যার হেনরী বাস্কারভিল তাঁর ঘন ভ্রূযুগল কুঁচকে আমার পানে এবং ডাক্তার মর্টিমার অবাক হয়ে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না', মন্তব্য করলেন স্যার হেনরী, 'তবে আমরা এই চিঠির প্রসঙ্গ থেকে একটু বেশী দূরে চলে যাচ্ছি না কি?'

'আজ্ঞে না, আমার তো মনে হয় আমরা এই চিঠির রহস্য

সমাধানের চেষ্টাই করছি মাত্র। ওয়াটসন আমার পদ্ধতি জানে। আপনি কি এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আর আপনাকে লেখা এই চিঠির মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন না?'

'না। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি এই দুয়ের মধ্যে—'

'দেখ ওয়াটসন, প্রিয় বন্ধু আমার, চিঠিতে যে সব কথা লেখা হয়েছে 'জীবনের' 'মায়া,' 'থাকলে,' 'বুদ্ধি' 'ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না' এ সবই এই সম্পাদকীয়তে রয়েছে। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত করতে বাধা নেই যে এ সবই এই সম্পাদকীয় থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে।'

'হা ভগবান! সত্যিই তো', চীৎকার করে উঠলেন স্যার হেনরী, 'বলিহারি বুদ্ধি মশাই আপনার!'

'আরও দেখুন 'ঘেঁষবেন না' কথাগুলি একই সঙ্গে কেটে নেওয়া হয়েছে, যতটুকু সন্দেহ থাকে তা এই প্রমাণটি দেখলেই ঘুচে যায়।'

'সত্যি মিস্টার হোমস্, আপনি আমায় অবাক করে দিয়েছেন', উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন ডাক্তার মর্টিমার। আমার বন্ধুর দিকে তিনি এখন সুগভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে। বিস্ময় এবং প্রশংসা দুই-ই ছিল সে দৃষ্টিতে, 'কথাগুলো খবরের কাগজ থেকে নেওয়া এটা হয়ত আর কারু পক্ষে বলা সম্ভব ছিল কিন্তু এটা কোন কাগজ এবং কোন প্রবন্ধ থেকে নেওয়া এটা বলতে পারাটা···কি করে পারলেন বলুন তো মশাই?'

'আমি অনুমান করছি ডাক্তার যে আপনি নিশ্চয় একটা নিগ্রোর মাথার খুলি থেকে একটা এস্কিমোর মাথার খুলির তফাৎ ধরতে পারবেন—পারবেন না কি?'

'নিশ্চয়।'

'কি করে?'

'ওটা তো আমার পেশা। এ ওই দুই খুলির পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই সহজ।'

'আর এটা আমার নেশা। আর এখানে তফাৎটাও খুব স্পষ্ট।

অভিজাত টাইমস পত্রিকার হরফের সঙ্গে আধ পেনী দামের সস্তা কাগজের মধ্যে যে তফাৎ বোধহয় নিগ্রো আর এস্কিমোয় মাথার খুলির মধ্যে সে-ই একই তফাৎ। কাগজের হরফের বৈশিষ্ট্য জানাটা অপরাধ বিজ্ঞানের একটা খুব প্রয়োজনীয় দিক। যদিও স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে অল্প বয়সে আমি একবার লীডস্ মারকুরি আর ওয়েস্টার্ন মর্নিং নিউজের হরফ গুলিয়ে ফেলেছিলাম। টাইমসের সম্পাদকীয় স্তম্ভের হরফ একেবারেই আলাদা জাতের। তারপর আন্দাজ করলাম এ চিঠি যখন কাল লেখা তখন কালকের কাগজ থেকে ওগুলো কেটে নেওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'আপনার এই বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় শব্দগুলো একটা কাঁচির সাহায্যে কাটা হয়েছে কাগজ থেকে, মন্তব্য করলেন স্যার হেনরী।'

'নখ কাটার কাঁচি বললেন হোমস্, 'খুবই ছোট ফলা, যার জন্যে ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না কথাটি কাটবার সময় দুবার কাঁচি চালাতে অসুবিধা হয় নি।'

'তারপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কাগজে।'

'গঁদের আঠা, হোমস্ বললেন, আর 'জলা' শব্দটি কালি দিয়ে লেখা হয়েছে, কেন না ছাপার অক্ষরে এই শব্দটির দেখা বিশেষ মেলে না।'

'আমার মনে হয় আপনার ব্যাখ্যা নির্ভুল। এ থেকে আপনি কি আর কিছু বুঝতে পারছেন মিস্টার হোমস্?'

— আরও দু একটি জিনিস বোঝা যাচ্ছে, যেমন কোন সূত্র যাতে ধরা না পড়ে তার জন্যে যত্ন নেওয়া হয়েছে খুব। ঠিকানাটি ছাপার অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় চিঠির লেখক শিক্ষিত কিন্তু সে বোঝাতে চায় যে সে লেখাপড়া জানে না। দু নম্বর, সে তার হাতের লেখা গোপন রাখতে চায় হয়ত তার হাতের লেখা আপনার খুব চেনা বলেই তার এই সাবধানতা। তারপর দেখুন, শব্দগুলি সমানভাবে সাজানো নয়—উঁচুনিচু করে লাগানো—যা দেখে অনুমান করা যেতে পারে হয় চিঠির প্রেরক অসাবধানী, নয় সে খুব

উত্তেজিত ছিল বা খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়েছিল তাকে। আমার মনে হয় শেষ কারণটাই সত্যি। পত্রপ্রেরক কি ভয় করছিল যে তার কাজে বাধা পড়তে পারে, তাই সে দ্রুত হাতে কাজ সেরেছে? যদি তাই হবে, তবে প্রশ্ন হচ্ছে কে তাকে বাধা দিতে যাবে!'

'এ তো দেখছি নিছক আন্দাজের ওপর ভর করে সিদ্ধান্তই করে ফেলা হচ্ছে,' মন্তব্য করলেন ডাক্তার মর্টিমার।

'বরং বলুন সমস্ত সম্ভাব্য সূত্রগুলি বিচার করে সবচেয়ে যেটা যুক্তিপূর্ণ সেটাই গ্রহণ করা হচ্ছে। একেই বলা হয় কল্পনার বিজ্ঞান-সম্মত প্রয়োগ। আমি যদি বলি যে এই ঠিকানাটা একটা হোটেলে বসে লেখা, আপনি হয়ত সেটাও বলবেন আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া।'

'অবাক কাণ্ড! এটা আপনি কি করে বললেন?'

'আপনি যদি চিঠিটা ভাল করে পরীক্ষা করেন তাহলে দেখবেন কলম ও কালি দুই-ই লেখককে বিষম অস্বস্তিতে ফেলেছে। একটা শব্দের মধ্যেই কলম থেকে দুবার কালি ঝরে পড়েছে আর একটা ছোট ঠিকানা লিখতে কালি শুকিয়ে গেছে তিনবার। বোঝা যাচ্ছে দোয়াতে কালি বিশেষ ছিল না। নিজের কলম বা দোয়াত কেউ এই অবস্থায় রাখে না। অন্তত দুটোরই এমন দশা হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক। কিন্তু আপনি জানেন হোটেলে যে দোয়াত কলম রাখা হয় সেগুলো কি রকম অবস্থায় থাকে। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমরা যদি চারিং ক্রশের সব হোটেলগুলোর বাজে কাগজের ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করি তাহলে এখনও সেই টাইমস্ কাগজটা উদ্ধার করা যেতে পারে যার পাতা থেকে এই শব্দগুলো কাটা হয়েছিল। এখন বলুন, স্যার হেনরী, লণ্ডন শহরে পৌঁছনোর পর এ ছাড়া আর কোন অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার?'

'না মশাই, এই চিঠিটি পাওয়া ছাড়া আর সবকিছুই আমার কাছে স্বাভাবিক ঠেকেছে।'

'কেউ আপনাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেনি বা আপনার পিছু ধাওয়া করে নি?'

'অবাক করলেন। আমি কি এমন কেউকেটা যে লোকে আমার পিছু ধাওয়া করতে যাবে!'

'সে কথায় পরে আসছি, এখন বলুন, আপনি এখানে আসার পর স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আর কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে দেখেছেন কি?'

স্যার হেনরীর ঠোঁটের রেখায় হাসি ফুটে উঠল, 'একটা ছোট ঘটনা ঘটেছে, খুবই তুচ্ছ। মানে আমার বুট জুতোর একটা পাটি হারিয়ে ফেলাকে যদি আপনি—'

'কেন মিছিমিছি মিস্টার হোমস্‌কে বিব্রত করছেন, ডাক্তার মর্টিমার তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, জুতোটা আপনার হারায় নি। ভুলে কেউ কোথাও রেখেছে। হোটেলে ফিরেই আপনি পেয়ে যাবেন সেটা।'

'হ্যাঁ, একরকম তাই বলতে পারেন মিষ্টার হোমস্, বললেন স্যার হেনরী, 'জুতোজোড়া আমি রাত্রে ঘরের বাইরে রেখেছিলাম। সকালে উঠে একটিকে আর পাইনি। হোটেলের যে চাকর জুতো সাফ করে সকালে তার দেখা পাইনি। হয়ত সে-ই রেখে দিয়েছে কোথাও। জুতোজোড়া আমি কালই রাত্রে কিনেছি স্ট্র্যাণ্ড থেকে। এখনও পর্যন্ত পায়ে দিয়ে বের হইনি কোথাও।'

'আপনি তাহলে কাল লণ্ডনে পৌঁছে এই বুটজোড়া কিনেছিলেন?'

'শুধু জুতো নয় আরও কিছু কেনাকাটা করেছিলাম। ডাক্তার মর্টিমার আমার সঙ্গে ছিলেন। ভেবেছিলাম ডেভনশায়ার যাওয়ার আগে আমার উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করে নেওয়া ভাল। তার মধ্যে ছিল এই বাদামী রংয়ের বুটজোড়া। ছ ডলার দাম নিয়েছিল। পায়ে দেওয়ার আগেই একটি উধাও হয়ে গেল।'

'আমার মনে হয় এক পাটি জুতো চুরি করাটা আহাম্মকের কাজ, হোমস্ বললেন, ডাক্তারের সঙ্গে আমি একমত। জুতোটা আপনি খুব শীগগিরই ফিরে পাবেন।'

'যাই হোক, ভদ্রমহোদয়গণ, স্যার হেনরী ব্যারনেট সুলভ পদমর্যাদার সঙ্গে বললেন, এখন আপনারা আমায় আসল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করবেন কি ?'

এই কথা শোনা মাত্র ডাক্তার মার্টিমার তাঁর পকেট থেকে কাগজ পত্র বার করে বাস্কারভিলের সেই অভিশাপের ইতিবৃত্ত এবং আনুষাঙ্গিক ঘটনা বিবৃত করলেন।

'হুম্, ডাক্তারের কথা শেষ হতে স্যার হেনরী মন্তব্য করলেন আমি এখন একটা সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে প্রতিহিংসা। অবশ্য আমি যখন খুবই ছোট তখন এই হাউণ্ডের গল্পটা শুনেছিলাম। কিন্তু আমি কখনই এটাকে সত্যি বলে মনে করিনি। কিন্তু কাকার মৃত্যুর ঘটনা শুনে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। মিস্টার হোমস্, আপনি বোধ হয় এটা অপঘাতে মৃত্যু না খুনের ঘটনা সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি।'

'ঠিক তাই।'

'এর পর হোটেলে আমাকে এই চিঠি। এখন যেন এটার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে যে, জলার এলাকায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে এমন কেউ আছে যে আমাদের চেয়ে বেশী খবর রাখে,' মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ। আর তারা হয়ত আপনার হিতৈষী, হোমস্ বললেন, আপনি সেখানে গিয়ে বিপদে পড়ুন সেটা তারা চায় না।'

'বা এমনও হতে পারে যে আমাকে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখতে চায় তারা তাদের মতলব হাঁসিল করার জন্যে।'

'হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব বটে! ডাক্তার মর্টিমার, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এমন একটি জটিল রহস্যের সমাধান আমার সামনে উপস্থিত করার জন্যে। এখন এই মুহূর্তে আমাদের যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে হবে স্যার হেনরী, সেটা হল, বাস্কারভিল হলে যাওয়াটা আপনার উচিত হবে কি না।'

'কেন ? আমার সেখানে যাওয়ার বাধা কিসের ?'

'হয়ত বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে সেখানে আপনার জন্যে।'

'কোনদিক থেকে আসতে পারে এই বিপদ ? আমাদের বংশের সেই প্রাচীন অভিশাপ জীবন্ত হয়ে উঠবে না কি কোন মানুষের কাছ থেকে ?'

'সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

'বিপদ যে সূত্র থেকেই আসুক, আমার সিদ্ধান্তে আমি অনড়। নরকের শয়তান বা পৃথিবীর মানুষ কেউই আমাকে সেখানে যাওয়া থেকে ঠেকাতে পারবে না।' কথা বলতে বলতে স্যার হেনরীর মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল। বোঝা গেল, যে যে প্রচণ্ড মেজাজের জন্যে বাস্কারভিল-বংশের পুরুষেরা বিখ্যাত তা তাদের শেষ বংশধরের মধ্যে ষোলআনা বর্তমান।'

'এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমি আর একটু ভেবে দেখতে চাই, স্যার হেনরী বললেন, আমি বলি কি মিস্টার হোমস, আপনি আর আপনার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন আজ আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করুন না। এখন সাড়ে এগারোটা বাজে, আমি এখন সোজা আমার হোটেলে ফিরতে চাই। দুটোর সময় আপনারা আসুন না আমার হোটেলে। তখন একসঙ্গে দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে এ সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া আপনাকে আরও বিশদ করে বলতে পারব।'

'ওয়াটসন, তোমার কাছে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য তো ?'

'হ্যাঁ। আমার কোন আপত্তি নেই।'

'তাহলে আপনি দুটোর সময় আমাদের দেখা পাবেন। আপনার জন্যে একটি গাড়ি ডেকে দেব কি ?'

'দরকার হবে না। আজ দিব্যি আবহাওয়া। আমি হেঁটেই ফিরতে চাই।'

'আমি সানন্দে আপনার সঙ্গী হব', ডাক্তার মর্টিমার বললেন।

'তাহলে এখন বিদায়। আবার দুটোর সময় দেখা হবে।'

আমাদের অতিথিযুগলের পদশব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যাওয়ার পর সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে আসে। সঙ্গে সঙ্গে অলস ভাবুক মানুষ থেকে হোমস্ সদাব্যস্ত কাজের লোক হয়ে দাঁড়ান।

'ওয়াটসন, তোমার টুপি আর জুতো।' জলদি, নিজের ঘরে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে পোশাক পাল্টে ফিরে এলেন তিনি। পর মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আমরা রাস্তায়। ডাক্তার মর্টিমার ও স্যার হেনরীকে আমরা তখন দেখতে পাচ্ছি তাঁরা অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দিকে যাচ্ছেন।

'আমি কি ছুটে গিয়ে ওদের থামতে বলব ?'

'কদাপি নয়। ওসব কিছুই তোমায় করতে হবে না বন্ধু, আমার সঙ্গে দু পা হাঁটো তুমি তাহলেই আমি কৃতার্থ হব। আমাদের বন্ধুরা হক কথাই বলেছিলেন। দিনটি পায়ে হেঁটে বেড়ানোর পক্ষে চমৎকার।'

হোমস্ হাঁটার গতি বাড়ালেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব অর্ধেক হয়ে গেল। প্রায় একশো গজ তফাতে থেকে আমরা অক্সফোর্ড স্ট্রীট পেরিয়ে রিজেন্ট স্ট্রীট পর্যন্ত গেলাম।

একটু পরেই হোমস খুশী হয়ে কি বলে উঠলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি দেখলাম রাস্তার উল্টোদিকে যে ঘোড়ার গাড়িটি এসে থেমেছিল একটু আগে, সেটি এখন আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

'ওই লোকটি। ওয়াটসন, জলদি! ওকে ভাল করে দেখে নেওয়াটা খুব দরকার।'

সেই মুহূর্তে গাড়ির জানলায় ঘন দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন একটি লোকের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে পাশের দরজা খুলে ওপরে কোচোয়ানকে কি বলল। কোচোয়ানের চাবুকের বাড়ি খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে রিজেন্ট স্ট্রীট ধরে গাড়ি ছুটল বিদ্যুৎবেগে। হোমস্ পাগলের মত আর একটি গাড়ির জন্যে এদিক ওদিক ছুটলেন। কিন্তু এমনই কপাল আমাদের একটি গাড়িও তখন পাওয়া গেল না

ধারে কাছে। প্রায় উন্মত্তের মত হোমস্ গাড়িঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটলেন ওই গাড়ির পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু গাড়িটি অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

'হায়, হায়' গাড়ির জটলার মধ্যে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললেন হোমস্ 'কী মন্দ কপাল দেখ ওয়াটসন!' বিলাপের স্বরে বলতে লাগলেন তিনি, 'আর আমারও কেমন বুদ্ধি দেখ, আগে থেকে আঁচ করে রাখিনি। বন্ধু, তুমি যদি খাঁটি লোক হও তাহলে আমার কৃতিত্বের কথা লেখার সঙ্গে সঙ্গে এই হঠকারিতার কথা লিখতে ভুলবে না নিশ্চয়।'

'লোকটি কে বল তো ভায়া?'

'তা বলতে আমি অক্ষম। আমার কোন ধারণা নেই।'

'কারুর চর?'

'হতে পারে। দেখ, বাস্কারভিলের কাছ থেকে আমরা যে বিবরণ শুনেছি তাতে দেখেছি যে তিনি শহরে আসা থেকে কেউ বা কারা তাঁর গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তা নাহলে কি করে কেউ জানবে যে তিনি নর্থাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে উঠেছেন। আমার সন্দেহ ছিল যে তিনি পথে বেরুনো মাত্র লোকে তাঁর পিছু নেবে। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে ডাক্তার মর্টিমার যখন দলিলটি পড়ছিলেন তখন আমি দু-দু বার জানলার কাছে উঠে গিয়ে বাইরে দেখেছি—'

'হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি।'

'আমি দেখছিলাম, রাস্তা থেকে কেউ নজর রাখছে কিনা আমাদের বাড়ির ওপর। আমাদের প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, সে অত্যন্ত চতুর, ওয়াটসন। সে আমাদের বন্ধুদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে গাড়িতে চড়ে। অর্থাৎ তারা যদি গাড়িতে উঠত তবে সে গাড়ি নিয়েই ধাওয়া করতে পারত তাদের। তারা যখন পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন গাড়িতে বসে তাদের ওপর লক্ষ্য রাখার তার বাড়তি সুবিধে। সে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলে বা পাশাপাশি চললেও কেউ তার অস্তিত্ব টের পাবে না। অবশ্য এতে তার একটা অসুবিধে—'

'তার সওয়ারীর মতলব যে ভাল নয় সেটা কোচোয়ানের কাছে আর চাপা থাকে না।'

'ঠিক বলেছ।'

'কী আপসোসের কথা, আমরা গাড়িটার নম্বর পর্যন্ত টুকতে পারিনি।'

'ওয়াটসন, বন্ধু আমার, কাজটা আমি কাঁচা করলেও একেবারে ডাহা ভুল করি নি। গাড়ির নম্বরটা আমি দেখেছি। সেটা হল ২৭০৪। কিন্তু এটা এখন আমাদের কোন কাজেই লাগবে না।'

'কথা বলতে বলতে হাঁটার গতি কমে গিয়েছিল আমাদের, যার ফলস্বরূপ ডাক্তার মর্টিমার এবং তাঁর সঙ্গী আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গিয়েছিলেন।'

'আর ওদের অনুসরণ করে লাভ নেই, ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন হোমস্, কেন না যে ওদের পিছু ধাওয়া করেছিল, সে এখন আমাদের নাগালের বাইরে। চল ফিরে যাওয়া যাক। আমাদের হাতে এখনও যে তাস আছে দেখা যাক তা দিয়ে খেলা জমানো যায় কি না। ভাল কথা, গাড়ির ভেতরের লোকটির চেহারা কেমন তোমার মনে আছে?'

'তার দাড়িটাই কেবল চোখে ভাসছে আমার।'

'আর আমার যদ্দুর মনে হয় ও দাড়িটা নকল। চল, এই পথে যাওয়া যাক।'

হোমস্ রাস্তার মোড় ঘুরে একটি আঞ্চলিক অনুসন্ধান দপ্তরে ঢুকলেন। বেশ সাদর অভ্যর্থনা করা হল তাঁকে সেখানে।

'এই যে উইলসন, তুমি দেখছি ভোল নি আমায়।'

'কী যে বলেন, আপনাকে কি অত সহজে ভোলা যায়। আপনি আমার সুনাম রক্ষা করেছিলেন। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বলতে গেলে।'

'না, তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছ। উইলসন, আমার মনে আছে তোমার এখানে কাটরাইট নামে একটি ছোকরা ছিল যে সেবার তদন্তের সময় চমৎকার কাজ দেখিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, মনে আছে বই কি। সে এখনও এখানেই আছে।'

'তাকে একটু টেলিফোনে ডাকবে কি? আর আমার এই পাঁচ পাউণ্ডের নোটটা একটু ভাঙিয়ে দাও না ভাই।'

একটু পরেই কার্টরাইট এসে হাজির হল। তার বয়স হবে বছর চোদ্দ। চোখেমুখে প্রখর বুদ্ধির ছাপ। বিনীত ভঙ্গিতে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল এক সুপ্রসিদ্ধ রহস্য-ভেদীকে।

'হোটেলের তালিকাটা আমায় একবার দাও তো হে', হোমস্ বললেন। বইটি হাতে নিয়ে উইলসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, 'এই যে কার্টরাইট, এই দেখ এখানে চারিং ক্রশ এলাকার তেইশটি হোটেলের নাম-ঠিকানা আছে, দেখছ তো?'

'হ্যাঁ মহাশয়।'

'এক এক করে এই তেইশটা হোটেলে যাবে তুমি, বুঝেছ?'

'বুঝেছি, মহাশয়।'

'প্রত্যেক হোটেলের পোর্টারকে এক শিলিং করে দেবে তুমি—এই নাও তেইশ শিলিং।'

'হ্যাঁ, মহাশয়।'

'তুমি পোর্টারদের বলবে যে তুমি তাদের বাজে কাগজের ঝুড়িটা দেখতে চাও। কারণ দেখাবে যে, একটা জরুরী টেলিগ্রাম ভুল করে এই হোটেলে চলে এসেছে কিনা যাচাই করতে চাও তুমি—বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, মহাশয়।'

'আসলে কিন্তু তুমি মোটেই কোন টেলিগ্রাম দেখছ না। তুমি দেখছ ওই বাজে কাগজের ঝুড়িতে গতকালের টাইমস কাগজের মাঝখানের পাতাটা—সেটার মাঝখানের খানিকটা অংশ কাটা আছে কিনা। এই যে নমুনা হিসেব এটা তুমি রাখতে পার।'

'হ্যাঁ, মহাশয়।'

'প্রত্যেক হোটেলেই গেটের পোর্টার, হল পোর্টারকে ডেকে ওই

বাক্সে কাগজের ঝুড়ি আনতে বলবে। হল পোর্টারদের খুশী করার জন্যে তাদেরও এক শিলিং করে দেবে। তার জন্যে এই নাও আরও তেইশ শিলিং। কাজটা করা খুব সহজ নয়। তবে তুমি পারবে। কোন বিপদ ঘটলে খরচ করার জন্যে এই নাও আরও দশ শিলিং। সন্ধের আগে আমার বেকার স্ট্রীটের বাসায় টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবে তোমার রিপোর্ট। বুঝলে? এখন ওয়াটসন, আমাদের একটা কাজ বাকি। ২৭০৪ নম্বর গাড়ির কোচোয়ানের হদিস বার করা। তারপর আমরা বণ্ড স্ট্রীটের কোন একটি চিত্রশালায় ঢুকে মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় পর্যন্ত ছবি দেখে সময় কাটাবো।'

॥ পাঁচ ॥

তিনটি ছিন্ন সূত্র

শার্লক হোমসের অনেক অদ্ভুত ক্ষমতার একটি হল, একটি বিষয় থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারা। এই যে এখন আমরা বণ্ড স্ট্রীটের চিত্রশালায় এসেছি এখন হোমস্ শিল্প নিয়েই কথা বলছেন কেবল, তাঁর চোখ দুটি ডুবে রয়েছে বেলজিয়ামের মহৎ শিল্পীদের সৃষ্টি কর্মে।

'স্যার হেনরী বাস্কারভিল আপনাদের জন্যে ওপরে অপেক্ষা করছেন মহাশয়', দু ঘণ্টা পরে নর্থাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে পৌছতে সেখানকার কেরাণী আমাদের বলল।

'আপনাদের হোটেলের খাতাটা একবার দেখতে পারি কি?' হোমস্ বললেন কেরাণীকে।

'নিশ্চয়।'

খাতা খুলে দেখা গেল যে স্যার হেনরী বাস্কারভিল এ হোটেলে ওঠার পর মাত্র আর দুজন অতিথি এখানে উঠেছেন। তাঁদের মধ্যে

একজন নিউক্যাসলের মিস্টার জনসন আর একজন এ্যাল্টনের মিসেস ওল্ডমোর।

'এই জনসনকে সম্ভবত আমি চিনি', কেরাণীর দিকে ফিরে হোমস্ বললেন, 'ইনি বোধ হয় পেশায় উকিল, মাথায় পাকা চুল। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন কি?'

'আজ্ঞে না। ইনি উকিল নন। এঁর কয়লার ব্যবসা আছে। এঁর বয়স আপনারই মত।'

'কি করে জানলেন ইনি কয়লার ব্যবসা করেন?'

'আজ্ঞে এঁকে আমরা অনেকদিন ধরে চিনি। ইনি প্রায়ই আমাদের হোটেলে ওঠেন।'

'আর এই মিসেস ওল্ডমোর? এঁর নামটাও যেন শোনা শোনা ঠেকছে আমার···'

'এই মহিলা একেবারই অথর্ব। এঁর স্বামী গ্লুসেস্টারের প্রাক্তন মেয়র। এ শহরে এলে ইনি আমাদের হোটেলেই ওঠেন।'

'ধন্যবাদ। এঁকে আমি চিনি না। ওয়াটসন, হোমস্ নিচু গলায় বললেন, 'এ থেকে একটা জিনিস বোঝা গেল যে যারা আমাদের বন্ধুর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে তারা নিশ্চয় তার সঙ্গে এক হোটেলে উঠবে না। আরে আরে একি!'

আমরা সিঁড়ির মাথায় পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে স্যার হেনরীর সঙ্গে আমাদের আচমকা দেখা হয়ে গেল। 'তাঁর মুখ রাগে টকটকে। তিনি হাতে একটা পুরণো ধুলোপড়া বুটজুতো ধরে আছেন। ভদ্রলোক এত রেগে গেছেন যে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না।'

'এরা যেন আমার সঙ্গে খেলা শুরু করে দিয়েছে। এরা জানে না আমি কি,' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন তিনি, 'দেখুন মিস্টার হোমস্ রসিকতার নমুনাটা একবার দেখুন।'

'এখনও কি আপনি আপনার সেই বুটজুতোর পাটি খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ মশাই, আর সেটা আমি খুঁজে বার করবই।'

'আপনি তো বলেছিলেন আপনার জুতোটা বাদামী রংয়ের আর সেটা আনকোরা নতুন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আর দেখুন এটা কালো রংয়ের আর পুরাণো—

'তার মানে?'

'তার মানে আমার তিনজোড়া বুটজুতো আছে। একজোড়া নতুন বাদামী রংয়ের। একজোড়া কালো রংয়ের আর তিন নম্বরেরটা পেটেণ্ট লেদারের—যেটা এখন আমি পরে আছি। আগে বাদামী রঙের একটা খোয়া গিয়েছিল আর এখন দেখছি কালো জোড়ার একটা হাওয়া। এই যে, 'একজন জার্মান ওয়েটার তখন সামনে আসতে তাকে ধমকে উঠলেন স্যার হেনরী, কি আমার বুটজুতোর পাটিটা পাওয়া গেল? হাঁ করে তাকিয়ে থেক না। বলো।'

'আজ্ঞে না হুজুর। আমি সারা হোটেলে খুঁজে এলাম, কিন্তু কোথাও আপনার জুতোর হদিস পেলাম না।'

'ঠিক আছে। শোনো, ম্যানেজারকে বলো, সন্ধের মধ্যে যদি আমি আমার জুতো ফিরে না পাই তবে আমি সোজা তোমাদের হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাব।'

'খুঁজে পাওয়া যাবে হুজুর। আপনি একটু সবুর করুন। নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে, এখন যাও ভাল করে খোঁজো,' তারপর হোমসের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'দুঃখিত মিস্টার হোমস্, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিব্রত করার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত।'

'ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ নয়, গম্ভীর মুখে বললেন হোমস্ 'এ মামলাটাই বেশ জটিল। এ পর্যন্ত যত মামলা নিয়ে আমি কাজ করেছি তার মধ্যে এমন একটাও আমার হাতে আসে নি। আমাদের হাতে কতকগুলো সূত্র আছে, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে হয়ত তার কোন একটা আমাদের রহস্য সমাধানে সাহায্য করবে।'

বেশ আনন্দের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করলাম আমরা। খেতে খেতে কাজের কথা আর কিছু হল না। খাওয়ার শেষে স্যার হেনরী

বাস্কারভিলের ঘরে বসে হোমস্ জিগ্যেস করলেন 'তিনি কি মনস্থ করছেন।'

'আমি বাস্কারভিলে যাব।'

'কবে ? '

'এই সপ্তাহের শেষে।'

'আমার মনে হয় আপনি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। লণ্ডন শহরে আপনার ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। আর এত বড় শহরে কারা আপনাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে তা বার করা সহজ নয়। তারা হঠাৎ আপনার কোন ক্ষতিও করতে পারে। ডাক্তার মর্টিমার, আপনি বোধ হয় জানেন না আজ আমার বাড়ি থেকে বের হওয়ামাত্র আপনাদের পিছু ধাওয়া করা হয়েছিল।'

ডাক্তার প্রচণ্ড চমক খেলেন এ কথায়। 'আমাদের পিছু নিয়েছিল ? কারা ?'

'দুর্ভাগ্যবশত সেটা আমি বলতে পারব না। আপনার পরিচিত বা প্রতিবেশীদের মধ্যে কারু মুখভর্তি ঘন কালো দাড়ি আছে ?'

'দাড়ি ? দাঁড়ান ভেবে দেখি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। স্যার চার্লসের ভৃত্য ব্যারীমুরের ওই রকম দাড়ি আছে বটে।'

'ব্যারীমুর ! সে কোথায় ?'

'সে তো বাস্কারভিল হলে।'

'আমাদের এখনই খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত যে ব্যারীমুর কোন কাজে লণ্ডনে এসেছে কি না !'

'সেটা কি করে করা যাবে।'

'আমাকে একটা টেলিগ্রামের কাগজ দিন। হ্যাঁ, এই তো, এবার এতে লিখুন—স্যার হেনরীর জন্যে সব বন্দোবস্ত হয়েছে কি ? এটা ব্যারীমুরের নামে দিন পাঠিয়ে। আর একটা টেলিগ্রাম করুন গ্রীমপেনের পোস্টমাস্টারের নামে, 'এ তার মিস্টার ব্যারীমুরের হাতে দিতে হবে। যদি তিনি না থাকেন, তাহলে তার ফেরত ্যার হেনরী, ব্যাস্কারভিল নর্থাম্ব্যারল্যাণ্ড হোটেল।' এতে

আমরা সন্ধের আগেই বুঝতে পারব ব্যারীমুর ডেভনশায়ারে আছে কি না।'

'বাঃ বেশ ভাল ব্যবস্থাই হল,' স্যার হেনরী বললেন, 'আচ্ছা ডাক্তার মর্টিমার, এই ব্যারীমুরটি কে?'

'ব্যাস্কারভিল হলে আগে যে কেয়ারটেকার ছিল, তার ছেলে। চার পুরুষ ধরে ওরা বাস্কারভিল হলে চাকরি করে আসছে।'

হোমস্ শুধোলেন 'স্যার চার্লস যে উইল করে গেছেন তাতে ব্যারীমুরের কোন লাভ হয়েছে কি?'

'সে এবং তার স্ত্রী পাঁচশো পাউণ্ড করে পেয়েছে,' জবাব দিলেন ডাক্তার।

'তারা কি উইলের এই শর্তের কথা জানে?'

'হ্যাঁ। স্যার চার্লস উইলে কাকে কি দিয়ে যাচ্ছেন তা নিয়ে গল্প করতে ভালবাসতেন।'

'তাই নাকি! বেশ মজার ব্যাপার তো!'

'আমি আশা করব স্যার চার্লসের কাছ থেকে তাঁর উইলের শর্ত অনুসারে যারাই কিছু পেয়েছে আপনি তাদের সকলকে সন্দেহ করবেন না, ডাক্তার মর্টিমার বললেন, কেন না আমার ভাগ্যেও জুটেছে এক হাজার পাউণ্ড।'

'তাই নাকি! আর কে কি পেয়েছে?'

'ছোটখাট অংকের টাকা অনেক ব্যক্তি-বিশেষ বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। এঁদের দিয়ে-থুয়ে যে টাকাটা থাকে সেটাই স্যার হেনরীর প্রাপ্য।

'স্যার হেনরীর প্রাপ্য টাকার অংকটা শুনি।'

'সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড!'

চোখ কপালে তুলে হোমস্ বললেন, 'এ যে টাকার পাহাড় দেখছি! আমার ধারণাই ছিল না যে এ মামলায় এত টাকা জড়িয়ে রয়েছে।'

'আমরা জানতাম স্যার চার্লস ধনী ব্যক্তি কিন্তু তাঁর সম্পত্তির

পরিমাণ যে এক কোটি টাকার কাছাকাছি সেটা তিনি মারা যাওয়ার পরই জানতে পারা গেল।'

'আশ্চর্য! এত বড় সম্পত্তির জন্যে যে কেউ খুব ঝুঁকি নিতে পারে। আর একটি প্রশ্ন ডাক্তার, ধরুন যদি আমাদের তরুণ বন্ধুর কোন বিপদ ঘটে, মাপ করবেন স্যার হেনরী, তাহলে এ সম্পত্তি কাকে বর্তাবে।'

'স্যার চার্লসের ছোট ভাই রোজার অবিবাহিত অবস্থায় মারা গিয়েছেন, এ অবস্থায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন দূর সম্পর্কের ভাই জেমস ডেসমণ্ড। ইনি ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের একজন বয়স্ক পাদ্রী।'

'ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে কখনও মিস্টার ডেসমণ্ডের দেখা হয়েছে কি?'

'হ্যাঁ, একবার তিনি স্যার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক চেহারা এবং স্বভাবের দিক থেকে একজন সত্যিকার সাধু। আমার মনে আছে স্যার চার্লস তাঁকে সম্পত্তির অংশ নেওয়ার জন্যে পীড়াপিড়ি করলেও তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন।'

'আপনি কি আপনার উইল করেছেন স্যার হেনরী?'

'না; মিস্টার হোমস্, সময় পেলাম কোথায়। কালই আমি এ ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। তবে আমার মনে হয় বাস্কারভিলের বাড়ি ও জমি যে পাবে নগদ টাকাও তারই প্রাপ্য হওয়া উচিত। যথেষ্ট টাকার ব্যবস্থা না থাকলে বাস্কারভিলের আশানুরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি, হোমস্ বললেন, আর আমিও এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত যে আপনার অবিলম্বে ডেভনশায়ার চলে যাওয়া উচিত। আমি শুধু একটা অনুরোধ করব। আপনি একা যাবেন না।'

'ডাক্তার মর্টিমার আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।'

'ডাক্তার তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আর তাছাড়া তিনি থাকেন আপনার বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। আপনার

এমন বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে নেওয়া উচিত যে সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকতে পারবে।'

'আপনার পক্ষে কি আমার সঙ্গে আসা সম্ভব মিস্টার হোমস্?'

'তেমন জটিল পরিস্থিতি হলে আমি অবশ্যই ছুটে যাব আপনাকে সাহায্য করতে। তবে হাতে কিছু জরুরী কাজ থাকার জন্যে আমার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল লণ্ডন থেকে অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়।'

'আপনি তাহলে কাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সুপারিশ করছেন?'

হোমস্ আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

'আমার বন্ধু যদি আপনার সঙ্গে যেতে রাজী থাকে তাহলে আমি বলব তার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এ কাজে আর কেউ নেই।'

প্রস্তাব শুনে আমি হতবাক্! কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই স্যার হেনরী আমার হাতটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি আমার এই বিপদে আমায় সাহায্য করেন এবং আমার সঙ্গে বাস্কারভিলে আসেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

এ্যাডভেঞ্চারের প্রলোভন চিরকাল আমায় উৎসাহিত করেছে, তার ওপর হোমস্ যে ভাবে আমার প্রশস্তি গাইলেন এবং যে আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে ব্যারনেট আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে বললেন যে তাতে 'না' বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

'আমি সানন্দে আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত,' স্যার হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

'আর তুমি আমাকে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করবে,' হোমস্ বললেন, 'কখন কি করতে হয় সে সম্পর্কে নির্দেশ পাবে তুমি আমার কাছ থেকে। আমার মনে হয় আগামী শনিবার আপনার পক্ষে যাত্রা করা বোধ হয় সম্ভব হবে, স্যার হেনরী।'

'ডাক্তার ওয়াটসন কি পারবেন সেদিন রওনা হতে?'

'আমার তরফে কোন অসুবিধে নেই।'

'তাহলে শনিবার প্যাডিংটন স্টেশন থেকে সকাল সাড়ে দশটার ট্রেনে রওনা হচ্ছি আমরা।'

বিদায় নেব বলে উঠে দাঁড়িয়েছি আমরা, হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে বাস্কারভিলের উল্লাসধ্বনি শোনা গেল।

ঘরের কোণ থেকে বাদামী রংয়ের একপাটি বুটজুতো আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, 'এই যে আমার হারিয়ে যাওয়া জুতোর পাটি।'

'আমাদের সব মুশকিল যেন এমনি সহজ ভাবেই আসান হয়,' মন্তব্য করলেন শার্লক হোমস্।

'কিন্তু আমি তো ঘরটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছিলাম।' সন্দেহের সুরে বললেন ডাক্তার মর্টিমার।

'আমিও,' স্যার হেনরী সায় দিলেন তাঁর কথায়। 'কিন্তু তখন জুতোটা দেখতে পাই নি।'

'তাহলে আমরা যখন খেতে গিয়েছিলাম তখন ওয়েটার হয়ত ওটা রেখে গিয়েছে,' হোমস্ বললেন।

ব্যাপারটা রহস্যই রয়ে গেল তখনকার মত। গাড়িতে হোমস্ একটি কথাও বললেন না। বাড়িতে ফিরে দুটি টেলিগ্রাম পেলাম আমরা। প্রথমটি এইরকম:

'এখনই খবর পেলাম যে ব্যারীমুর বাস্কারভিল হলে আছে।

বাস্কারভিল'

দ্বিতীয়টি:

'আপনার কথামত তেইশটি হোটেল ঘুরেছি, কিন্তু কোথাও টাইম্সের কাটা কাগজ পাই নি।

কার্টরাইট'

'দুটো সূত্রই হাতছাড়া হয়ে গেল আমার ওয়াটসন, যে কেস ক্রমাগত প্রতিকূল হয়ে ওঠে তার চেয়ে উত্তেজক আর কিছু নেই। আবার নতুন সূত্রের সন্ধান করতে হবে আমাদের।'

'এখনও সেই কোচোয়ানের সন্ধান পাওয়া বাকি আছে আমাদের।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, আমি তার নাম-ঠিকানার খোঁজ করে তার পাঠিয়েছি। হয়ত তার জবাব এসে গেছে।'

দরজার ঘণ্টা বাজছিল। দরজা খুলে দিতে রুক্ষ চেহারার একজন লোককে দেখা গেল।

'আমি আপিস থেকে খবর পেলাম যে এক ভদ্রলোক ২৭০৪ নম্বর গাড়ির কোচোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে চান,' লোকটি বলল, 'তাই আমি আপনার কাছে হাজির হয়েছি হুজুর।'

'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই ভাই,' হোমস্ বললেন, 'বরং ঠিকঠাক আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে আমি তোমায় আধ পাউণ্ড বকশিস দেব। প্রথম প্রশ্ন : তোমার নাম-ঠিকানা কি?'

'আমার নাম জন ক্লেটন। ঠিকানা, তিন নম্বর টারপি স্ট্রীট।'

শার্লক হোমস্ তথ্যটি তাঁর নোটবুকে টুকে নিলেন।

'আচ্ছা ক্লেটন, সকাল দশটার সময় কেউ তোমার গাড়ি ভাড়া করে আমার বাড়ির ওপর লক্ষ্য করছিল, পরে এখান থেকে দুজন ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়া মাত্র সে তাদের পিছু নেয়?'

'হ্যাঁ। একজন লোক আমার গাড়ি ভাড়া করে এসেছিল বটে। কিন্তু হুজুর, এতে তো আমার কোন দোষ নেই। লোকটি বলেছিল সে একজন গোয়েন্দা।'

'সে কি তার নাম বলেছিল?'

'বলেছিল হুজুর।' ক্লেটন জবাব দেয়, 'সে বলেছিল তার নাম শার্লক হোমস্।'

হোমস্‌কে এমন স্তম্ভিত হয়ে যেতে আমি কখনও দেখি নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। তারপর হেসে উঠলেন হো-হো করে।

'দেখেছ ওয়াটসন, কি ভাবে বোকা বানানো হয়েছে আমাকে!' হোমস্ বললেন, 'আমারই নাম ভাঙিয়ে লোকটি আমার ওপর টেক্কা মেরে গেল। বেশ, ক্লেটন, বলো তো, কখন তোমার সঙ্গে এই হোম্‌সের দেখা হয়েছিল?'

'সকাল সাড়ে ন-টার সময় ট্রাফালগার স্কোয়ারে সে আমার গাড়ি ভাড়া করে। নিজেকে একজন গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিয়ে সে বলে যে আমি যদি তার কথামত কাজ করি তাহলে আমায় দু গিনি বকশিস দেবে। প্রথম আমরা যাই নর্থাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে। সেখান থেকে দুজন ভদ্রলোক বেরিয়ে আসার পর আমরা তাদের পিছু পিছু চলতে শুরু করি।'

'তোমরা কি আমার বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে থেমেছিলে?'

'ঠিক কতদূর এসেছিলাম সেটা আমি হলফ করে বলতে পারব না। তবে আমরা ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর ওই দুই ভদ্রলোক পথে বেরুতে আমরা তাদের পেছন পেছন চলতে শুরু করি। রিজেন্ট স্ট্রীট দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ আমার সওয়ারী চীৎকার করে খুব জলদি আমায় ওয়াটার্লু স্টেশনে যেতে বলেন। আমি জোরে গাড়ি ছোটাই। সেখানে পৌঁছে তিনি আমার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে যান। দু পা গিয়েই ফিরে এসে তিনি বলেন, 'তুমি জানলে অবাক হবে, তুমি যাকে এতক্ষণ তোমার গাড়িতে করে ঘোরালে তার নাম শার্লক হোমস্। তখনই আমি তার নাম জানতে পারি।'

'তারপর, তুমি তাঁকে আর দেখ নি?'

'আজ্ঞে না।'

'তা তোমার এই শার্লক হোমস্টিকে দেখতে কেমন?'

মাথা চুলকে ক্লেটন জবাব দেয়, 'আজ্ঞে তা বছর চল্লিশের মত বয়স হবে, আর লম্বায় ধরুন আপনার চেয়ে ইঞ্চি তিনেক খাটো, মুখের রং ফ্যাকাশে মত, আর গাল ভর্তি দাড়ি।'

'আর কিছু তোমার মনে নেই?'

'আজ্ঞে না।'

'এই নাও আধ পাউণ্ড। যদি আর কোন খবর এনে দিতে পার তো আরো আধ পাউণ্ড পাওনা হবে তোমার। এখন শুভ রাত্রি।'

ক্লেটন বিদায় হওয়ার পর হোমস্ আমার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

'তিন নম্বর সূত্রটি ছিন্ন হল, হে ওয়াটসন; যে তিমিরে ছিলাম আমরা, এখনও সেই তিমিরে। লোকটা কেমন ধূর্ত দেখ। সে আমাদের বাড়ি চিনত, জানত স্যার হেনরী পরামর্শের জন্য এখানে আসবেন, জানত আমি তাদের পেছন পেছন যেতে পারি। আমি তোমায় বলছি ওয়াটসন, এবার আমাদের যে প্রতিপক্ষ তার সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ কর্ম নয়। এই লণ্ডন শহরেই প্রথম রাউণ্ডের লড়াইয়ে সে আমায় ধরাশায়ী করল। আশা করি ডেভনশায়ারে তোমার ভাগ্য ফিরবে।···কিন্তু মনটা আমার বড় চঞ্চল ওয়াটসন।'

'কেন? কি নিয়ে তুমি এত ভাবিত?'

'তোমাকে সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করে আমি বড় অস্থির বোধ করছি। কেসটা খুবই বিপজ্জনক ধরনের ওয়াটসন। বন্ধু, তুমি হয়ত মনে মনে হাসছ আমার আশংকার কথা ভেবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, তুমি নিরাপদে ডেভনশায়ারে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার এ দুশ্চিন্তার অবসান হবে না।'

॥ ছয় ॥

বাস্কারভিল হল

রেল স্টেশনে পৌঁছে শেষ বারের মত হোমস্ আমাকে এইরকম উপদেশ দিলেন, 'কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ কারুর প্রতি সন্দেহের কথা বলে আমি তোমার মনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করব না। আমি শুধু চাইব ঘটনা যা ঘটে তার নিরপেক্ষ এবং পূর্ণ বিবরণ তুমি আমাকে পাঠাবে।'

'কি ধরনের ঘটনা?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'সব ঘটনা, যার সঙ্গে এই কেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ

আছে। বিশেষ করে তরুণ হেনরীর সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশীদের সম্পর্ক কিংবা স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্পর্কে নতুন কোন খবর। আমি নিজে এ সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম গত কয়েকদিনে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। জেমস ডেসমণ্ড সম্পর্কে আমি যা শুনলাম তাতে আমি তাকে সন্দেহের বাইরে রাখতে চাই। তাহলে বাকি রইল সেই লোকগুলি যারা জলা এলাকায় স্যার হেনরীর আশেপাশে থাকবে।'

'ব্যারীমুর দম্পতিকেও বোধ হয় বাদ দেওয়া যায়—তাই নয় কি?'

'একেবারেই না। যদি তারা নির্দোষ হয় তবে তাদের সন্দেহ করাটা অন্যায় হবে, কিন্তু যদি তাদের এতে কোন হাত থেকে থাকে তবে তাদের সন্দেহ না করলে কোনদিনই তারা ধরা পড়বে না। তারপর ডাক্তার মর্টিমার যাকে আমি পুরোপুরি সৎ বলে মনে করি, তার ওপর প্রকৃতিপ্রেমিক স্টেপলটন এবং তাঁর যুবতী বোন, ল্যাফটার হলের মিস্টার ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড যাঁর সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না—এরাই হবে তোমার পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'তুমি অস্ত্র নিয়েছো তো সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, অস্ত্র সঙ্গে রাখা আমি উচিত মনে করেছি।'

'ঠিক করেছ। দিনে রাতে সব সময় রিভলভার নিজের কাছে রাখতে যেন ভুল না হয়।'

আমাদের বন্ধুরা একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরায় বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

হোমসের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার মর্টিমার জানালেন যে তাঁকে বলবার মত আর কোন ঘটনা ঘটে নি। এর পর কেউ আর তাঁদের পেছুও নেয় নি।

'আপনারা সর্বদা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেছেন নিশ্চয়?'

'কেবল কাল বিকেলটা বাদে। কাল আমি সার্জনদের মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম একা।'

'আমি সে সময়টা পার্কে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোন গোলমাল হয় নি।' স্যার হেনরী বললেন।

'না, আপনি এটা অবিবেচকের মত কাজ করেছেন,' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন হোমস্, 'স্যার হেনরী, আপনাকে আমি মিনতি করে বলছি আপনি কখনও একা বেরোবেন না।...ভাল কথা, আপনার হারানো বুটজুতোটা ফিরে পেয়েছেন কি ?'

'না মশাই, আমার মনে হয় ওটা খোয়াই গেছে।'

'তাই নাকি ! অদ্ভুত কাণ্ড তো !' ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। হোমস্ বললেন, 'বিদায়। স্যার হেনরী, ডাক্তার মর্টিমারের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উপদেশটা সব সময় মনে রাখবেন। জলায় কখনও একা বেরোবেন না।'

ট্রেনের জানলা দিয়ে আমি পেছনে তাকালাম। দীর্ঘ, অবিচলিত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস্ তাকিয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে।

ট্রেন-যাত্রাটি বেশ উপভোগ করা গেল। এঁদের দুজনের সঙ্গে আলাপ জমে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। ডাক্তার মর্টিমারের পোষ্য স্প্যানিয়েলটির সঙ্গে খেলা করতেও সময় কাটতে লাগল বেশ। সময় কোথা দিয়ে যে কেটে যাচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাটির দেশ ছাড়িয়ে আমরা চলে এলাম গ্রানাইটের রাজ্যে। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে দেখলাম লাল রংয়ের গরু চরছে। এখন দু ধারে গাছপালা ক্রমশই বেশী দেখতে পাচ্ছি, যাতে বুঝতে পারা যায় যেখানে চলেছি সেখানকার আবহাওয়া চমৎকার। তরুণ বাস্কারভিল জানলা দিয়ে ছোটবেলার পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন :

'আমি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি ডাক্তার ওয়াটসন, কিন্তু এমন একটি জায়গা আর কোথাও দেখি নি।'

'আপনি যখন বাস্কারভিল দেখেছিলেন তখন তো আপনি নেহাতই ছেলেমানুষ, নয় কি ?' শুধোলেন ডাক্তার মর্টিমার।

'আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স ষোল-

সতেরো। এখনও পর্যন্ত বাস্কারভিল হল আমি চোখে দেখি নি। বাবার সঙ্গে থাকতাম আমি দক্ষিণ উপকূলে একটা ছোট বাড়িতে। সেখান থেকে সোজা চলে যাই আমেরিকায় এক বন্ধুর কাছে। তাই বলছি, ডক্টর ওয়াটসনের চোখে যেমন সব নতুন লাগছে, আমার চোখেও তেমনি। জলাভূমি দেখার জন্যে তাই আমার প্রাণ আনচান করছে।'

'সত্যিই কি খুব ইচ্ছে করছে?' ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'তাহলে এখনই পূরণ করুন সে ইচ্ছে। ওই দেখুন—' গাড়ির জানলা দিয়ে আঙুল তুলে ডাক্তার দেখালেন বাইরের দিকে।

চারকোণা সবুজ শস্যক্ষেত্রের ওপর দেখা গেল আঁকাবাঁকা জঙ্গলের রেখা, তার ওপর দিয়ে দেখা গেল একটি ধূসর ও গম্ভীর পাহাড়, যার উঁচুনীচু চূড়োগুলির কোনটি স্পষ্ট কোনটি অস্পষ্ট মিলিয়ে এক স্বপ্নে দেখা দেশ। বাস্কারভিল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। স্থির দুই চোখ নিবদ্ধ সেই অতীত থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠা নিসর্গ-দৃশ্যের দিকে। তাঁর চোখ দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম যে তাঁর জন্মভূমিকে এতদিন পরে এই প্রথমবার দেখে তাঁর মনে কী গভীর ভাবের উদ্রেক করেছে! এই সেই জায়গা, যেখানে তাঁর বংশের মহান পুরুষেরা তাঁদের জীবন কাটিয়ে গেছেন এবং মৃত্যুও বরণ করেছেন এক বিচিত্র ও রহস্যাবৃত পরিস্থিতির মধ্যে।

একটি ছোট স্টেশনে ট্রেন থামতে আমরা সকলে নেমে পড়লাম। আমাদের জন্যে একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। আমাদের আসাটা যে একটা বিশেষ ঘটনা সেটা বোঝা গেল স্টেশন-মাস্টার ও কুলীদের তৎপরতা দেখে। খর্বাকৃতি চেহারার কোচোয়ানটি স্যার হেনরীকে দেখেই শশব্যস্ত হয়ে সেলাম ঠুকল। একটু পরেই চওড়া রাস্তা ধরে চললাম আমরা এগিয়ে। দু পাশে বিস্তৃত ঘাসে ছাওয়া তৃণভূমি—যা ঢেউ খেলে উঠে গেছে উপরের দিকে। ঘন সবুজ ঝোপের মাঝে মাঝে দু-একটি ছবির মত বাড়ি আমার চোখকে বড় তৃপ্তি দিল। কিন্তু এই শান্ত রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত প্রকৃতির আড়ালে যে এক হিংস্র রক্ত-

লোভী নিশাচর আছে, তার আভাস পাওয়া গেল সন্ধ্যার আকাশের পটে দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, বিষাদ-গম্ভীর পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা দেখে।

এরপর একবার বাঁ দিকে ঘুরল গাড়িখানা। ক্রমশ সমতলকে পেছনে ফেলে এঁকেবেঁকে উঠতে লাগলাম আমরা ওপরে। রাস্তা বহু জায়গায় ক্ষয়ে কি বসে গেছে এই রকম অসংখ্য চক্রযানের যাতায়াতে। উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে ব্রোঞ্জ রংয়ের ব্রাকেনফার্ণ আর বিচিত্র রং ছিটানো কাঁটাঝোপ। আরও এগোতে পেলাম একটা গ্রানাইট পাথরের ব্রীজ। নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে বেগবতী নদী, ধূসর বর্ণের পাথরের ঢিপির ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ফেনা ছড়িয়ে গর্জাতে গর্জাতে নেমে চলেছে নিচের দিকে। গাড়ি এক একটা বাঁক নিচ্ছে আর তরুণ বাস্কারভিল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসংখ্য প্রশ্ন করছেন। তাঁর চোখে এখানকার প্রতিটি দৃশ্যই সুন্দর, কিন্তু আমি যেন প্রকৃতির এই বর্ণাঢ্য সমারোহের মধ্যে বিষণ্ণতার আভাস দেখতে পাচ্ছি—শীত আসার সময় হলে যেমন পাতার রং হলুদ হয়ে আসে, তেমনি ঝরা পাতার গালচে বিছানো আমাদের যাত্রাপথে। আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সে পাতার রাশ উড়ছে ঘূর্ণী হাওয়ার বেগে। প্রকৃতি যেন এই বিষণ্ণ উপহার দিয়েই স্বাগত জানাতে চাইছে বাস্কারভিল হলের নতুন অতিথিকে।

আমাদের মৃদুমন্দ চলার গতি হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এল ডাক্তার মর্টিমারের চিৎকারে, 'আরে এটা কি?'

জলাভূমির অনেকগুলি পাহাড়চূড়ার মধ্যে একটির ওপর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে অশ্বারোহী সৈন্য এক। তার হাতে উদ্যত রাইফেল।

'কী ব্যাপার পার্কিন্স?' গাড়ির কোচোয়ানেদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন ডাক্তার মর্টিমার।

'প্রিন্সটাউন জেল থেকে একজন কয়েদী পালিয়েছে হুজুর!' নিজের আসনে বসে শরীরটা সামান্য ঘুরিয়ে উত্তর দেয় কোচোয়ান, 'তিনদিন ধরে তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। জেলার সাহেব সৈন্য

পাঠিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজছেন গোটা এলাকা। এখানকার কৃষকরা এ ব্যাপারটায় একটু ভয় পেয়ে গেছে।'

'আমি তো শুনেছি জেল পালানো কয়েদীদের সম্পর্কে কেউ কোন খোঁজখবর দিলে তাকে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয় সরকার থেকে।'

'সেটা তো ঠিক হুজুর, তবে পাঁচ পাউণ্ড পাওয়ার লোভে কেউ তো চাইবে না তার ধড়টা মুণ্ডু থেকে আলাদা হয়ে যাক। যে-সে কয়েদী তো আর পালায় নি—'

'কে সে? চেন নাকি তুমি তাকে?'

'চিনি না আবার। সেলডন তার নাম। নটিংহিলের সেই বিখ্যাত খুনী।'

সেলডনের মামলাটার কথা আমি জানি। হোমস্‌ও এই কেসের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এমন অদ্ভুত নিষ্ঠুর ও নির্মম এই খুনী যে বিচারের সময় সন্দেহ দেখা দিয়েছিল সে সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক কি না। আমাদের গাড়ি একটা উঁচু জমির ওপর উঠতে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকাটা পুরোপুরি উদ্ভাসিত হল আমাদের চোখের সামনে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে কোথাও দুরারোহ গিরিচূড়া কোথাও বা রুক্ষ শিলাস্তূপ। এই দুর্গম পাথরের রাজ্যে কোন্ অন্ধকার গুহায় লুকিয়ে আছে সেই জঘন্য খুনী তা কে বলতে পারে! হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে এল এবং ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করল। এই কনকনে বাতাস, আকাশে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার এমন এক ক্রূর সংকেত বহন করে আনল যে সদা-উচ্ছল বাস্কারভিলও চুপ করে গিয়ে ওভারকোট আরও ভাল করে গায়ে চাপিয়ে বসলেন।

উর্বর জমি পেছনে এবং নিচের দিকে ফেলে এগিয়ে চলেছি আমরা। পেছন ফিরে তাকাতে দেখলাম অস্তমিত সূর্যের তির্যক রশ্মিতে ক্ষীণ নদীর ধারাগুলিকে এখন দেখাচ্ছে সোনালী সুতোর মত। আমাদের সামনের পথ ক্রমশ আরও নিষ্প্রাণ এবং বন্য হয়ে উঠছে। পথে যেতে যেতে বিক্ষিপ্তভাবে এক-আধটি কুঁড়েঘর চোখে

পড়ছে আমাদের। হঠাৎ আমরা চায়ের পেয়ালার মত ঢালু জমিতে গড়িয়ে গিয়ে দেখা পেলাম ওক এবং ফার গাছের সারি—বহু বছর ধরে ক্ষিপ্ত বাতাস যেন আক্রোশভরে দুমড়ে মুচড়ে ন্যাড়া করে দিয়েছে তাদের মাথা। গাছের শীর্ষ ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি সুউচ্চ গম্বুজ। সেদিকে চাবুক বাড়িয়ে দিল কোচোয়ান।

'বাস্কারভিল হল,' হাঁক দিল সে।

স্যার হেন্‌রী উঠে বসলেন এবং বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকালেন বাইরে। কয়েক মিনিট পরে গাড়ি এসে থামল বিচিত্র রকমের কারুকার্য করা ফটকের সামনে। তার দু পাশে বহু বছরের জীর্ণ দুটো থাম, তার ওপর বাস্কারভিল বংশের প্রতীক শূকর-মস্তক। ফটকের লাগোয়া দরোয়ানের বাড়িটা ধ্বংসস্তূপের মত দেখতে, কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা অসম্পূর্ণ নবনির্মিত অট্টালিকা—বোঝা যায় স্যার চার্লসের দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্জিত অজস্র অর্থের এটি প্রথম ফসল।

ফটক পেরিয়ে আবার ঝরা পাতার রাশি মাড়িয়ে চলতে লাগল আমাদের গাড়ি। আমাদের মাথার ওপর চাঁদোয়ার মত গাছের ডালগুলি মেলা রয়েছে। প্রায় সুড়ঙ্গের মত এই অন্ধকার পথের শেষে প্রেতপুরীর মত আকৃতি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে যেন শিউরে উঠলেন স্যার হেনরী বাস্কারভিল।

'এইখানেই কি?' শুধোলেন তিনি চাপাস্বরে।

'না, না, এখানে নয়,' ডাক্তার মর্টিমার জবাব দিলেন, 'ইউ-বীথি হল বাড়িটার ওপারে।'

তরুণ উত্তরাধিকারীটি বিমর্ষ মুখে দৃষ্টিপাত করলেন চারিদিকে।

'এই রকম একটা জায়গায় আমার কাকা যে সদাসর্বদা বিপদের ভয় করতেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বললেন তিনি, 'যে কোন লোকই এখানে এসে ভয় পাবে। ছ মাসের মধ্যে আমি এখানে একসারি বিজলি বাতি লাগিয়ে দেব। ফটকের সামনে সোয়ান আর এডিসনের হাজার বাতির আলো লাগিয়ে দিলে কেউ আর এ জায়গাটাকে চিনতেই পারবে না।'

পড়ন্ত আলোয় দেখা গেল বাড়ির সামনের দিকটা আইভিলতায় ঢাকা। কেবলমাত্র জানলাগুলিই ঢাকা পড়ে নি সেই আচ্ছাদনে। জানলাগুলোয় জ্বলছে টিমটিমে আলো, উঁচু চিমনির মুখ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে।

'আসুন, স্যার হেনরী। বাস্কারভিল হল স্বাগত জানাচ্ছে আপনাকে।'

একজন লম্বা মত লোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির দরজা খুলে দেয়। ম্লান আলোয় দেখা গেল তার অদূরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। অল্পক্ষণ পরেই সে এগিয়ে এল সামনে।

'আপনার আপত্তি না থাকলে আমি এখন বাড়ি যেতে চাই,' ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'আমার স্ত্রী নিশ্চয় আমার পথ চেয়ে বসে আছেন।'

'রাতের খাবার খেয়ে যাবেন না?' অনুরোধের সুরে বললেন স্যার হেনরী।

'আজ্ঞে না, দেরী হয়ে যাবে তাহলে,' বিনীত ভাবে বললেন মর্টিমার, 'হয়ত আমার জন্যে রুগীরা অপেক্ষা করছে বাসায়।… ব্যারীমুর আমার চেয়ে ভাল জানে এ বাড়ির সব কিছু। ও আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।'

গাড়ির আওয়াজ গলিপথে ক্রমশ মিলিয়ে যেতে আমি আর স্যার হেনরী বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে যে ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, সেটির দেয়াল ওক কাঠের তৈরী, ভারী বড় বড় আসবাবে ঘরটা পূর্ণ। পুরনো আমলের বিরাট চুল্লীতে আগুন জ্বলছে, প্রচণ্ড শীত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আমিও আমার সঙ্গী আগুনের তাতে হাত সেঁকে নিতে লাগলাম। তারপর ঘরের চারদিকে তাকালাম আমরা। লম্বা ও সরু কাঁচ লাগানো জানলা, দেয়ালে হরিণের মাথা ও অস্ত্র, সার্সির দাগ-ধরা কাঁচ, মাঝখানের বাতিতে ঘর যেন আভিজাত্য ও গাম্ভীর্যে গমগম করছে।

'আমি যেমন কল্পনা করেছিলাম, বাড়িটা হুবহু সেই রকম।' চারিদিক দেখতে দেখতে মন্তব্য করেন স্যার হেনরী, 'এই বাড়িতে আমার পূর্বপুরুষেরা পাঁচশো বছর ধরে বাস করেছেন ভাবলে আমার সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।'

বালকের মত উৎসাহ নিয়ে স্যার হেনরী সব ঘুরে দেখছিলেন। এমন সময় দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল ব্যারীমুর। এবার তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। লোকটি শুধু লম্বা নয়, সুদর্শনও বটে। গালের কালো দাড়িটিও বেশ চোখে পড়ার মত।

'আপনারা কি এখনই রাতের খাবার খেয়ে নেবেন হুজুর?' বিনীত ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল সে।

'খাবার কি তৈরি?'

'কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে। আপনাদের ঘরে গরম জল দেওয়া হয়েছে। আমি এবং আমার স্ত্রী আপনার সেবা করার সুযোগ পেলে ধন্য হব স্যার হেনরী, যতদিন না আপনি অন্য ব্যবস্থা করছেন। নতুন ব্যবস্থায় অবশ্য বাড়তি বেশ কিছু কর্মচারীর দরকার হবে।'

'নতুন ব্যবস্থা মানে? তুমি ও তোমার স্ত্রী কি চলে যেতে চাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনি যখন অনুমতি দেবেন তখনই কেবল—'

'কিন্তু ব্যারীমুর, তোমরা কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের বাড়িতে কাজ করে আসছ। আমি আসতেই সেই পারিবারিক ঐতিহ্যে ছেদ পড়লে আমি খুবই দুঃখিত হব।'

'আমার মনেও সেই একই অনুভূতি হুজুর,' কথা বলতে গিয়ে আবেগে রক্তিম হয়ে ওঠে ব্যারীমুরের সুগৌর মুখমণ্ডল, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ও আমার স্ত্রী স্যার চার্লসের খুবই স্নেহভাজন ছিলাম এবং তাঁর মৃত্যু আমাদের এমনই মুহ্যমান করে দিয়েছে যে এখানে থাকা এখন আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। বাস্কারভিল হলের সেই আগের স্বচ্ছন্দ জীবন আমরা আর কিছুতে ফিরে পাব না।'

'কিন্তু এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি করবেটা কি?'

'স্যার চার্লস দয়াপরবশ হয়ে আমাদের কিছু অর্থ দান করে গেছেন। আমি সে টাকা দিয়ে একটা ছোটখাটো ব্যবসা গড়ে তুলতে চাই,' ব্যারীমুর বলল, 'কিন্তু এখন চলুন হুজুর, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।'

বাড়ির মাঝের লম্বা অলিন্দের দু পাশে রয়েছে সার সার শয়নকক্ষ। আমাদের দুজনের শোবার ঘর পড়েছে বাড়ির এক দিকে, প্রায় পাশা-পাশি। বাড়ির মাঝখানের অংশের তুলনায় এই ঘরগুলি অনেক আধুনিক। ঘরের দেয়ালে লাগানো রঙীন কাগজ এবং অগুন্তি মোমবাতি ঘরগুলোর পরিবেশ অনেকটা হাল্কা করতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু খাবার ঘরটি যেন বিষাদ ও ছায়ায় ঢাকা। ঘরটির আকার লম্বা এবং একটা দিক মঞ্চের মত উঁচু। ঘরের ছাদটি ধোঁয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে। এ ঘরে পা দিলেই যেন মনে ভার নেমে আসে এবং গলা নামিয়ে কথা বলতে হয়। খাওয়া সারতে সারতে আমরা খুব অল্পই কথা বললাম।

'জায়গাটা দেখে খুশী হওয়ার কিছু নেই—তাই না?' খাওয়ার পর বিলিয়ার্ড-রুমে এসে ধূমপান করতে করতে বললেন স্যার হেনরী, 'জানি না, কাকা এই নির্বান্ধব জায়গায় কি করে সময় কাটিয়েছেন। আপনার যদি আপত্তি না থাকে ডাক্তার ওয়াটসন, তাহলে আজ আমরা সকাল সকাল ঘুমোতে যেতে পারি। হয়ত সকালবেলা এখানকার চেহারা দেখে জায়গাটা আমাদের ভাল লাগতে পারে।'

ঘুমোতে যাওয়ার আগে জানলার পর্দাগুলো ভালো করে টেনে দিলাম আমি। আকাশে আধখানা চাঁদের আলোয় নিচের গাছ, পাথর ও রহস্যে ভরা পৃথিবীকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। পর্দাগুলো টেনে দেবার আগে আমার মনে হল, আমার প্রথম দিনের এই পাহাড় জলা দেখা এই খানেই শেষ হল।

কিন্তু পরে বুঝলাম, সেই শেষ নয়। বিছানায় শুয়ে ক্লান্তিতে অবশ বোধ করলেও আমার চোখে ঘুম আসতে চাইল না। দূরে

কোথাও ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। এই প্রাচীন প্রাসাদের ওপর মৃত্যু যেন শীতল চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। তারপরই হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে এক স্পষ্ট ভরাট কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে পৌঁছল। নারীকণ্ঠের করুণ কান্না শুনতে পেলাম আমি। বিছানার ওপর উঠে বসে কান পেতে শুনতে লাগলাম। কান্নার উৎস দূরে নয়, এই বাড়ির ভেতরেই কোথাও। অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম আমি, কিন্তু ওই কান্না, থেকে থেকে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি আর দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন লতানে গাছের সরসর শব্দ ছাড়া আর কিছু আমার কানে এল না।

॥ সাত ॥

মেরিপিট হাউসের স্টেপলটনেরা

পরের দিন সকালে সব কিছু খুব তাজা ও উজ্জ্বল দেখাল। আমি আর স্যার হেনরী এখন প্রাতরাশে বসেছি। কাঁচের সার্সি ভেদ করে সূর্যের প্রসন্ন আলো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। গত রাতের সেই থমথমে ভাবের লেশমাত্র এখন আর নেই।

'আমার মনে হয় কাল যে আমাদের বাড়িটা দেখে ভাল লাগে নি তার জন্যে দায়ী আমরা নিজেরাই।' বললেন বাস্কারভিল, 'পথশ্রমে আমরা এমনই ক্লান্ত ছিলুম যে তখন এখানকার কিছুই ভাল লাগছিল না আমাদের চোখ। এখন দেখুন, আমরা চাঙ্গা হয়ে উঠেছি বলে সব কিছু কেমন ভাল লাগছে আমাদের!'

'তবে জায়গাটা খারাপ বলে মনে করার জন্যে আমাদের কল্পনা-শক্তিই কেবল দায়ী নয়,' বললাম আমি, 'উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কাল রাত্রে এক মহিলার কান্না শুনে আমি খুব উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। আপনিও কি কিছু শুনেছিলেন?'

'অদ্ভুত তো,' স্যার হেনরী অবাক হয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে ওই কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু এখন বুঝছি যে, না, ওটা স্বপ্ন নয়।'

'আমিও কান্না স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি এবং আমি নিশ্চিত যে সত্যি সত্যি কোন মেয়ে কাঁদছিল।'

'এ সম্পর্কে এখনই খোঁজ নিতে হয়,' বাস্কারভিল ঘণ্টা বাজিয়ে ব্যারীমুরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে সে এই কান্নার বিষয়ে কিছু জানে কি না।

'এ বাড়িতে মহিলা কেবল দুজন আছে হুজুর,' বিনীতভাবে উত্তর দেয় ব্যারীমুর, 'একজন ঝি, যে বাড়ির অন্যদিকে ঘুমোয়, আর একজন আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রী যে কোনরকম কান্নাকাটি করে নি তা আমি হলফ করে বলতে পারি।'

সে যে ডাহা মিথ্যে বলল তা আমি একটু পরেই বুঝতে পারলাম। প্রাতরাশের পর বারান্দায় বেরিয়ে আমার সঙ্গে মিসেস ব্যারীমুরের দেখা হয়ে যায়। ভদ্রমহিলার আকৃতি বেশ দশাসই, মুখচোখ কাটা-কাটা। সূর্যের আলো তির্যক হয়ে পড়েছিল তার মুখে। তার রক্তাভ দুই চোখ ও স্ফুরিত ঠোঁটই সাক্ষী দিচ্ছিল যে এই মহিলাই রাতভর কেঁদেছিল। তার স্বামীর এ খবর জানা উচিত; তাহলে সে মিথ্যে বলল কেন? আর কেনই বা মিসেস ব্যারীমুর এমন করুণ ভাবে কাঁদবে? ওই সুদর্শন দাড়িওয়ালা লোকটির মুখ ইতিমধ্যে বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সে-ই প্রথম আবিষ্কার করেছিল স্যার চার্লসের মৃতদেহ এবং তার মুখেই কি ভাবে সে মৃত্যু ঘটেছে তার বিবরণ পাওয়া গেছে। তাহলে রিজেণ্ট স্ট্রীটের বাড়ির ভেতর আমরা যাকে দেখেছিলাম সে-ই কি ব্যারীমুর? কোচোয়ান অবশ্য যে বর্ণনা দিয়েছিল তাতে সে লোকটির লম্বায় আর একটু খাটো হওয়ার কথা। কিন্তু তার ভুলও তো হতে পারে। গ্রীমপেনের ডাকঘরের পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে এটা যাচাই করে দেখা যেতে পারে যে তারটা তিনি ব্যারীমুরের হাতেই দিয়েছিলেন কিনা। এই

ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে আমি অন্তত হোমস্‌কে একটা খবর দিতে পারি।

'হ্যাঁ মশাই,' পোস্টমাস্টারকে প্রশ্ন করতে জবাব দিলেন তিনি, 'তারটা আমি ব্যারীমুরের হাতেই দিয়েছিলাম।'

'কে নিয়ে গিয়েছিল সেটা বলতে পারেন?'

'আমার ছেলে, এই যে জেমস,' ছেলেকে সামনে দেখতে পেয়ে ডাক দেন পোস্টমাস্টার, 'হ্যাঁ রে, গত সপ্তাহে তুই তারটা বাস্কারভিলের ব্যারীমুরের হাতে দিয়েছিলি তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'তুমি কি ওঁর হাতেই দিয়েছিলে তারটা,' শুধোলাম আমি।

'উনি তখন চিলেকোঠায় ছিলেন, তাই আমি তারটা মিসেস ব্যারীমুরের হাতে দিয়েছিলাম। উনি কথা দিয়েছিলেন যে উনি ওটা মিস্টার ব্যারীমুরকে দিয়ে দেবেন।'

'তুমি কি ব্যারীমুরকে দেখেছিলে?'

'না হুজুর, উনি তখন চিলেকোঠায় ছিলেন।'

'ব্যারীমুর কি তারটা পাননি মশাই?' পোস্টমাস্টার প্রশ্ন করলেন, 'এ ব্যাপারে কি আমার কোন গাফিলতি হয়েছে?'

আমার মনে হল এই ব্যাপারে আর জিজ্ঞাসাবাদ করা বৃথা। কিন্তু এটা বুঝতে পারা গেল যে ব্যারীমুর যে সে সময় লণ্ডনে ছিল না সে বিষয়ে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। ধরা যাক যে ব্যারীমুরই স্যার চার্লসকে শেষ জীবিত দেখেছে এবং সে-ই সম্পত্তির নতুন উত্তরাধিকারীকে ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু এতে তার কি স্বার্থ? সে-ই কি এই চক্রান্তের নাটের গুরু, না কি সে অন্য কারু তরফে কাজ করছে? তাতেই বা তার স্বার্থ কি? যদি বাস্কারভিলরা ভয় পেয়ে তাদের এই পৈতৃক বাড়িতে না আসে তাহলে ব্যারীমুর দম্পতি চিরকালের মত এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। কিন্তু যে রকম দক্ষতার সঙ্গে এই তরুণ মালিকের চারপাশে অদৃশ্য জাল ফেলা হচ্ছে সেদিক থেকে বিচার করলে এই উদ্দেশ্যটা নেহাতই তুচ্ছ বলে

প্রতীয়মান হবে। হোমস্ নিজেই বলেছিলেন যে এমন জটিল মামলা কোনদিন তাঁর হাতে আসে নি। নুড়ি পাথরে ঢাকা পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি প্রার্থনা করলুম যে বন্ধুবর যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর লণ্ডনের কাজ মিটিয়ে এখানে এসে এই গুরু দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দেন।

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ ও আচমকা আমার নাম ধরে কে ডাক দিতে আমার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম যে হয়ত ডাক্তার মর্টিমার হবেন, কিন্তু পেছন ফিরে সম্পূর্ণ অচেনা এক ভদ্রলোককে আবিষ্কার করলাম। ভদ্রলোক বেঁটে, ছিপছিপে গড়ন। শনের মত এক মাথা চুল, বয়স হবে তিরিশ থেকে চল্লিশের ভেতর। মাথায় খড়ের টুপি, কাঁধে ঝুলছে গাছগাছড়ার নমুনা রাখার টিনের বাক্স একটা, আর হাতে প্রজাপতি ধরার জাল একখানা।

'মাপ করবেন ডাক্তার ওয়াটসন,' আমার কাছে এসে তিনি বললেন, 'এই পাহাড়ী দেশে আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয়ের তোয়াক্কা না রেখে একে অপরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিই। এ জায়গাটার এইরকমই রীতি। আপনি হয়ত ডাক্তার মর্টিমারের মুখে আমার নাম শুনে থাকবেন। আমি স্টেপলটন। মেরিপিট হাউসে থাকি।'

'আপনার হাতে জাল আর বাক্স দেখেই আমি ধরেছি যে আপনি প্রকৃতিপ্রেমিক স্টেপলটন। কিন্তু আমাকে চিনলেন কি করে?'

'মর্টিমারের বাড়ি গিয়েছিলাম আমি। জানলা দিয়ে আপনাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিনিয়ে দিলেন উনি। আমাকেও এই একই পথ দিয়ে চলতে হবে তাই ভাবলাম পরিচয়টা সেরেই নিই। স্যার হেনরীর শরীর ঠিক নেই বলেই বোধ হয় তিনি বাইরে বেড়াতে বেরোন নি?'

'না, না, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'আমাদের আশঙ্কা ছিল যে স্যার চার্লসের যে ভাবে মৃত্যু হয়েছে তারপর স্যার হেনরী আর এখানে বাস করতে চাইবেন না। এই জায়গা সম্বন্ধে ব্যারনেটের কোন কুসংস্কার নেই আশা করি।'

'আমার তো মনে হয় তিনি কুসংস্কার মুক্ত।'

'নরকের শয়তান যে কুকুরের চেহারা নিয়ে দেখা দেয় তা শুনেছেন নিশ্চয় ? এ বংশের প্রত্যেকের ওপর প্রতিহিংসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। কথাটা কানে এসেছে বোধ হয় ?'

'আমি শুনেছি।'

'এখানকার কৃষকরা সবরকম গালগল্পে বিশ্বাস করে। ওদের মধ্যে কতজন যে ওই পিশাচ হাউণ্ডকে নিজের চোখে দেখেছে তার সংখ্যা নেই,' মুচকি হেসে বললেন স্টেপলটন, 'স্যার চার্লস পর্যন্ত এসবে বিশ্বাস করতেন এবং এই দুশ্চিন্তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছিল।'

'কি করে ?'

'তাঁর স্নায়ুর দুর্বলতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে তখন যে কোন কুকুর দেখলেই ওঁর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হত। আগের রাতে ইউ-বীথিতে সত্যি কিছু একটা দেখেছিলেন বলে মনে হয়। বুড়োমানুষ-টাকে আমার খুব ভাল লাগত। হার্টটা ওঁর খুবই দুর্বল ছিল।'

'হার্টের অবস্থার কথা কি করে জানলেন ?'

'বন্ধু মর্টিমারের কাছে শুনেছি।'

'তাহলে আপনি মনে করেন যে কুকুরের তাড়া খেয়ে ভয়ের চোটেই মারা গেছেন স্যার চার্লস ?'

'আপনার কাছে কি এর চেয়ে ভাল কোন ব্যাখ্যা আছে ?'

'আমি কোন সিদ্ধান্তে আসিনি এখনও।'

'শার্লক হোমস্ কি পেরেছেন এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে ?'

এক মুহূর্তের জন্য আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যেন। স্টেপল-টনের শান্ত মুখমণ্ডল ও প্রখর দুটি চোখের তারায় কিন্তু কোন চঞ্চলতা ধরা পড়ল না।

'আমাদের কাছে আপনার পরিচয় লুকনোর চেষ্টা বৃথা,' ডাক্তার ওয়াটসন,' তিনি বললেন, 'আপনাদের গোয়েন্দাগিরির খবর আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। মর্টিমার আমার কাছে আপনার নাম বলার সঙ্গে

সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছেন তাও বলেছে। আপনার এখানে আসার অর্থই হল শার্লক হোমস্ এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তাই আমি স্বভাবতই কৌতূহলী বোধ করছি সেই দিকপাল গোয়েন্দার কি মতামত তা জানার জন্যে।'

'আমি দুঃখিত, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম।'

'জানতে পারি কি তিনি একবার এখানে এসে আমাদের কৃতার্থ করবেন কি না?'

'তাঁর পক্ষে এখন লণ্ডন ছেড়ে আসার অসুবিধে আছে।'

'কী আপশোসের কথা। যে ব্যাপারে আমরা ঘোর অন্ধকারে, উনি হয়ত সেখানে আলো দেখাতে পারতেন। সে যাই হোক, আপনার তদন্তের কাজে আমি যদি কোন সাহায্য করতে পারি তবে অবশ্যই বলবেন। হয়ত আমার পরামর্শে আপনার কাজের সুবিধেই হবে।'

'বিশ্বাস করুন, আমি এখানে কোন তদন্তে আসি নি। আমার বন্ধু হেনরী বাস্কারভিলকে কদিন সঙ্গ দেওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।'

'উত্তম', স্টেপলটন বললেন, 'আপনার অভিরুচি মত কাজ করবার অধিকার আপনার আছে। আপনাকে কথা দিচ্ছি আর কখনও এসব কথা তুলব না। আমার বাড়ি এখান থেকে সামান্য দূরে। আপনার হাতে যদি এক ঘণ্টার মত সময় থাকে তাহলে আমি আমার বোনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

আমার মনে পড়ল যে, আমার প্রথম কর্তব্য হল যে স্যার হেনরীর পাশে পাশে থাকা। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ল যে আসবার সময় তাঁকে রাশীকৃত কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে কাজে বসতে দেখেছি। তাঁর সে কাজে আমার সাহায্য করার কিছু নেই। আর হোমস্ আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন হেনরী বাস্কারভিলের প্রতিবেশীদের ভাল করে লক্ষ্য করতে। এই কথা মনে পড়তে স্টেপলটনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সরু ঘাসে ছাওয়া পথ বেয়ে হাঁটতে লাগলাম আমি।

ঢেউ খেলানো প্রান্তর, মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি, তার ভেতর গ্রানাইট পাথরের চূড়ো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কাছে দূরে—সব মিলিয়ে অপূর্ব দৃশ্য এক। সেদিকে তাকিয়ে স্টেপলটন বলে উঠলেন, 'সত্যিই বড় চমৎকার জায়গা এটা। আপনি কখনও একঘেয়ে বোধ করবেন না এখানে—এমনই বিশাল আর রহস্যময় এই জলা-পাহাড়ের দেশ।'

'আপনি এই এলাকাটা তাহলে ভালভাবে চেনেন?'

'আমি এখানে আছি মাত্র দু বছর। স্যার চার্লস এখানে আসার অল্পদিন পরেই এসেছি আমি। কিন্তু আমি জায়গাটার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি এ জায়গাটা যেমন করে জানি এমন খুব কম লোকেই জানে। উত্তর দিকে পাহাড়ের ধারে ওই বিরাট সমতলভূমি দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, ঘোড়ায় চড়ার পক্ষে ওটি আদর্শ জায়গা বলে মনে হয়।'

'সেটা ভাবাই স্বাভাবিক। আর সে রকম ভেবে বেশ কয়েক-জন প্রাণ হারিয়েছে ওখানে,' স্টেপলটন হেসে উঠলেন, 'ওটা হল গ্রীমপেনের বিখ্যাত জলা। জলা মানে পাঁকে ভর্তি। পা ফেলতে একবার ভুল করলে, সে মানুষই হোক আর জন্তুই হোক, সঙ্গে সঙ্গে সলিল সমাধি। এই তো কালই একটা ঘোড়াকে আমি দেখলাম এগিয়ে যেতে। বেচারা আর ফিরে আসে নি। আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম, বেচারা মাথাটা তোলবার চেষ্টা করছে কিন্তু পাঁকে এমন আটকে গিয়েছে যে শত চেষ্টা করেও আর বেরুতে পারে নি। হা ঈশ্বর, ওই দেখুন, ওই যে আরও একটা ঘোড়া আটকে রয়েছে।'

গাঢ় খয়েরী রংয়ের একটা জীব সবুজ নলখাগড়ার ভেতর নড়া-চড়া করছে। চেষ্টা করছে বেরিয়ে আসতে কিন্তু পারছে না। একটু পরে ঘোড়াটা তার লম্বা গলা ওপরে তুলে এমন ভয়ংকর আর্তনাদ করে উঠল যে সমস্ত পাহাড়ী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিধ্বনি। ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল।

'এটাও গেল,' স্টেপলটন বলে উঠলেন, 'দু দিনে দুটো ঘোড়াকে

চোখের সামনে শেষ হয়ে যেতে দেখলাম আমি। এই গ্রীমপেনের বিশাল পঙ্কভূমি এক অতি সর্বনেশে জায়গা।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন আপনি ওর ভেতর ঢুকতে পারেন।'

'হ্যাঁ, ছুটো একটা গোপন পথ আছে যা দিয়ে ওর ভেতর গিয়ে আবার ফিরে আসা যায়।'

'কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়ে আপনি যান কেন জলার ধারে?'

'কারণ আছে। জলার ওপারেই যে পাহাড়টা দেখছেন ওখানে পাওয়া যায় এমন সব উদ্ভিদ ও প্রজাপতি যার দেখা আর কোথাও মেলে না।'

'কপাল ঠুকে আমি একদিন যাব ওখানে।'

অবাক হয়ে স্টেপলটন তাকালেন আমার মুখের দিকে। 'ঈশ্বরের দোহাই, কখনও একাজ করবেন না। বেঁচে ফিরে আসা দুষ্কর হবে আপনার পক্ষে।'

'আরে!' আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি, 'ওটা কি?'

একটা লম্বা চাপা গোঙানি, যার মত দুঃখভরা করুণ আকুতি আর কোনদিন কেউ শোনে নি, সমস্ত শূন্যতাকে ভরিয়ে দিল। কেউ বুঝতে পারল না কোন জায়গা থেকে আসছে এই মর্মভেদী ডাক। একটু পরে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে তা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় দূরে।

এক বিচিত্র অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে স্টেপলটন তাকালেন আমার মুখের দিকে, 'অদ্ভুত জায়গা এই পাহাড়-জলার দেশ', আস্তে আস্তে বললেন তিনি।

'কিন্তু এটা কিসের ডাক?'

'কৃষকরা বলে এ সেই বাস্কারভিলের হাউণ্ড। তার শিকারকে ডাকে এই ভাবে। এর আগেও দু-একবার এ ডাক আমি শুনেছি, কিন্তু আজকের ডাকটা একটু বেশী জোরালো বলে মনে হল।'

এক অজানা ভয়ে আমার মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। বিশাল বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানো প্রান্তরের মাঝে মাঝে নলখাগড়ার সবুজ আঁচড়ের

যেন ছোপ ছোপ দাগ। কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। আমাদের পেছনের ঝোপ থেকে একজোড়া দাঁড়কাকের কা কা শব্দে ডেকে ওঠা ছাড়া এই নিস্পন্দ চরাচরে আর কোন শব্দ কানে এল না।

'এমন অদ্ভুত আর্তনাদ আমি আগে কখনও শুনি নি।'

'সব মিলিয়ে এটা একটা ভয়াবহ জায়গা। ওই পাহাড়গুলো দেখুন। কি মনে হয়?'

'কি ওগুলো? অনেকটা ভেড়ার খোঁয়াড়ের মত দেখতে।

'ওগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান। একসময় প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের বসতি ছিল এই জলায়। তারপর থেকে ওগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।'

'এখানে মানুষের বসবাস ছিল কোন্ সময়ে?'

'প্রস্তর যুগে সম্ভবত।'

'কি করত তারা?'

'গবাদি পশু চরাতো পাহাড়ের ঢালে। তারপর যখন পাথরের কুঠারের জায়গায় ব্রোঞ্জের তরবারির যুগ এল তখন তারা মাটি খুঁড়ে টিন বার করতে শিখল। দেখছেন তো পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট খাত। এ সবই ওদের কীর্তি। জায়গাটা অদ্ভুত ডাক্তার ওয়াটসন, এখানে অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপারই চোখে পড়বে আপনার। মাপ করবেন, ওটা নিশ্চয় সাইক্লোপাইডস।

একটা ছোট মাছি আমাদের দিকে উড়ে যেতেই স্টেপলটন অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতিতে তাঁর জাল নিয়ে পতঙ্গটিকে ধাওয়া করলেন। এঁকে বেঁকে ছুটে চললেন তিনি মাছিটার পিছু পিছু। তাঁর এই উৎসাহ ও সজীবতা আমায় মুগ্ধ করল। সেই সঙ্গে দুর্ভাবনাও হল যে ছুটতে ছুটতে পা ফসকে জলায় তিনি পড়ে না যান, ঠিক সেই সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে আমি ফিরে তাকিয়ে দেখলাম একজন মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।

আমার মন বলল, ইনি স্টেপলটনের বোন মিস স্টেপলটন। শুনেছিলাম মহিলা সুন্দরী। এখন দেখলাম পোশাকে-আশাকে এবং

রূপের দিক থেকে তিনি সত্যিই আকর্ষণীয়া। ভদ্রমহিলার নজর ছিল তাঁর ভাইয়ের দিকে। আমি তাঁর দিকে তাকানো মাত্র তিনি পা চালিয়ে আমার কাছে এসে বিনা ভূমিকায় বলে উঠলেন, 'ফিরে যান। এখুনি ফিরে যান বলছি লণ্ডনে।'

আমি বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম তাঁর দিকে। এ কি বলছেন তিনি! মহিলার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে।

'কেন, ফিরে যাব কেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না,' চাপা অথচ উত্তেজিত গলা তাঁর, 'কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আমি যা বলি তাই করুন। চলে যান, আর ভুলেও কখনও এখানে আসবেন না।'

'কিন্তু আমি তো এই সবে এসেছি।'

'অদ্ভুত লোক আপনি,' মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বিপদের সংকেতটা ধরার ক্ষমতাও আপনার নেই। আমি বলছি আপনাকে। আজ রাতেই লণ্ডনের গাড়ি ধরুন। চুপ, আমার ভাই আসছে। ওঁকে কিন্তু একটি কথাও বলবেন না। আচ্ছা শুনুন, ওই যে গাছের ডালে অর্কিডলতাটি ঝুলছে ওটি আমায় এনে দেবেন কি দয়া করে?' শেষ কথাটি বললেন তিনি একেবারে অন্যরকম গলার স্বরে।

ইতিমধ্যে পতঙ্গটি ধরার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন স্টেপলটন। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বোনকে বললেন, 'এই যে বেরিল,' তাঁর গলার স্বর শুনে মনে হল বোনকে এখানে দেখে তিনি খুশী হন নি মোটেও।

'একি জ্যাক, তুমি যে ঘেমে নেয়ে গেছ একেবারে!'

'ওই যে একটা সাইক্লোপাইডস ধাওয়া করে গিয়েছিলাম। বছরের এই সময়টা তো ওদের একেবারেই দেখা পাওয়া যায় না। ইস, একেবারে হাতের কাছে পেয়েও ফস্কে গেল।' আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে বলতে ওঁর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটি আমাকে ও মহিলাকে লক্ষ্য করছে অনবরত।

'তোমাদের পরিচয় হয়ে গেছে দেখছি।'

'হ্যাঁ,' মিস স্টেপলটন বললেন, 'আমি স্যার হেনরীকে বলছিলাম যে আর কিছুদিন আগে এলে উনি এখানকার সৌন্দর্য আরও বেশী উপভোগ করতে পারতেন।'

'কি বলছ কি তুমি ? ইনি কে বল তো ?'

'কেন, স্যার হেনরী বাস্কারভিল।'

'না, না,' আমি বললাম, 'আমি মোটেই স্যার হেনরী নই। আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি। ওঁর এক বন্ধু। আমার নাম ডাক্তার ওয়াটসন।'

মহিলার সুন্দর মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। 'ছি ছি,' আক্ষেপের সুরে বললেন তিনি, 'এতক্ষণ কি সব উল্টোপাল্টা কথা বলে গেলাম।'

ওঁর ভাইয়ের চোখ দুটি ফের দপ করে জ্বলে উঠল, 'এইটুকু সময়ের মধ্যে কি এমন কথা বললে তুমি ?'

'আমি ডাক্তার ওয়াটসনের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেছি যেন উনি এখানে বেড়াতে আসেন নি। যেন উনি বাস্কারভিল হলে থাকতে এসেছেন। যাই হোক, মেরিপিট হাউসটা একবার ঘুরে দেখে যান, ডাক্তার ওয়াটসন।'

দু পা এগিয়ে গিয়েই মেরিপিট হাউসে পৌঁছে গেলাম আমরা। পুরনো কালের এক খামারবাড়িকে মেরামত করে একটি আধুনিক বাসভবন তৈরি করা হয়েছে। বাড়ির চারপাশে ফল-ফুলের বাগান। কিন্তু জলাভূমির অন্যত্র যেমন, এখানেও গাছপালা খুব একটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি। সব কিছু মিলিয়ে একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া ঘিরে রয়েছে এ বাড়িটাকে। গায়ে সেকেলে ধরনের কোট, শুকনো মুখ একজন ভৃত্য আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে বড় বড় ঘরগুলি এমন ভাবে সাজানো যাতে এই মহিলার সুন্দর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল সেই ঢেউ খেলানো গ্রানাইট পাথরের স্তর দিগন্ত ছুঁয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে কোন আকর্ষণে এই উচ্চশিক্ষিত পুরুষ আর তাঁর অসামান্যা রূপসী বোন পড়ে আছ এই বিজন বিভুঁই রাজ্যে !

'আপনি হয়ত ভাবছেন জায়গাটা বড়ই অদ্ভুত, তাই না?' স্টেপলটন যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে বললেন, 'কিন্তু আমরা এখানে বেশ সুখেই আছি, তাই না, বেরিল?'

'হ্যাঁ, এখানে থাকতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় না।' মিস স্টেপলটন বললেন বটে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে সুখে থাকার স্বাভাবিক উৎফুল্লতা ফুটে উঠল না।

'আমার মনে হয় আপনার বোনের কাছে হয়ত এ জায়গাটা একটু বেশী নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়।'

'না, না,' মিস স্টেপলটন বলে উঠলেন, 'আমি বেশ ভালই আছি।'

'আমাদের বই আছে, আমরা লেখাপড়া নিয়ে থাকি। তাছাড়া আছেন ভদ্র প্রতিবেশী। ডাক্তার মর্টিমার একজন খুব উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। স্যার চার্লসও ছিলেন চমৎকার মানুষ। আচ্ছা, আমি যদি আজ বিকেলে স্যার হেনরী বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করতে যাই তাহলে উনি কি বিরক্ত হবেন?'

'না, না, উনি খুব খুশী হবেন।'

'তাহলে আপনি ওঁকে বলে রাখবেন আমার কথা। যাতে এখানে থাকাটা ওঁর কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে সে জন্যে আমাদেরই চেষ্টা করা উচিত। ডাক্তার ওয়াটসন, দোতলায় এসে আমার লেপিডোপেট্রার সংগ্রহটা একবার দেখে যান। এমন সংগ্রহ সারা দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডে আর কারু কাছে নেই। ওটা দেখতে দেখতেই লাঞ্চ তৈরি হয়ে যাবে।'

কিন্তু আমি স্যার হেনরীর কাছে ফিরে আসতে ব্যাকুল ছিলাম। এই পাহাড়ী রাজ্যের উদাস বিষণ্ণতা, ওই হতভাগ্য ঘোড়াটার মৃত্যু, তার অদ্ভুত আর্তনাদ সব কিছু আমাকে বড় বিষণ্ণ করে তুলল। তার ওপর মিস স্টেপলটনের হুঁসিয়ারী আমাকে আরও বেশী দুর্ভাবনায় আক্রান্ত করল। তাই স্টেপলটন যে আমাকে মধ্যাহ্নভোজ সেরে আসার জন্যে পীড়াপিড়ি করছিলেন বহু চেষ্টায় তা এড়িয়ে আমি বাড়ির পথ ধরলাম।

ঘাসে ঢাকা সরু পথটি ধরে পাথুরে রাস্তায় পড়ে আমি আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। পথের ধারে একটি পাথরের ঢিপির ওপর শান্ত-ভাবে বসে আছেন মিস স্টেপলটন।

'আমি অন্য পথ ধরে ছুটে এসেছি আপনাকে ধরার জন্যে ডাক্তার ওয়াটসন,' মিস স্টেপলটন বললেন, 'আমি বলতে এসেছি যে আপনাকে স্যার হেনরী ভেবে আমি যে সব কথা বলেছি তার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। দয়া করে ওসব ভুলে যাবেন।'

'কিন্তু কথাগুলো আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সহজ হবে না মিস স্টেপলটন,' আমি বললাম, 'আমি স্যার হেনরীর বন্ধু। তিনি যাতে নিরাপদে থাকেন সেটা দেখার দায়িত্ব আমার। তাঁর লণ্ডন ফিরে যাওয়াটা কেন জরুরী দয়া করে আমায় বলবেন কি?'

'ও কথাটা আমি নেহাৎ মেয়েলী খেয়ালে বলেছি ডাক্তার ওয়াটসন। আপনি যখন আমাকে ভাল করে চিনবেন তখন বুঝবেন যে আমি এমন অনেক কথা বলে থাকি যার কোন কারণ বা যুক্তি থাকে না।'

'না, না, আপনার গলার স্বরে যে উত্তেজনার আভাস আমি পেয়েছি, চোখের তারায় যে ত্রাসের ছায়া চোখে পড়েছে তার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। আপনি আমায় সব খুলে বলুন। যাতে স্যার হেনরীকে এবিষয়ে অবহিত করতে পারি আমি।'

'আপনি এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশী ভাবছেন,' কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করার পর সুন্দরী মহিলাটি বললেন, 'স্যার চার্লসকে আমি এবং আমার ভাই খুবই ভালবাসতাম। তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ পেয়েছি আমরা। তিনি বিশ্বাস করেতেন তাঁর পরিবারের এই অভিশাপের কথা। বিপর্যয় যখন ঘটল তখন আমাদের মনে হল হয়ত তিনি অকারণে ভয় পেতেন না। তাই সে পরিবারের আর একজন লোক এখানে আসায় স্বভাবতই চিন্তিত ও বিব্রত বোধ করছি আমরা। তাঁকে এখানকার বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্যেই এই কথা বলেছি আমি।'

'কিন্তু বিপদটা কি ?'

'আপনি কি হাউণ্ডের কাহিনী জানেন না ?'

'জানি। আমি ওসব গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি করি। স্যার হেনরীর ওপর যদি আপনার এতটুকু প্রভাব থাকে তবে আপনি ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যান। বিশাল এই পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে কেন তিনি বিপদ নিয়ে ঘর করবেন এই বিজন রাজ্যে ?'

'কিন্তু আপনি যদি কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না দিতে পারেন তাহলে স্যার হেনরীকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে পাওয়া অসম্ভব হবে।'

'নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ আমি দিতে পারব না। কেন না আমি নিজেই কিছু জানি না।'

'আর একটি প্রশ্ন মিস স্টেপলটন, আপনি আমাকে যা বলছিলেন সেটা আপনার দাদার কাছ থেকে লুকোতে চেয়েছিলেন কেন ?'

'আমার দাদা চান যে বাস্কারভিল হলের মালিকরা এখানে এসে থাকুন। তাঁরা থাকলে এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের উপকার হবে। তিনি যদি জানতে পারেন যে আমি স্যার হেনরীকে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি তাহলে তিনি আমার ওপর খুব রাগ করবেন। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করেছি। আমার আর কিছু করার নেই। আমার এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে নইলে দাদা সন্দেহ করবে যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিদায় ! মহিলা চকিতে ঘুরে তাঁর বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন আর আমি বিচিত্র ভয় ও উদ্বেগ নিয়ে নির্জন পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম বাস্কারভিল হলের দিকে।

॥ আট ॥

ডাক্তার ওয়াটসনের প্রথম রিপোর্ট।

এখন থেকে এখানবার সব ঘটনা আমি হোমস্‌কে চিঠিতে লিখে জানাব। হোমস্‌কে লেখা আমার দু নম্বর চিঠিটি হুবহু নিচে তুলে দেওয়া হল।

বাস্কারভিল হল
২৩শে অক্টোবর।

প্রিয় হোমস্‌,

আমার আগের চিঠিতে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কি কি ঘটছে তা তোমাকে জানিয়েছি। যত দিন যাচ্ছে ততই এই আদিম এলাকা আমার অন্তরাত্মাকে বশীভূত করে ফেলছে। এখানে একবার এসে পৌঁছলে এই প্রাচীন পর্বতমালা, মৃত মানুষের কবরস্থান আর পশুচর্ম পরিহিত জীবন্ত মানুষ দেখলে মনে হবে আধুনিক ইংলণ্ড থেকে তুমি কতদূরে চলে এসেছ। তোমার স্থির প্রত্যয় হবে এখানে তুমিই বেমানান। ওই গুহাবাসী, সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত অসভ্য মানুষটিকে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে ঠিকঠাক মানিয়ে যায়।

যাই হোক, আমাকে যে কাজের জন্যে তুমি পাঠিয়েছিলে তার সঙ্গে এ সবের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তাই ভূমিকা দীর্ঘ না করে স্যার হেনরী বাস্কারভিল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় খবরগুলি তোমাকে জানাই।

তার আগে একটি দরকারী খবর দেওয়া যাক। দিন পনের আগে এখানকার জেলখানা থেকে একটি কয়েদী পালিয়ে যায়। তারপর থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। লোকটি কুখ্যাত খুনী আসামী। এখানকার পাহাড়ের অসংখ্য গুহায় তার লুকিয়ে থাকার

অবারিত সুযোগ। কিন্তু এই ভাবে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হলেও তার পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। যাই হোক, স্থানীয় কৃষকরা মনে করে সে এখানে আর নেই, তাই কয়েকদিন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকার পর এখন তারা কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

প্রকৃতিপ্রেমী স্টেপলটন ইতিমধ্যেই বাস্কারভিল হলে এসেছিলেন এবং পরের দিনই তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে হুগো যেখানে মারা যান সেই জায়গাটা দেখিয়েছেন। জায়গাটা হল থেকে কয়েক মাইল দূরে এবং সেটা এমনই একটা নির্জন ঠাঁই যে সেখানে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয় বলেই মনে হয়েছে আমার। এর চারদিকে লম্বা লম্বা ঘাস এবং মাঝখানে দুটি বেশ উঁচু পাথর পোঁতা। পাথর দুটি মাটি থেকে ক্রমশ এমন ভাবে সরু হয়ে গেছে যে দেখে মনে হয় সে দুটি যেন কোন অতিকায় প্রাণীর দুটি দাঁত। স্যার হেনরী জায়গাটি বেশ খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং স্টেপলটনকে জিগ্যেস করেছেন তিনি মানুষের জীবনে অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাব বিশ্বাস করেন কি না। স্টেপলটন খুব খোলাখুলি ভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি অন্য পরিবারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন অতীতের কোন কুকীর্তির জন্যে তারা বা তাদের বংশধরেরা দুর্ভোগ ভুগেছে। মোটামুটি ভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শিক্ষিত হলেও স্থানীয় লোকদের এই পিশাচ কুকুরের কুসংস্কারে তিনি অবিশ্বাসী নন।

সেদিন ফেরার পথে মেরিপিট হাউসে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছিলাম। সেখানেই মিস স্টেপলটনের সঙ্গে পরিচয় হয় স্যার হেনরীর। তারপর থেকে ওঁদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। ওঁরা ভাইবোন প্রায়ই বাস্কারভিল হলে বেড়াতে আসেন বা আমরা ওঁদের ওখানে যাই। দেখেশুনে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ওঁরা একে অপরকে পছন্দ করেন। কিন্তু স্টেপলটন ওদের এই মাখামাখি বিশেষ ভাল চোখে দেখেন না। ওঁদের দুজনের মধ্যে একান্তে যাতে কোন কথা না হতে পারে তার জন্যে তিনি সদাই সচেষ্ট থাকেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই যে তোমার যে নির্দেশ ছিল যে আমি সব সময় স্যার হেনরীর

পাশে পাশে থাকি সেটা এখন সর্বক্ষণ পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ যখন আমাদের বন্ধু মিস স্টেপলটনকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছেন।

গত বৃহস্পতিবার ডাক্তার মর্টিমার আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন। তিনি সম্প্রতি লংডাউনে একটি জায়গা খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক মাথার খুলি পেয়েছেন। এ আবিষ্কারে ভদ্রলোক বেজায় খুশী। মধ্যাহ্নভোজের অল্পক্ষণ পরেই স্টেপলটনরা এসেছিলেন। ডাক্তার আমাদের সবাইকে নিয়ে স্যার চার্লস যে জায়গাটায় মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন, সেই জায়গাটা দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি সে জায়গাটা দেখলাম। দেখলাম সেই ফটকটা, যার সামনে দাঁড়িয়ে স্যার চার্লস চুরুটের ছাই ঝেড়েছিলেন। ফটকটি সাদা রঙের। তাতে একটি হুড়কো লাগানো। তার ওপারেই বিশাল জলাভূমি। তোমার থিওরী অনুসরণ করে সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। বৃদ্ধ এই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন দূর থেকে কি যেন আসছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে বাড়ির দিকে না গিয়ে ছুটে গেলেন তিনি সামনের দিকে। ছুটতে ছুটতে বেদম হয়ে পড়লেন। সুড়ঙ্গের মত গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ইউবীথিকা ধরে প্রাণপণে ছুটেছিলেন তিনি কিসের ভয়ে? কোন জীব তাড়া করে আসছিল তাঁর পেছনে? জলার কোন ভেড়া-তাড়ানো কুকুর, না কি সেই মিশকালো নিঃশব্দ অথচ ভয়াল হাউণ্ড? কিংবদন্তীই কি জীবন্ত রূপ ধরেছিল, না কি এর পেছনে মর্ত্যলোকের কোন মানুষের চক্রান্ত কাজ করেছে? ওই সদাসর্তক পাণ্ডুর মুখ ব্যারীমুর যা বলে তার চেয়ে কি বেশী জানে? সব কিছু আবছা ও অস্পষ্ট, কিন্তু এর পেছনে যে অপরাধের কালো ছায়া দুলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আগের চিঠি লেখার পর আর এক প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এঁর নাম মিস্টার ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড। থাকেন ল্যাফটার হলে। ভদ্রলোকের মাথার চুল সাদা, মুখটা লাল আর মেজাজ কিঞ্চিৎ খিটখিটে। ইনি বৃটিশ আইনের পরম ভক্ত এবং সম্পত্তির বেশ খানিকটা মামলা-মোকদ্দমা করে উড়িয়েছেন। কারণে অকারণে মামলা

করে বৃদ্ধ প্রচুর আনন্দ পান। জমিদারী সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে ভদ্রলোক মহা পণ্ডিত। তাঁর আইনের জ্ঞানটা কাজে লাগিয়ে কখনও তিনি দাঁড়ান ফার্নওয়ার্দির গ্রামবাসীদের সপক্ষে, কখনও বা তাদের বিপক্ষে। তাই কখনও দেখা যায় গ্রামের লোক তাঁকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে তাঁকে নিয়ে মিছিল করে তাঁর জয়ধ্বনি করতে করতে যাচ্ছে, কখনও বা দাহ করছে তাঁর কুশপুত্তলিকা। তাঁর মামলা করার নেশার দিকটা বাদ দিলে তিনি যথেষ্ট অমায়িক ও ভদ্র। আমি তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে তুমি বলেছিলে আমি যেন এখানকার মানুষজনদের সম্পর্কে তোমাকে জানাই। ইদানীং তিনি টেলিস্কোপ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় মেতেছেন। বাড়ির ছাদে লাগিয়েছেন চমৎকার একটি টেলিস্কোপ। সারাদিন এই টেলিস্কোপটি চোখে লাগিয়ে জলাভূমি চষে ফেলেছেন সেই পলাতক কয়েদীটিকে খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্যে। এ কাজে সফল হলে, সন্দেহ নেই, সবাই তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবে। কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে তিনি অন্য একটি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন। গুজব শোনা যাচ্ছে যে শীগগিরই তিনি ডাক্তার মর্টিমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। লংটাউনে কবর খুঁড়ে ডাক্তার প্রস্তর যুগের যে করোটি আবিষ্কার করেছেন, এ কাজ করার আগে তিনি প্রতিবেশীর সম্মতি নেন নি। যাই হোক, আমাদের এই বিরস জীবনে উনি যে মাঝে মাঝে বেশ হাস্যরসের সঞ্চার করেন তাতে সন্দেহ নেই।

পলাতক কয়েদী, স্টেপলটন ভাইবোন, ডাক্তার মর্টিমার এবং মামলা-পাগল ফ্রাংকল্যাণ্ডের কথা বলার পর ব্যারীমুর সম্পর্কে কিছু খবর শোনাই। এ ঘটনা কাল রাত্রের।

তোমার মনে আছে, ব্যারীমুরকে পাঠানো সেই টেলিগ্রামের ব্যাপারে এখানকার পোস্টমাস্টার আমাকে যা বলেছিলেন তাতে ব্যারীমুরের তখন এখানে থাকা নিয়ে আমার সন্দেহ ঘোচে নি। স্যার হেনরী একথা বলতেই তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে তখনই ঘণ্টা বাজিয়ে ব্যারীমুরকে ডাকিয়ে জিগ্যেস করলেন যে সে তাঁর পাঠানো

তারটি নিজে পেয়েছিল কিনা। ব্যারীমুর জবাব দিল যে সে নিজেই সেটা পেয়েছিল।

'ছেলেটি কি তারটা তোমার হাতেই দিয়েছিল?' স্যার হেনরীর এ প্রশ্ন শুনে ব্যারীমুর একটু অবাক হল এবং অল্পক্ষণ ভেবে জবাব দিল, 'না। আমি তখন বাথরুমে ছিলাম। আমার স্ত্রী তারটা আমার হাতে এনে দেয়।'

'তারের জবাবটা কি তুমি নিজে দিয়েছিলে?'

'না, আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম ওটার জবাব লিখে দেওয়ার জন্যে।' সন্ধ্যার সময় সে নিজেই আবার এই কথা তুলল।

'সকালে আপনার প্রশ্নের অর্থটা আমি ঠিক ধরতে পারিনি হুজুর। আশা করি আপনার অপ্রীতিভাজন হওয়ার মত কোন কাজ আমি করিনি।'

স্যার হেনরী তাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে সে রকম কিছু করেনি। লণ্ডন থেকে তাঁর পোশাকের রাশ এসে পৌঁছেছিল সেদিন। তা থেকে বেশ কিছু পুরনো জামাকাপড় ব্যারীমুরকে দান করলেন তিনি।

মিসেস ব্যারীমুর সম্পর্কে আমার কৌতূহল এখনও মেটেনি। ভদ্রমহিলা স্থূলাঙ্গী, অটুট ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারে খুবই সংযত। প্রথম রাত্রে তাঁর কান্না শুনে আমি যে অবাক হয়েছিলাম সে কথা তোমায় আগেই বলেছি। তাঁর চোখের নিচে আমি প্রায়ই জলের দাগ দেখি। আমার অনুমান তাঁর অন্তরে এমন কোন ব্যথা আছে যা তাঁকে প্রায়ই কাঁদায়। এক এক সময় আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে কোন অপরাধ বোধ তাঁকে এমন করে কাঁদায় কি না। আমার আর এক সন্দেহ ব্যারীমুর হয়ত স্বামী হিসাবে খুব স্বেচ্ছাচারী। গোড়া থেকেই আমার ব্যারীমুরকে সন্দেহ হত। কিন্তু কাল রাতে যা ঘটেছে তাতে তা বদ্ধমূল হল।

এমনও হতে পারে যে আদতে ব্যাপারটা কিছুই নয়। তুমি জানো, আমার ঘুম কোনকালেই খুব গাঢ় নয়। আর যেহেতু এখানে আমাকে

একটু পাহারাদারী করতে হচ্ছে তাই ঘুমটা আরও পাতলা হয়ে গেছে। গতকাল রাত প্রায় দুটোর সময় আমার ঘরের বাইরে আমি পায়ের শব্দ পাই। দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখি যে একটি লম্বা কালো ছায়া কী ধীরে ধীরে বারান্দার অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে। যে লোকটি হেঁটে চলেছে তার হাতে ধরা রয়েছে মোমবাতি একটি। তার অবয়বের রেখা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছে যে সে ব্যারীমুর ছাড়া আর কেউ নয়। খুব আস্তে আস্তে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে হাঁটছে এবং এ কাজটা যে সে অত্যন্ত গোপন ভাবে করছে সেটা তার সমস্ত ভঙ্গিমা থেকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

তোমাকে আগেই জানিয়েছি যে করিডরটা শেষ হয়েছে হলঘরের প্রান্তে চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দায় এবং আবার শুরু হয়েছে অন্যদিক থেকে। ছায়ামূর্তি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়ালাম। তারপর ফের পিছু নিলাম। এখন সে বারান্দার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সারি সারি ঘরগুলোর একটা থেকে আলোর আভা বেরিয়ে আসতে বুঝলাম যে এই ঘরটায় ঢুকেছে সে মোমবাতি হাতে। কেউ থাকে না এই সব ঘরে। এই রকম একটি পরিত্যক্ত ঘরে ঢোকার জন্যেই সন্দেহ ঘনীভূত হল। আলো তখন বেশ জোরালো। তাতে বোঝা গেল যে সে যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

জানলার কাছে শার্সির ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ব্যারীমুর। তার মুখটা আমার দিকে আধখানা ঘোরানো আর বাকি আধখানা জলার দিকে। আমি দেখলাম সে মুখ একই সঙ্গে কঠোরতা ও প্রত্যাশায় ভরা। বেশ কয়েক মিনিট আগ্রহভরে সে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর একটা গোঙানির মত শব্দ করে নিভিয়ে দিল আলোটা। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে ফিরে এলাম। একটু পরেই বারান্দায় শোনা গেল পায়ের শব্দ। এর অনেক পরে যখন বিছানায় শুয়ে আমার একটু তন্দ্রামত এসেছে তখন কানে এল চাবি দিয়ে

তালা খোলার শব্দ। সে শব্দ কোথা থেকে এল তা আমি বলতে পারব না। এ সবের মানে বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে এই বিষাদ পুরীতে একটা গভীর গোপন কিছু ঘটে চলেছে। তুমি শুধু আমার কাছে ঘটনা জানতে চেয়েছিলে—তাই অনুমিতির কথা জানানো থেকে বিরত থাকলাম। আজ সকালে স্যার হেনরীর সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং আমরা একটা মতলব খাটিয়েছি। সেটা তোমাকে জানাচ্ছি না, আমার পরের চিঠিতে আশা করছি এ সম্পর্কে আরও অনেক খবর পাবে।

॥ নয় ॥

ডাক্তার ওয়াটসনের দু নম্বর চিঠি।

প্রিয় হোমস্,

আমার গত চিঠিতে আমি তোমাকে খুব বেশী খবর দিতে পারিনি। আশা করি এবার সে ঘাটতি কিছুটা পুষিয়ে দিতে পারব। আগের চিঠিতে আমি ব্যারীমুরের জানলায় দাঁড়ানোর কথা তোমায় লিখেছিলাম। এ সম্পর্কে এবার তোমাকে এমন খবর দেব যা তোমায় নিশ্চয় অবাক করবে। পরিস্থিতি এখন এমন এক দিকে মোড় নিয়েছে যা আমি কখনই আশা করতে পারিনি। একদিক থেকে কিছু অস্পষ্টতা যেমন স্বচ্ছ হয়ে এসেছে আর একদিকে তেমনি গাঢ়তর হয়েছে অন্ধকার। যাই হোক, এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। সব কিছু জানলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হবে তোমার।

সেদিন প্রাতরাশে বসার আগে নিচে যে ঘরটায় আমি ব্যারীমুরকে বাতি নিয়ে দাঁড়াতে দেখেছিলাম সে ঘরটা পরীক্ষা করবার জন্য নেমে গেলাম। পশ্চিম দিকে বা জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল সে, সেই

জানলাটা পরীক্ষা করে একটা বিশেষত্ব খুঁজে পেলাম। যা হল বাড়ির মধ্যে এই জানলাটা দিয়ে পাহাড় এবং জলা এলাকা সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যারীমুর এই জানলা দিয়ে নিশ্চয় লক্ষণীয় কোন বস্তু বা কোন মানুষকে দেখেছিল। কিন্তু বাইরে ওই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তার কি করে কিছু দেখা সম্ভব? ওখানে কি তার কোন বন্ধু আছে? না কি সে কোন নারীর প্রতি অনুরক্ত? ব্যারীমুর লোকটি যে সহজ পাত্র নয় ক্রমশ তার আচরণের দ্বারা এটাই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আমার মনে হল ব্যারীমুরের এই নৈশ অভিযানের খবরটা অবিলম্বে স্যার হেনরীকে জানানো উচিত। প্রাতরাশের পর তাঁর ঘরে বসে গল্প করতে করতে আমি ব্যারীমুরের এই রহস্যজনক আচরণের কথা তাকে বললাম। আমি আশা করছিলাম ব্যারনেট এই কথা শুনে খুব অবাক হবেন। কিন্তু তিনি অবিচলিত ভাবে বললেন, 'ব্যারীমুর যে রাত্রে হাঁটাহাঁটি করে, সে খবর আমিও রাখি। রাত্রে আমিও দু একবার তার পায়ের শব্দ পেয়েছি।'

'আমার সন্দেহ হয় যে সে রোজ রাত্রে ওই বিশেষ জানলাটির কাছে যায়।'

'হয়ত তাই। আসুন না, আজ রাতে দুজনে মিলে ওর পিছু পিছু গিয়ে দেখি ও কি করে। আমি জানি না এইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আপনার বন্ধু হোমস্ কি করতেন।'

'আপনি যে পরামর্শ দিয়েছেন হোমসও তাই করতেন, ওর পিছু পিছু গিয়ে দেখতেন ও কি করে।'

'আসুন তাহলে আজ রাত্রে আমরা ওকে অনুসরণ করে দেখি ও কি করে!' কথা শেষ করে খুশীর চোটে দু হাত ঘষে নিলেন স্যার হেনরী। বেশ বুঝতে পারলাম যে নৈশ অভিযানের চিন্তাটা তাঁকে এখানকার একঘেয়ে জীবন থেকে কিছুটা বৈচিত্র্য এনে দিতে যাচ্ছে বলেই তাঁর এই খুশী।

ব্যারীমুর সম্পর্কে এই আলোচনার পর বাইরে যাওয়ার জন্যে স্যার

হেনরী তাঁর টুপিটি মাথায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে আমাকে যেতে হবে তাই আমিও আমার টুপি পরে নিলাম।

আমার দিকে ফিরে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কি ওয়াটসন ? আপনিও বেরোচ্ছেন নাকি ?'

'আপনি যদি জলার দিকে যান তবে আমাকেও যেতে হবে। আমার বন্ধুর নির্দেশ তো আপনি জানেন। তিনি বিশেষ করে আমায় বলে দিয়েছেন জলার দিকে আপনাকে যেন একা আমি না যেতে দিই।'

স্যার হেনরী আমার কাঁধে হাত রেখে একটু হাসলেন, 'প্রিয় বন্ধু,' হাসি মুখেই বললেন তিনি, 'হোমস্ খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুরো ভবিষ্যৎটা দেখা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা তিনি নন। আমরা এখানে আসার পর আগেভাগে কি ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। আপনি যদি এখন আমার সঙ্গ নেন তাহলে আমার ভ্রমণের আমোদটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে সেটা নিশ্চয় আপনার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। অতএব আমি একাই যাচ্ছি।'

এই কথা বলে ছড়ি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি না পারলাম তাঁকে বাধা দিতে, না পারলাম তাঁর সঙ্গে যেতে।

কিন্তু একটু পরেই আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁকে একা যেতে দেওয়াটা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। যতক্ষণ তিনি আমার চোখের আড়ালে থাকবেন তার মধ্যে যদি তাঁর কোন বিপদ ঘটে যায় তবে আমার দুঃখ রাখার আর জায়গা থাকবে না। হয়ত এখনও বেরুলে মেরিপিট হাউসে যাওয়ার পথে ধরে ফেলা যাবে তাঁকে।

এই চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে বেরিয়ে পড়লাম আমি। বেশ খানিকটা পথ আসার পরেও কোথাও স্যার হেনরীর দেখা পেলাম না। যে মূল রাস্তা থেকে জলার রাস্তা বেরিয়েছে সেখানে পৌঁছে ভাবলাম হয়ত ভুল রাস্তায় চলেছি। ভাবলাম একটা উঁচু

ঢিপির ওপর উঠে দেখে নেওয়া যাক দৃষ্টিপথে কোথাও তাঁকে পাওয়া যায় কি না। চূড়ার ওপর উঠতেই স্যার হেনরীর দেখা পেলাম। আমি যেখান সেখান থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে জলার ধারে হাঁটছেন তিনি, পাশে একজন ভদ্রমহিলা—নিঃসন্দেহে তিনি মিস স্টেপলটন। খুব স্থির ভাবে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হাঁটছেন তাঁরা। মিস স্টেপলটন হাত নেড়ে খুব জোর দিয়ে কি বোঝাতে চাইছেন আর স্যার হেনরী মন দিয়ে না শুনেও মাথা নেড়ে তাঁর অনুরোধ রাখার অসম্মতি প্রকাশ করছিলেন। পাথরের আড়াল থেকে দুজনকে লক্ষ করছিলাম আমি। এখন এখান থেকে নেমে ওদের দুজনের মাঝখানে হাজির হওয়াটা নিশ্চয় অভদ্রতা করা হবে। বন্ধুর পেছনে এমন গুপ্তচর বৃত্তি করাটা গর্হিত কাজ সন্দেহ নেই কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাঁকে চোখের আড়াল হতে দেব না। তাই নিরুপায় হয়েই এ কাজ আমায় করতে হচ্ছে। বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল এর সব কিছু পরে তাঁর কাছে স্বীকার করা।

যদিও আমি এখন যে জায়গায় আছি সেখান থেকে আচমকা কোন বিপদ ঘটার মুখে স্যার হেনরীকে সাহায্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে এ অবস্থায় এর চেয়ে বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ওরা দুজনে যখন এরকম কথোপকথনে মগ্ন সেই সময় আমার খেয়াল হল যে আমার মত আরও একজন ওদের এই একান্ত মিলনের সাক্ষী। হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপটা এল আর আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম প্রজাপতি ধরার জাল হাতে এগিয়ে আসছেন স্টেপলটন। আমার চেয়ে ওই যুবক যুবতীর অনেক কাছে তিনি এবং মনে হল ওদের পানেই চলেছেন তিনি। ঠিক সেই সময় স্যার হেনরী আচমকা মিস স্টেপলটনকে কাছে টেনে নিলেন। মিস স্টেপলটন তাঁর দু হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। পরমুহূর্তে দেখলাম স্প্রিংয়ের পুতুলের মত দুজনে ছিটকে গেলেন দুদিকে এবং ঘুরে দাঁড়ালেন বোঁ করে। স্টেপলটনকে দেখতে পেয়েছেন দুজনে। পাগলের মত

ভদ্রলোক ছুটছেন এদের দিকে। অঙ্গভঙ্গী করে দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ছেন ভদ্রলোক খ্যাপার মত। দুজনের এই মেলামেশা যে তাঁর একেবারেই পছন্দ নয় সেটাই যেন বোঝাতে চাইছেন তিনি উত্তেজিত ভঙ্গীতে। কথা শুনতে না পারলেও ভাবে ভঙ্গীতে বুঝলাম যে স্টেপলটন স্যার হেনরীকে বেশ গালমন্দ করছেন এবং আমার তরুণ বন্ধুটি যে কৈফিয়ৎ দিতে চাইছেন তাতে তিনি মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে, স্টেপলটন তাঁর বোনকে হুকুম করলেন তাঁর সঙ্গে চলে আসার জন্য। মাথা নীচু করে মহিলা তাঁর দাদাকে অনুসরণ করলেন। কয়েক মূহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে স্যার হেনরী ধীরে ধীরে ফিরে চললেন তাঁর বাড়ির পথে।

এমন একটি দৃশ্য আড়াল থেকে দেখবার জন্যে মনে মনে খুবই লজ্জাবোধ করলাম আমি। তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নিচে নেমে ব্যারনেটের সঙ্গে দেখা করলাম। তখনও তাঁর মুখ রাগে লাল টকটকে হয়ে রয়েছে, ভ্রূ দুটি ভীষণভাবে কুঞ্চিত।

'আরে ওয়াটসন,' বেজায় অবাক হয়ে বললেন তিনি, 'আপনি কোত্থেকে!' মাটি ফুঁড়ে উদয় হল না কি আপনার?

আমি তাঁকে সবই খুলে বললাম। আমার পক্ষে তাঁকে একা ছেড়ে দেওয়াটা যে কত অস্বস্তির ছিল তাও জানালাম। আরও বললাম আমি আড়াল থেকে যা দেখেছি। এক মূহূর্তের জন্য তাঁর চোখ দুটি দপ্ করে জ্বলে উঠল কিন্তু আমার অকপট ভাষণে তাঁর সে রাগ প্রশমিত হতে দেরী হল না।

'ঠিক কোন জায়গায় আপনি ছিলেন বলুন তো, ডাক্তার ওয়াটসন?' একটু হেসে শুধোলেন স্যার হেনরী।

'আমি ছিলাম পাহাড়ের ওপর, আপনারা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তার পেছনে।'

'আর তাঁর দাদা ছিলেন সামনে, আশ্চর্য মানুষ! আমি ওঁর বোনের সঙ্গে মেলামেশা করছি বলে উনি একেবারে খাপ্পা হয়ে

গেলেন। আমি ওঁর বোনকে বিয়ে করতে চাই। আচ্ছা বলুন তো, পাত্র হিসাবে আমি কি অনুপযুক্ত?'

'মোটেই না।'

'অথচ উনি আমাকে বিশ্রীভাবে অপমান করলেন। আমিও ওঁকে রুক্ষ ভাবে তিরস্কার করেছি। জানি না কেন এমন হল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ গোলমেলে ঠেকছে। ওয়াটসন, আপনি কি বলতে পারেন কেন এমন হল?'

ব্যাপারটা আমার কাছেও হেঁয়ালী বলে ঠেকছিল। আমার বন্ধুর বয়স, চরিত্র সর্বোপরি তাঁর আর্থিক অবস্থা নিঃসন্দেহে তাঁকে মিস স্টেপলটনের স্বামী হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছে। এই অবস্থায় তাঁর মিস স্টেপলটনকে বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর দাদার এতটা ক্ষিপ্ত হবার কি আছে বুঝতে পারলাম না। মহিলার এই ব্যাপারটা নীরবে সহ্য করে যাওয়াটা বিস্ময়কর। যাই হোক, আমার জল্পনা-কল্পনা সব মিথ্যে করে দিয়ে বিকেলের দিকে স্টেপলটন এসে হাজির হলেন বাস্কারভিল হলে। জানা গেল যে, তিনি স্যার হেনরীর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছেন। স্যার হেনরীর ঘরে বসে একান্তে অনেকক্ষণ দুজনে কথা বললেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি আমার বন্ধুর মুখে শুনলাম যে তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্পূর্ণ অবসান এবং সেদিন সকালের এই বিশ্রী ঘটনাটা যাতে উভয় পক্ষই ভুলে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই শুক্রবার মেরিপিট হাউসে আমাদের নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করে গিয়েছেন স্টেপলটন।

'ভদ্রলোকের প্রকৃতিটা যে সত্যি অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই, স্যার হেনরী বললেন আমায়, সকালে যেমন প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছিলেন এখন আবার তেমনি ভদ্রভাবে ক্ষমা চেয়ে গেলেন।'

'সকালে যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলেন তার কোন কৈফিয়ৎ দিলেন কি?'

'উনি বললেন যে ওঁর বোনই ওঁর সব কিছু। সেটা শুনে আমার খুশী হওয়ারই কথা। বিয়ের পর বোন ওঁকে ছেড়ে চলে গেলে উনি

কেমন একা হয়ে পড়বেন সেই কথাও বললেন। এটা তাঁর কাছে একটা আঘাতের মত। তবে এখন উনি বুঝতে পেরেছেন যে বোন একদিন তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেই। কিন্তু এই প্রচণ্ড মানসিক আঘাত সহ্য করার জন্যে উনি সময় চান। তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যে সামনের তিন মাস আমি যেন ওঁর বোনের সঙ্গে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা না করি। এই সময়টা উনি চেয়েছেন ওঁর মনকে প্রস্তুত করার জন্যে। আমি ওঁর অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হয়েছি এবং ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে।

এই তো গেল স্টেপলটনের ব্যাপার। এবার বলি আর একটি সূত্রের কথা। রাতের সেই ফুঁপিয়ে কান্না, মিসেস ব্যারীমুরের অশ্রুসিক্ত মুখ, বাতি হাতে ব্যারীমুরের পশ্চিমদিকের জানলায় গিয়ে দাঁড়ানো—এবার এই পর্বে আসা যাক। তুমি আমাকে অভিনন্দন জানাতে পার হোমস্—যার ওপর তুমি এতখানি আস্থা রেখেছিলে সেই আমি তোমার প্রতিনিধি হিসেবে তোমার বিশ্বাসের যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পেরেছি।

এক রাত না বলে একে দু রাতের অভিযান বলাই সঙ্গত। কেন না প্রথম রাতের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথম রাতে স্যার হেনরীর সঙ্গে আমি তাঁর ঘরে জেগে বসে। রাত তিনটে পর্যন্ত আমাদের দুজনের কারু চোখে ঘুম নেই। চেয়ারে বসে ঢুলতে ঢুলতে আমরা শুধু চাইমিং ক্লকে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি শুনছি। কিন্তু সেদিন কোন পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়নি। পরদিন রাতে ঘরের বাতির শিখা কমিয়ে দিয়ে আমরা জেগে বসে ছিলাম নিঃশব্দে। সময় যেন কাটতেই চায় না। আমরা চুপচাপ বসে সিগারেট টেনে চলেছি একটার পর একটা। কালকের মত আজকের রাতটাও বৃথা যাবে ভাবতে আরম্ভ করেছি যখন ঠিক সেই মূহূর্তে আমাদের চমকিত করে বাইরে করিডরে শোনা গেল কার পদশব্দ।

আস্তে আস্তে সে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। আমরা নিঃশব্দে আমাদের দরজা খুলে চলতে লাগলাম পা টিপে টিপে।

করিডরটা তখন অন্ধকারে ঢাকা। করিডরের অন্য দিকে ঘুরে আমরা দেখতে পেলাম কালো দাড়িতে ঢাকা মুখ সেই মানুষটি আস্তে আস্তে নিচে নামছে। আমরা আমাদের পায়ের জুতো খুলে রেখেছিলাম যাতে হাঁটাচলায় কোনরকম শব্দ না হয়। তবু পুরনো কাঠের সিঁড়ি আমাদের পায়ের চাপে মড়মড় করে উঠল। অবশেষে আমরা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম এবং উঁকি দিয়ে দেখলাম যে ব্যারীমুর দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে বাতি নিয়ে। তার মুখটা শাদা, চোখ ছুটি অনুসন্ধিৎসু, অবিকল সেই ভঙ্গী—যে রকম আমি দেখেছিলাম তাকে ছু' রাত্তির আগে।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলা আমরা কিভাবে করব তা নিয়ে আগে পরামর্শ করিনি। কিন্তু স্যার্ হেনরী সব কাজ সোজা-সুজি করতে ভালবাসেন। তিনি সটান ঘরে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ব্যারীমুর, তার নিঃশ্বাসের একটা তীব্র শব্দ শোনা গেল, কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে রইল বেচারা তার প্রভুর সামনে।'

'এখানে তুমি কি করছ ব্যারীমুর?'

'কিছু না হুজুর,' জবাব দিল ব্যারীমুর অতিকষ্টে। সে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে কথা বলতে পারছিল না ভাল করে, 'ওই জানলাটা···আমি রোজ শুতে যাওয়ার আগে দেখে নিই জানলাগুলো আটকানো আছে কি না।' আমতা আমতা করে জবাব দেয় সে।

'দোতলার জানলাও?'

'হ্যাঁ হুজুর, সব জানলা।'

'দেখো ব্যারীমুর,' অত্যন্ত কঠোরভাবে বললেন স্যার হেনরী, 'আমরা ঠিক করেছি এবার তোমার কাছ থেকে সত্যি কথা টেনে বার করবই। তাই সেটা যদি আগেভাগে বলে দাও, তাহলে অনেক ঝামেলা এড়াতে পারবে। বল সত্যি করে বল, জানলার কাছে তুমি কি করছিলে?'

অসহায় ভঙ্গীতে ব্যারীমুর আমাদের মুখের দিকে তাকাল। তার মত এমন বিপন্ন মুখ আমি এ পর্যন্ত খুব কমই দেখেছি।

'আমি কারু কোন ক্ষতি করিনি হুজুর,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল সে, 'জানলার কাছে একটা মোমবাতি ধরেছি মাত্র।'

'কেন তুমি জানলার কাছে বাতি ধরেছিলে বল ?'

'আমায় জিগ্যেস করবেন না, স্যার হেনরী, আমায় জিগ্যেস করবেন না।' মরীয়া হয়ে বলে উঠল ব্যারীমুর। 'আমি হলফ করে বলছি এটা আমার গোপন কথা কিছু নয়, তাই আমি এটা বলতে অপারগ। ব্যাপারটা শুধু যদি আমারই হত তাহলে এটা বলতে আমার কোন বাধা ছিল না।'

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ব্যারীমুরের কাঁপা কাঁপা হাত থেকে বাতিটা নিয়ে আমি সেটা জানলার কাছে ধরলাম।

'ও নিশ্চয় এটা একটা নিশানার মত কাজে লাগাচ্ছিল,' আমি বললাম, 'দেখি, আলোটা দেখিয়ে এটার কোন জবাব পাওয়া যায় কিনা।' ঠিক যেভাবে ও বাতিটা ধরেছিল আমিও তেমনিভাবে ধরলাম। দৃষ্টিকে প্রসারিত করলাম আদিগন্ত অন্ধকারের বুকে। বাইরে গাছ-গাছালির রেখা ঘন কালো, জলার বিস্তারের রং কিছু কম কালো, কেন না চাঁদ ছিল মেঘের আড়ালে। হঠাৎ আমি খুশীর চোটে চীৎকার করে উঠলাম। জানলার ফ্রেমের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ঠিক বিন্দুর মত একটি হলুদ রংয়ের আলো জ্বলে উঠেছে।

'ওই যে, ওই দেখুন, চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।'

'না, না ওটা কিছু নয় হুজুর,' ওটা কিছু নয়,' পাগলের মত বলে ওঠে ব্যারীমুর।

'আলোটা জানলার সামনে নাড়ান দিকি ওয়াটসন। চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার হেনরী, ওই তো সঙ্গে সঙ্গে ওই আলোটাও নড়ছে। বদমায়েস, এখন তুমি অস্বীকার করতে পার যে এটাকে তুমি একটা নিশানা হিসেবে ব্যবহার করেছ ? বলো, শীগগির বলো কি ষড়যন্ত্র করেছ তুমি ?'

হঠাৎ ব্যারীমুরের মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে, 'এটা আপনার কোন

ব্যাপার নয় হুজুর,' সংযত কণ্ঠে জবাব দেয় সে, 'আমার নিজস্ব ব্যাপার। আপনাকে বলতে বাধ্য নই আমি।'

'তাহলে দূর হও তুমি এখুনি আমার সামনে থেকে।' ধমকের সুরে বললেন স্যার হেনরী।

'ঠিক আছে। চলেই যাব আমি।'

'মনে রেখো, তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে। এতে তোমারই লজ্জা। আজ একশো বছর ধরে বংশানুক্রমে এই বাড়িতে চাকরি করে আসছে যার পূর্বপুরুষেরা সেই তুমি আজ আমার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে—।'

'আপনার বিরুদ্ধে নয় হুজুর,' হঠাৎ নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ ও আর্ত-চিৎকার শুনে দরজার দিকে ফিরে মিসেস ব্যারীমুরকে দেখতে পাই আমরা। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, 'ও যা করেছে, আমার জন্যে করেছে। আমি ওকে বলেছিলাম বলেই···ওর কোন দোষ নেই এতে—।'

'খুলে বল কি ব্যাপার,' ধমকে উঠলেন স্যার হেনরী, 'এ সবের মানে কি?'

'আমার হতভাগ্য ভাই ওই পাহাড়ে উপোস করে রয়েছে। আমার চোখের সামনে তাকে এত কষ্ট পেতে দেখি কি করে। এই আলোটা দেখিয়ে আমরা ওকে বোঝাই যে খাবার তৈরি। আর আলোটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চায় কোথায় সেটা নিয়ে যেতে হবে।'

'তাহলে তোমার ভাই—'

'পলাতক কয়েদী-সেলডেন, হুজুর।'

'আপনি যা শুনলেন তা সত্যি হুজুর।' বলল ব্যারীমুর, 'আমি বলছিলাম এটা আমার গোপনতার কিছু নয়। এখন সব শুনে নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করা হয়নি।'

'সেলডেন আমার ছোট ভাই হুজুর। ছোটবেলা থেকেই আদর পেয়ে পেয়ে উচ্ছন্নে গেছে সে, ভেবেছে দুনিয়াটা তৈরি হয়েছে কেবল

তার ভোগবিলাসের জন্যে। তাই সে যা খুশি তাই করত। বড় হয়ে অসৎ সঙ্গে মিশল সে। একটার পর একটা অপরাধ করে সে ক্রমান্বয়ে অধঃপতনে গেছে। কিন্তু আমার কাছে সে চিরকাল মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল দুষ্টু ছেলেটি। সে জানত যে আমি এখানে আছি আর তাকে সাহায্য না করে আমি পারব না। সেই জন্যেই সে এখানকার জেল ভেঙে পালায়। একদিন যখন সে তার ক্লান্ত শরীরটা টানতে টানতে এখানে এসেছিল তখন তাকে আশ্রয় না দেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। তারপর আপনি এলেন। তখন আর ওকে রাখার উপায় নেই। স্বামী বললে জলায় থাকলেই বরং ও নিরাপদে থাকবে। অবস্থা শান্ত হয়ে এলে অন্য কোথাও চলে যাবখন। এখনও পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে আছে সে। এক রাত অন্তর জানলায় আলো জ্বালিয়ে দেখতে হয় এখনও জলায় আছে কি না। যদি তার কাছ থেকে সংকেত পাওয়া যায় তাহলে আমার স্বামী রুটি আর মাংস রেখে আসেন ওর জন্যে। প্রতিদিনই ভাবি এবার বুঝি চলে গেল। ভাই যদি চোখের সামনে খিদের জ্বালায় কষ্ট পায় তবে কোন বোন তা সহ্য করতে পারে বলুন। আমরা রোজই আশা করতুম যে সে চলে যাবে, কিন্তু সেদিনই রাতে তার দেখানো আলো আমাদের জানিয়ে দিত যে সে এখানেই আছে। বিশ্বাস করুন, এতে আমার স্বামীর কোন দোষ নেই। আমি যা বলছি সে তাই করে গেছে।'

মহিলার কথার মধ্যে এক মর্মস্পর্শী আকুতি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করল।

'এসব কি সত্যি ব্যারীমুর?'

'হ্যাঁ, স্যার হেনরী। এর একটি কথাও মিথ্যে নয়।'

'নিজের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্যে আমি তোমার ওপর দোষারোপ করতে পারি নে। আমি যা বলেছি, ভুলে যাও। এখন তোমরা তোমাদের ঘরে যাও। কাল সকালে এ নিয়ে ফের আলোচনা হবে।'

ওরা চলে যাওয়ার পর স্যার হেনরী জানলাটা খুলে দিলেন।

দূরে, অন্ধকারের মধ্যে সেই হলুদ আলোর বিন্দুটি তখনও দেখা যাচ্ছে।

'কতটা দূর হবে ওটা এখান থেকে ওয়াটসন?'

'দু এক মাইলের বেশী নয়।'

স্যার হেনরীর মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। 'ওয়াটসন,' তিনি বললেন, 'আমি বাইরে গিয়ে লোকটির সঙ্গে দেখা করব।'

'বেশ আমি যাব আপনার সঙ্গে?'

'তাহলে জুতো পরুন ও রিভলবার সঙ্গে নিন। চলুন, তাড়াতাড়ি বেরুনো যাক।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পথে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। রাতটা একটু ভিজে ভিজে। কখনও কখনও মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে চাঁদ। হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের চোখের সামনে সেই হলুদ আলোর বিন্দুটি এখনও জ্বলছে।

'আপনি কি কোন অস্ত্র নিয়েছেন সঙ্গে?' স্যার হেনরীকে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি এই চাবুকটা নিয়েছি।'

'লোকটা খুব বেপরোয়াগোছের শুনেছি। ওকে ধরতে হলে জোরে পা চালাতে হবে। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ঘাড়ের ওপর।'

'আচ্ছা ওয়াটসন, স্যার হেনরী বললেন, এখানে এক অশুভ মুহূর্তে শয়তান জেগে ওঠা সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে হোমস্ কি বলেন?

ঠিক যেন তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে বিষণ্ণ প্রান্তরের বুক চিরে সেই অদ্ভুত, মর্মভেদী ডাক শোনা গেল। হুবহু এইরকম ডাক আমি শুনেছিলাম। প্রথমে অস্ফুট পরে ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে তা যেন সমস্ত প্রান্তর ভরে দিল। বাস্কারভিল হলের তরুণ উত্তরাধিকারীটি আমার জামার হাতাটা চেপে ধরলেন। দেখলাম তাঁর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে।

'ওটা কী ওয়াটসন ? ও কিসের আওয়াজ ?' বিচলিত এবং ভীত কণ্ঠস্বর স্যার হেনরীর।

'আমি জানি না। এই নির্জন প্রান্তরে একরকম ডাক শোনা যায়। আমি আগেও একবার শুনেছি।'

ধীরে ধীরে একসময় সেই রক্ত-হিম-করা ডাক শূন্যে মিলিয়ে গেল। নেমে এল মধ্যরাতের স্তব্ধতা।

'ওয়াটসন,' ভয়ার্তকণ্ঠে স্যার হেনরী বললেন, 'এ সেই হাউণ্ডের ডাক।'

আমার রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। স্যার হেনরী যে কি রকম ভয় পেয়েছেন তা তাঁর গলার আওয়াজেই টের পাওয়া গেল।

'স্থানীয় লোক এটা কিসের ডাক বলে ?'

'ওদের কথা ছেড়ে দিন, ওরা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে।'

'ওয়াটসন, আপনি বলুন এটা কিসের ডাক বলে মনে করে ওরা ?'

'ওদের ধারণা এটা বাস্কারভিলের হাউণ্ডের ডাক।'

'এটা হাউণ্ডেরই ডাক কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে এটা যেন কয়েক মাইল দূর থেকে আসছে।'

'ডাকটা বাতাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। আপনার কি মনে হয় না এটা গ্রীমপেনের পংকভূমির ধার থেকে আসছে ?'

'হ্যাঁ, ওই দিক থেকেই আসছে। ওয়াটসন, আমি কচি খোকা নই। আপনি নির্ভয়ে সত্যি কথা বলুন।'

'আমি শেষ যখন এটা শুনেছিলাম তখন স্টেপলটন আমার সঙ্গে ছিলেন। উনি বললেন এটা কোন অদ্ভুত পাখির ডাক হতে পারে।'

'না, না এটা একটা হাউণ্ডেরই ডাক। হায় ভগবান, এসব কাহিনী তাহলে সত্যি ! আপনি···আপনি কি তাহলে এসবে বিশ্বাস করেন ওয়াটসন ?'

'আদৌ না।'

'তবু লণ্ডন শহরে বসে এটার কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া এক জিনিস আর এই অন্ধকার নিস্তব্ধ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে এর ডাক শোনা

আর এক জিনিস। আর আমার কাকা। তাঁর মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল তার পাশেই পড়ে ছিল সেই হাউণ্ডের ছাপ। ওয়াটসন, আমাকে কেউ ভীরু বলতে পারবে না কিন্তু এই ভয়ংকর আমার রক্ত যেন জমিয়ে দিয়ে গেছে। দেখুন আমার হাতটা ছুঁয়ে দেখুন।'

আমি তাঁর হাতটা ছুঁয়ে দেখলাম। সেটা বরফের মত ঠাণ্ডা!

'ও কিছু নয়। কাল সকালে সব ভুলে যাবেন।'

'একবার যখন ঢুকেছে মাথার ভেতর তখন সহজে এ ডাকের কথা ভুলতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। কি করা উচিত এখন বলুন তো?'

'আমরা কি ফিরে যাব?'

'না, একবার যখন বেরিয়েছি তখন আর ফিরব না। লোকটাকে ধরতেই হবে আমাদের। ওই কয়েদী আর এই নরকের হাউণ্ড। চলুন, আজ নরকের সব শয়তানকেও যদি এই জলায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তবু আমরা ফিরে যাব না।'

অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকলাম আমরা। উঁচু নীচু পাহাড়গুলো তাদের বিশাল চেহারা নিয়ে যেন ভয় দেখাতে চাইছে আমাদের। সেই হলুদ আলোর বিন্দুটা কিন্তু সমানে জ্বলছে সামনে। ঘনঘোর অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না আলোটা কত দূরে রয়েছে। কখনও মনে হয় খুব কাছে আবার কখনও মনে হয় সেটা বুঝি দিগন্ত রেখার কাছাকাছি জ্বলছে। শেষকালে অবশ্য দেখতে পেলাম আমরা আলোটা। পাহাড়ের খাঁজে আটকানো রয়েছে একটা মোমবাতি। কিন্তু তার ধারে কাছে আর কিছু নেই—কোন মানুষ বা জীবজন্তু অন্য কিছু।

'এখন আমরা কি করব?' ফিসফিস করে শুধালেন স্যার হেনরী।

'অপেক্ষা করতে হবে।' চাপা গলায় শুধোলেন।

জবাব দিলাম আমি, 'অপেক্ষা করতে হবে। সে নিশ্চয় তার আলোর কাছেই আছে। দেখা যাক আমরা তার দেখা পাই কি না।'

আর ঠিক তখনই আমরা তাকে দেখতে পেলাম। পাথরের যে

খাঁজে মোমবাতিটা জ্বলছে, হঠাৎ সেই ফাঁকে দেখা দিল একটা মুখ, যার রংটা হলুদ, আর শয়তানী মাখানো। ঠিক মানুষ নয়, অনেকটা জন্তুর মতো মুখ, চুলগুলো পেতে আঁচড়ানো, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নিচে থেকে আলো তার মুখে ঠিকরে পড়ায় সে মুখ দেখাচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর, কুটিল।

নিশ্চয় কোন কারণে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল সে। হয়ত ব্যারীমুরের গোপন কোন সংকেত ছিল যা আমরা জানি না। বা হয়ত সে টের পেয়ে গেছে যে গতিক সুবিধের নয়। তার সে শয়তানী ভরা মুখে আমি দেখছিলাম ভয়ের রেখা। যে কোন মুহূর্তে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে পারে। তাই আমি লাফ দিয়ে ধেয়ে গেলাম তার দিকে। স্যার হেনরীও তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী গাল দিয়ে একটা পাথর আমাদের দিকে ঠেলে দিয়ে ছুটতে শুরু করল সে। আমরাও ধাওয়া করলাম তাকে। ঠিক সেই সময় মেঘ সরে যেতে চাঁদের আলোয় আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত গতিতে নিচে নামছে সে। রিভলভারের গুলিতে হয়ত আমি তাকে ধরাশায়ী করতে পারতাম, কিন্তু আমি রিভলবার এনেছি আত্মরক্ষার জন্যে, নিরস্ত্র অবস্থায় যে মানুষ পালাচ্ছে তাকে ঘায়েল করার জন্যে নয়।

আমরা দুজনেই খুব জোরে ছুটছিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম যে তাকে ধরার কোন সম্ভাবনাই নেই। লোকটা খুবই গাঁট্টাগোঁট্টা, চাঁদের আলোয় দেখছিলাম, সে পাহাড়ী ছাগলের মত প্রচণ্ড গতিতে ছুটে মিলিয়ে যাচ্ছে পাথরের আড়ালে। পুরোপুরি বেদম না হওয়া পর্যন্ত আমরা দৌড়ে গেলাম, একসময় ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লাম একটা পাথরের ওপর।

ঠিক সেই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কয়েদীটার পিছু ধাওয়া নিষ্ফল জেনে আমরা তখন বাড়ির পথ ধরব বলে উঠে দাঁড়িয়েছি। চাঁদ তখন নেমে এসেছে ডানদিকে, গ্রানাইটের একটা অসমান চূড়ো তার আলোয় দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। আলোয় উদ্ভাসিত সেই পটভূমির

সামনে দেখলাম পাহাড় চূড়োয় দাঁড়িয়ে থাকা এক মনুষ্যমূর্তি। হোমস্, ভেবো না সেটা আমার চোখের ভুল। জীবনে এর চেয়ে স্পষ্ট আর কিছু দেখি নি। আমি যতদূর দেখেছি সে মানুষটির আকৃতি লম্বা এবং ছিপছিপে। সে দুটি পা ফাঁক করে, বুকের ওপর দু হাত ভাঁজ করে, দাঁড়িয়ে আছে মাথা ঝুকিয়ে। যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করছে গ্রানাইট পাথরে ঢাকা এই প্রান্তরের জনবিরলতাকে। হয়ত সে মানুষ নয়; এই নিস্তব্ধ, নির্জন এলাকার শরীরী আত্মা যেন সে। এ নিশ্চয় যে সে কয়েদী নয়, তার চেয়ে অনেক লম্বা এ মানুষটি। স্যার হেনরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বিস্ময়সূচক এক ডাক ছেড়ে আমি তাঁর হাতটা চেপে ধরলাম। ঠিক তখনই সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি চেয়েছিলাম পাহাড়ের ওদিকটায় গিয়ে ওই রহস্যময় মূর্তির হদিস খুঁজে বার করতে। কিন্তু পাহাড়টার দূরত্ব আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে কম ছিল না। তাছাড়া স্যার হেনরী তখনও সেই হাউণ্ডের ডাকের প্রতিক্রিয়ায় মুহ্যমান হয়ে রয়েছেন। নতুন কোন অভিযানে তাঁকে প্রবৃত্ত করা সম্ভব নয়। পাহাড়ের চূড়োর ওপর দাঁড়ানো সেই মনুষ্যমূর্তিকে তিনি দেখেন নি, তাই তাকে দেখার আমার যে উত্তেজনা তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি। পলাতক কয়েদীটাকে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যে আক্ষেপ করে তিনি বললেন, 'ওয়ার্ডারকে খবর দিতে হবে নইলে এই পাহাড় ভরে যাবে জেল-পালানো কয়েদীতে। আজ আমরা প্রিন্স টাউনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কয়েদীর সম্পর্কে খবর দেব।' যাই হোক, নিজেদের চেষ্টায় তাকে বন্দী করার গর্ব থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা। এই হল আমাদের গতরাত্রের অভিযানের কাহিনী। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, হোমস্, যে রিপোর্ট লেখার ব্যাপারে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি। হয়ত অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা লেখা হয়েছে কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে বিশদ করে লিখলাম যাতে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হয় তোমার। আমরা কিছুটা এগুতে পেরেছি। ব্যারীমুরের কাজের পেছনে কি কারণ ছিল তা খুঁজে বার করা গেছে।

এতে অস্পষ্টতা বেশ কিছুটা কেটেছে। কিন্তু এই পাহাড়ী রাজ্য আর এর অদ্ভুত অধিবাসীরা আগের মতই দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেছে। হয়ত আমার পরের চিঠিতে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে পারব। সব চেয়ে ভাল হয় যদি তুমি নিজে একবার এখানে আসো। আমার দায়িত্বের ভার তাহলে খানিক হাল্কা হয়।

॥ দশ ॥

ডাক্তার ওয়াটসনের ডায়েরী থেকে উদ্ধৃতি

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি শার্লক হোমস্‌কে লেখা চিঠিগুলিই পাঠকের সামনে উদ্ধার করে দিয়েছি। এখন অবশ্য আমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যখন প্রতিদিনের ঘটনা আমাকে ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়েছে। যে রাতে আমরা জেল পলাতক সেলভেনকে ধাওয়া করে গিয়েছিলাম তার পরের দিন থেকেই আমার এই ডায়েরী লেখার শুরু।

আজ ১৬ই অক্টোবর, একটি কুয়াশাচ্ছন্ন দিন। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সে আলোয় পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা দিগন্তে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। বাইরে বিষণ্ণ আবহাওয়া, ঘরেও তাই। গতরাতের ব্যর্থ অভিযানের পর আজ স্যার হেনরী কিছুটা মনমরা হয়ে তাঁর ঘরে বসে। আমার মনের মধ্যেও আসন্ন এক বিপদ যেন ছায়াপাত করেছে।

বিপদের আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। পর পর যত ঘটনা ঘটে গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে কোন দুষ্ট শক্তি এখানে কাজ করছে। বাস্কারভিল হলের শেষ বাসিন্দাটির রহস্যজনক মৃত্যু এবং স্থানীয় কৃষকদের পাহাড়ের ওপর সেই অদ্ভুত জীবকে দেখার

কথা, পর পর দুবার যার ডাক আমি নিজে শুনেছি এবং হাউণ্ডের ডাকের সঙ্গে তার অদ্ভুত মিলের কথা ভেবে অবাক হয়েছি।

এমন এক কাল্পনিক কুকুর, যার চোখ মুখ দিয়ে আগুন বেরোয়, হোমস্, নিশ্চয় তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে না। যে হাউণ্ড বাস্তব জগতের নয়, মাটিতে তার পায়ের ছাপ পড়ে কি করে! স্টেপলটন হয়ত এমন এক কুকুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারেন, ডাক্তার মর্টিমারও। কিন্তু আমার আর কিছু না থাক সাধারণ বুদ্ধি আছে, আমি অতি-প্রাকৃতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারি না। এমন এক প্রেতরূপী কুকুর যদি থেকেই থাকে, তবে সে কোথায় থাকে, কি খেয়ে বাঁচে এই সব প্রশ্ন থেকেই যায়। তার ওপর এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লণ্ডনের রাস্তায় গাড়ির মধ্যে সেই দাড়িওয়ালা লোকটি এবং স্যার হেনরীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে সেই চিঠি। এ দুটো তো সত্যি, এর মধ্যে তো অতিপ্রাকৃতের ছিটেফোঁটা নেই। এ দুটি কাজ হয় কোন বন্ধুর কিংবা শত্রুর হতে পারে। সে শত্রু বা বন্ধু কে? শিলাখণ্ডের ওপর আমি যে মনুষ্যমূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তার-ই বা পরিচয় কি?

এটা সত্যি, আমি সে ছায়া-মানুষকে এক নজর দেখেছি, কিন্তু তার মধ্যেই কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য করতে পেরেছি আমি। যেমন সে স্টেপলটনের চেয়ে বেশী লম্বা আবার ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের চেয়ে রোগা। হয়ত সে ব্যারীমুর হতে পারে। কিন্তু এটা অসম্ভব যে আমরা ব্যারীমুরকে বাড়িতে রেখে আসার পর সেখান থেকে সে এতদূর চলে আসবে এত অল্প সময়ের মধ্যে। এ লোকটি কে? যদি এর পরিচয় আমি খুঁজে বার করতে পারি তাহলে হয়ত এ রহস্য উদ্ঘাটনে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

আমার প্রথম ইচ্ছে হল স্যার হেনরীকে সব কিছু খুলে বলা। স্যার হেনরী তারপর থেকে কথা খুব কম বলছেন। সেই পাহাড়ের ওপার থেকে হাউণ্ডের ডাক শোনা পর্যন্ত সব কাজে তাঁর উদ্যম উৎসাহ কিছুটা কম দেখা যাচ্ছে। ওঁর উদ্বেগ আর বাড়িয়ে কাজ নেই। যা করবার আমি একাই করব।

সেদিন প্রাতরাশের পর ব্যারীমুর স্যার হেনরীর সঙ্গে কথা বলতে চাইল। স্যার হেনরী তাকে তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। আমি সেই অবসরে একা বসে রইলাম বিলিয়ার্ডরুমে। বেশ কিছুক্ষণ চড়া গলায় কথা কাটাকাটি শুনলাম। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে স্যার হেনরী আমায় ডাকলেন।

'ব্যারীমুরের একটি অভিযোগ আছে', স্যার হেনরী বললেন, 'সে মনে করে তার শ্যালকের সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলার পর আমাদের তার পিছু ধাওয়া করা অনুচিত হয়েছে।'

ব্যারীমুরের মুখ শুকনো, কিন্তু সে অতন্ত সংযত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে।

'হয়ত আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম,' বিনীত ভাবে বলল ব্যারীমুর। 'তার জন্যে ক্ষমা করবেন আমায়। কিন্তু আজ সকালে যখন শুনলাম রাতভর আপনারা তার পিছু ধাওয়া করে বেড়িয়েছেন তখন অবাক হলাম। এমনিতেই তার দুর্ভোগের অন্ত নেই, তার ওপর যদি আমার জন্যে তার বিড়ম্বনা বাড়ে তবে সেটা বড় দুঃখের কথা হয়ে দাঁড়ায়।'

'তুমি তার সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের কিছু বলনি,' স্যার হেনরী বললেন, 'সেভাবে বললে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। কিন্তু আমরা চাপ দেওয়ার পরই তুমি বা বরং তোমার স্ত্রী আমাদের কাছে সব স্বীকার করে।'

'কিন্তু আপনি যে এ অবস্থাটার সুযোগ নেবেন এটা আমি কখনও কল্পনা করতে পারি নি, স্যার হেনরী।'

'যাই বল, লোকটি সাধারণ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে কত মানুষ বাস করে। স্টেপলটনদের কথাই ধরো। তাঁর ওখানে গিয়ে যদি সে চড়াও হয় তবে কে তাঁদের বাঁচাবে? যতক্ষণ না তাকে ফের জেলে আটক করা হচ্ছে ততক্ষণ কেউ নিরাপদ বোধ করবে না।'

'সে কোন বাড়ির ওপর চড়াও করবে না, আমি কথা দিচ্ছি

হুজুর। সে এদেশে আর কারু কোন ক্ষতি করবে না,' আবেগভরা গলায় বলে ব্যারীমুর, 'দু-এক দিনের মধ্যে সে দক্ষিণ আমেরিকা চলে যাবে। আয়োজন সব সারা। ঈশ্বরের দোহাই, পুলিশকে জানাবেন না যে সে এখানেই লুকিয়ে আছে।'

'আপনি কি বলেন ওয়াটসন?'

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'সে যদি এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে এখানকার লোকের মঙ্গল।'

'কিন্তু যাওয়ার আগে ও যদি কারও ওপর হামলা করে?'

'সে এরকম কিছু করবে না হুজুর, বিশ্বাস করুন,' মিনতির সুরে বলে ব্যারীমুর, 'এরকম হঠকারিতা করতে গেলে বিপদ ঘটবে তারই। এখন নতুন কোন অপরাধ করা মানেই তার লুকিয়ে থাকার জায়গাটা পুলিশকে বাতলে দেওয়া।'

'সে কথা ঠিক,' স্যার হেনরী বললেন। 'ঠিক আছে ব্যারীমুর, তুমি যখন বলছ—'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন হুজুর। তাকে আবার গ্রেপ্তার করলে আমার স্ত্রীর যে কি অবস্থা হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

'আমার কেমন মনে হচ্ছে যেন তোমার শ্যালকের কথা গোপন করতে গিয়ে অন্যায় কাজে সাহায্য করছি, তাই না ওয়াটসন? কিন্তু সব কথা শোনার পর ওকে ধরিয়ে দিতেও ইচ্ছে করছে না। ঠিক আছে ব্যারীমুর, তুমি আসতে পার।'

বিড়বিড় করে আবার তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দরজার কাছ থেকে ফিরে আসে ব্যারীমুর।

'আপনি আমার প্রতি খুবই সদয় স্যার হেনরী, তার বিনিময়ে আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চাই। আমি একটা জিনিস জানি স্যার হেনরী, যা হয়ত আপনাকে আগে বলা উচিত ছিল আমার। কিন্তু স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্পর্কিত তদন্তের পরে আমি জেনেছি কথাটা। এ কথাটা কাউকে এখনও বলি নি। কথাটা স্যার চার্লসের মৃত্যু নিয়ে।'

স্যার হেনরী এবং আমি দুজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করেছি, 'তুমি কি জানো, কি ভাবে মারা গিয়েছিলেন তিনি ?'

'না হুজুর, তা আমি জানি না।'

'তাহলে ? তাহলে কি জানো ?'

'আমি শুধু জানি কেন তিনি সেই সময় বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করার জন্যে গিয়েছিলেন তিনি।'

'সে মহিলার নাম ?'

'পুরো নাম আমি বলতে পারব না। তবে নাম ও পদবীর আদ্যাক্ষর দুটি বলতে পারি। তা হল এল. এল.।'

'এটা তুমি কি করে জানলে ব্যারীমুর ?'

'দেখুন স্যার হেনরী, আপনার কাকা সেদিন একটা চিঠি পেয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন বহু চিঠি পেতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেদিন একটাই চিঠি এসেছিল। সেই জন্যে আমি সে চিঠিটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। চিঠিটা এসেছিল 'কুমবে ট্রেসি' থেকে। আর সেটি এক মহিলার হাতের লেখা।'

'তারপর ?'

'আমি তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাই নি। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে আমার স্ত্রী স্যার চার্লসের বসার ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে— তাঁর মৃত্যুর পর সেই প্রথম তাঁর জিনিসে হাত দেওয়া হল। সে একটি চিঠির পোড়া অংশ দেখতে পায়। পুরো চিঠিটার অনেকটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কেবল নিচের একটু অংশের লেখা, যেটা পুনশ্চ দিয়ে লেখা হয়েছে। তখনও পড়া যাচ্ছিল। সেখানে লেখা ছিল 'যেহেতু আপনি ভদ্রলোক, সেহেতু আমি মিনতি করে বলছি, চিঠিটা পড়ে পুড়িয়ে ফেলবেন এবং দয়া করে রাত দশটার সময় গেটে হাজির থাকবেন।' তলায় ওই এল. এল. অক্ষর দিয়ে সই করা রয়েছে।

'তোমার কাছে আছে কাগজের টুকরোটা ?'

'আজ্ঞে না। সেটা হাত দিয়ে ধরতেই গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।'

'স্যার চার্লস কি ওই হাতের লেখায় আর কোন চিঠি পেয়েছিলেন ?'

'সেটা আমি লক্ষ্য করি নি হুজুর।'

'আর এই এল.এল. সেটা সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই ?'

'আজ্ঞে না হুজুর, এই এল.এল. মহিলাটির খোঁজ পেলে স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারা যাবে।'

'এমন দরকারী কথাটা তুমি আমাদের বল নি, এটা কিন্তু আমার কাছে একটা রহস্য ব্যারীমুর।'

'দেখুন হুজুর, এর পরই আমাদের নিজেদের ঝঞ্ঝাট শুরু হল। আর আমরা দুজনেই স্যার চার্লসকে খুব ভালবাসতাম। এটা নিয়ে তদন্ত করলে যে স্যার চার্লসকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না জেনেই এ নিয়ে আমরা খুব একটা আগ্রহ বোধ করি নি। এখন আপনি আমাদের ওপর খুবই সহৃদয়তা দেখিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে, আমরা যা জানি তা আপনাদের না বলাটা হয়ত অন্যায় হবে।'

'ঠিক আছে ব্যারীমুর, তুমি যেতে পার।' সে চলে যাবার পর স্যার হেনরী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ওয়াটসন, এই নতুন তথ্যটি সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ?'

'এতে অন্ধকার ফিকে হওয়ার চাইতে গাঢ় হয়ে উঠল আরও বেশী।'

'আমিও তাই মনে করি। তবে এই এল. এল. নামধারী মহিলাকে খুঁজে পেলে আমার মনে হয় রহস্য কিছুটা পরিষ্কার হবে। এখন আমাদের কি করা উচিত বলে মনে করেন আপনি ?'

'হোমস্‌কে এখনই সব জানানো উচিত। হয়ত যে সূত্রের সন্ধান সে করছিল এ থেকে সেটা সে পেতে পারে। আশা করি, এ খবরটা পেয়ে সে এখানে চলেও আসতে পারে।'

আমি তখনই আমার ঘরে গিয়ে রিপোর্ট লিখে ফেললাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে হোমস্‌ লণ্ডনে এখন খুবই ব্যস্ত। কেননা বেকার স্ট্রীট থেকে আমি যেসব চিঠি পাই তা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং আমার পাঠানো অনেক তথ্যের ওপরই তার কোন মন্তব্য নেই। সন্দেহ নেই যে

ব্ল্যাকমেলিংয়ের মামলাটি নিয়ে সে প্রায় ডুবে আছে। এই নতুন তথ্যটি পেয়ে নিশ্চয়ই সে উৎসাহিত হবে আশা করা যায়। সে এখানে চলে আসুক এই আমার একান্ত ইচ্ছে।

১৭ই অক্টোবর। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। আমার মনে পড়ছে জেল-পালানো কয়েদীটির কথা। এই বৃষ্টিতে তার কোন আশ্রয় নেই। বেচারা যত অপরাধই করুক, দুর্ভোগও তাকে কম ভুগতে হচ্ছে না। সারা দিন ঘরে আটকা থেকে সন্ধ্যেবেলা গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি বাইরে। কোথাও কোন প্রাণের লক্ষণ নেই। স্লেট রংয়ের মেঘ আকাশের এক কোণ থেকে ভেসে বেড়াচ্ছে আর এক কোণে। বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে আমার চোখে মুখে। মেঘের নিচে দূরের পাহাড়গুলি যেন স্বপ্নে দেখা—আশ্চর্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের কোলে কোলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই কুটিরগুলি যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে মৃত অতীতের। দু রাত্তির আগে যে মৃত মানুষটিকে দেখেছিলাম এখন কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই।

ফেরার পথে ডাক্তার মর্টিমারের দেখা পেলাম। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চড়ে উনি ফিরছেন ফাউলমায়ারের এক কৃষকের বাড়ি থেকে। উনি আমাদের খুব খবরাখবর নেন, দিনের মধ্যে একবার অন্তত বাস্কারভিল হলে এসে দেখা করে যান আমাদের সঙ্গে। তিনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর গাড়িতে ওঠবার জন্যে খুব পীড়াপিড়ি করলেন। ভদ্রলোক সম্প্রতি তাঁর স্প্যানিয়েল কুকুরটা হারিয়ে ফেলেছেন। সেজন্যে বেশ মনমরা ভাব তাঁর। আমার মনে পড়ল, গ্রীমপেন জলায় সেই ঘোড়াটার জলে ডুবে মরার করুণ দৃশ্য। কুকুরটার ভাগ্যেও সেই পরিণতি ঘটে থাকলে আর কোনদিন তাকে দেখতে পাবেন না তিনি।

'আচ্ছা, ডাক্তার মর্টিমার,' গাড়িতে উঠে তাঁর পাশে বসে আমি বলি, 'এই এলাকায় নিশ্চয় এমন কোন লোক নেই যাকে আপনি চেনেন না?'

'আমার মনে হয় না সে রকম কেউ আছে।'

'তাহলে আপনি কি আমায় এমন কোন মহিলার নাম বলতে পারেন, যাঁর নামের আগের দুটি অক্ষর হল এল. এল. ?'

মর্টিমার কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'না, ও নামের কেউ নেই।...না না,' দাঁড়ান, একটু থেমে আবার বললেন তিনি,' 'লরা লিয়ন্স বলে একজন মহিলা আছেন, কিন্তু উনি তো কুম্বি ট্রেসিতে থাকেন।'

'তিনি কে ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'উনি হলেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের মেয়ে।'

'কে ? ওই বুড়ো, আধ-পাগলা ফ্র্যাংকল্যাণ্ড ?'

'হ্যাঁ। উনি লিয়ন্স নামে এক শিল্পীকে বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রলোক এই পাহাড়ী দেশের ছবি আঁকতে এসেছিলেন। লোকটি ভারী বদ, বিয়ের পর স্ত্রীকে ফেলে পালায়। অবশ্য দোষটা এক তরফের এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। বিয়ের পর ফ্র্যাংকল্যাণ্ড তার মেয়ের সঙ্গে সবসম্পর্ক ছিন্ন করে এই যুক্তিতে যে সে তার অমতে বিয়ে করেছে। এক আধ পাগলা বুড়ো আর এক শয়তান ছোকরার পাল্লায় পড়ে মেয়েটির অবস্থা চরমে ওঠে।'

'কি ভাবে নিজের খরচ চালায় মেয়েটি ?'

'বুড়ো ফ্র্যাংকল্যাণ্ড তাকে কিছু মাসোহারা দেয় বলে শুনেছি, তবে সেটা যৎসামান্য। এ ছাড়া আরও যারা তাকে চেনে তারা মাঝে মাঝে তাকে কিছু সাহায্য করে থাকে। একবার জানি স্টেপলটন করেছিল, আর একবার স্যার চার্লস। আমি নিজেও তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম যাতে সে একটা টাইপ-রাইটিংয়ের ব্যবসা দাঁড় করাতে পারে।'

এইরকম কিছু খবর দেওয়ার পর মর্টিমার আমায় এইসব প্রশ্ন করার কারণ জিগ্যেস করাতে আমি বুদ্ধি করে তা এড়িয়ে গেলাম। কাল আমাকে কুম্বি ট্রেসিতে গিয়ে লরা লিয়ন্স সম্বন্ধে জানতে হবে। আমি যে গোয়েন্দাগিরিতে ক্রমশ পোক্ত হয়ে উঠছি সেটা বুঝতে

পারলাম যখন উনি আমার এইসব জিজ্ঞাসাবাদের কারণ সম্পর্কে খুব চাপ দিলেন আর আমি সে আলোচনার মোড়টা ঘুরিয়ে দিলাম ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের মাথার খুলিটা কোন জাতের সেইসব প্রশ্ন করে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল খুলি তত্ত্ব সম্বন্ধে ঢালাও বক্তৃতা। বোঝা গেল যে শার্লক হোমসের সঙ্গে এতকাল কাজ করে আমার খুব একটা কম উন্নতি হয় নি।

এরপর ব্যারীমুরের সঙ্গে আমার যে কথা হয় সেটাও এদিনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে। মর্টিমার সেদিন আমাদের বাড়ি এসে রাতে খেয়ে গিয়েছিলেন। খাওয়ার পর স্যার হেনরী তাঁর ঘরে মর্টিমারের সঙ্গে তাস খেলছিলেন। ব্যারীমুর লাইব্রেরী ঘরে আমার জন্যে কফি নিয়ে এল যখন, তখন আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, 'বল ব্যারীমুর, তোমার সেই শ্যালক-রত্নটি কি এখনও এখানে আছেন, নাকি চম্পট দিয়েছেন এখান থেকে?'

'বলতে পারি না হুজুর। তবে সে গেলেই মঙ্গল। সে এখানে আসার পর থেকে আমাদের ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে। তিন দিন আগে আমি তার জন্যে খাবার রেখে এসেছিলাম। তারপর আর তার হদিস পাইনি।'

'তারপর তুমি আর তাকে দেখেছ?'

'না হুজুর, তবে খাবারটাও আর দেখি নি।'

'তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে সে ছিল সেখানে।'

'তাই তো মনে হয়, যদি না অন্য লোকটি সেটি হাতিয়ে থাকে।'

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেলাম আমি। ব্যারীমুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি জানো, ওখানে আরও একটি লোক আছে?'

'হ্যাঁ, হুজুর। পাহাড়ে আরও একটি লোকের—'

'তুমি কি তাকে দেখেছ?'

'না হুজুর।'

'তবে কি করে জানলে তার কথা?'

'সেলডেন আমাকে তার কথা বলেছে।'

সপ্তাহ খানেক আগের কথা হবে। সে-ও সেলডেনের মত লুকিয়ে আছে। তবে সে কয়েদী নয়। 'আমার এসব ভাল লাগছে না, ডাক্তার ওয়াটসন,' হঠাৎ কেমন আকুল হয়ে বলে ওঠে ব্যারীমুর, 'আমি আপনাকে বলছি, আমার এসব একেবারেই ভাল লাগছে না।'

'দেখো ব্যারীমুর, আমার এসব ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু তোমার মনিবের নিরাপত্তা দেখতে চাই। আমাকে খুলে বল কি তোমার ভাল লাগছে না?'

এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল ব্যারীমুর। তার ভেতরে আবেগ ও অনুভূতি এত প্রবল হয়ে উঠছিল যে তা দমন করতে না পেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এখানে কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে হুজুর। আমার কেন যেন ভয় হয়। জায়গাটা সত্যি খারাপ ডাক্তার ওয়াটসন। আমি খুব খুশী হব যদি স্যার হেনরী লণ্ডনে ফিরে যান।'

'তোমার ভয় পাওয়ার কারণটা কি ব্যারীমুর?'

'দেখুন, স্যার চার্লস কি ভাবে মারা গেলেন। তারপর রাতে ওই জলা থেকে কেমন সব ডাক শোনা যায়। সূর্যাস্তের পর কেউ ও জায়গা দিয়ে যেতে সাহস পায় না। এটা কি ভাল কথা? তারপর দেখুন, আবার এক নতুন আগন্তুক এসে হাজির হয়েছে এখানে। দেখে ভয় হয় এ থেকে, বাস্কারভিলের কারু মঙ্গল হবে না। যেদিন স্যার হেনরীর নতুন চাকর-বাকরেরা আসবে, তাদের হাতে এখানকার দায়িত্ব তুলে দিতে পারব আমি, সেইদিন আমার শান্তি।'

'আচ্ছা এই যে নতুন আগন্তুক,' আমি প্রশ্ন করলাম, 'এর সম্বন্ধে তুমি আমায় কিছু বলতে পার কি? সেলডেন কি বলে তার সম্বন্ধে?'

'সেলডেন তাকে একবারই দেখেছে। সেলডেন বলে, লোকটি মহা ধূর্ত। প্রথমে সে ভেবেছিল সে বুঝি পুলিশের লোক, কিন্তু পরে বুঝল যে সে নিজের কোন মতলবে এখানে এসে হাজির হয়েছে। নিছক ভবঘুরে বা বাজে লোক নয়। দেখে নাকি ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। কিন্তু তার মতলব কি তা সে ধরতে পারে নি।'

'কোথায় থাকে সে সেলডেন কিছু বলেছে কি?'

'পাহাড়ের ধারে ওই যে আদ্যিকালের কুঁড়েগুলো রয়েছে তারই একটায়।'

'কিন্তু খাবার জোটায় ও কোত্থেকে?'

'সেলডেন দেখেছে লোকটি একটা ছেলেকে রেখেছে, সে-ই ওর ছু বেলার খাবার বা অন্য জিনিস নিয়ে আসে।'

'ঠিক আছে ব্যারীমুর, এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলতে পারব।' ব্যারীমুর চলে যাওয়ার পর আমি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রাতের নিস্তব্ধ পাহাড় ও বাতাসের দোলা লাগা গাছের সারি দেখতে লাগলাম। বাইরের আবহাওয়া আজ বড় অশান্ত। এই রাতে ওই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে হয়ত সেই লোকটি আত্মগোপন করে রয়েছে। কোন্ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্মে বিজন বিভুঁই, বিপদসংকুল জায়গায় ঘাপটি মেরে রয়েছে সে কে জানে! হয়ত ওই পাথরের ছোট ঘরটিতে রয়েছে সব রহস্যের সমাধান যার জন্মে আমি এতদিন হন্মে হয়ে ঘুরেছি। আর একদিনের মধ্যে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এই রহস্যের মর্মভেদ করব আমি—এই আমার পণ।

॥ এগারো ॥

পাহাড় চূড়োর মানুষ

আমার নিজস্ব ডায়েরীর কিছু অংশ উদ্ধৃত করে ১৮ই অক্টোবরের পরিচ্ছেদ শেষ করেছি। ইতিমধ্যে আমি ছুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি। এর প্রথমটি হল কুম্বি ট্রেসি নিবাসিনী লরা লিয়ন্স নাম্নী এক মহিলা স্যার চার্লস বাস্কারভিলকে চিঠি লিখে যে জায়গাটিতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্মে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন; আর দ্বিতীয়টি পাহাড় চূড়োর ওপর দেখা

সেই রহস্যময় অজ্ঞাতকুলশীলের আবির্ভাব। এই দুটি সূত্রের ওপর নির্ভর করে আমি যদি এই রহস্যভেদের কাজে কিছুটা এগোতে না পারি, তবে বুঝতে হবে বুদ্ধি বা সাহসের কিছুটা ঘাটতি আছে আমার মধ্যে।

মিসেস লিয়ন্স সম্বন্ধে আমি যা জানতে পেরেছি তা স্যার হেনরীকে জানানোর সুযোগ আমি পাই নি। রাত্রে খাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাস খেলতে ব্যস্ত ছিলেন ডাক্তার মর্টিমারের সঙ্গে। পরের দিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে আমি অবশ্য তাঁকে এ সম্পর্কে জানালাম এবং জিজ্ঞেস করলাম যে কুম্বি ট্রেসিতে উনি আমার সঙ্গী হতে রাজী আছেন কিনা। শুনে তিনি যেতে রাজী হলেন, কিন্তু পরে আমরা দুজনেই ভেবে দেখলাম যে এ কাজ আমার একার দ্বারা করাই ভাল। যত চুপিচুপি এ কাজ সেরে আসা যায় ততই মঙ্গল।

কুম্বি ট্রেসিতে পৌঁছে আমি পার্কিন্সকে গাড়ি থেকে ঘোড়াগুলো খুলে দিতে বললাম। মিসেস লিয়ন্সের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বেশ সাজানো বাড়ি ওঁর। একজন পরিচারক আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতে তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়। অবশ্য আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তাঁর মুখ কিছুটা ম্লান দেখালো।

মিসেস লিয়ন্সের রূপলাবণ্য আমায় মুগ্ধ করল। তাঁর চোখ ও চুলের বাদামী রং যে কোন রূপসীর গর্বের বস্তু। কিন্তু প্রথম মুগ্ধতার আবেশ কেটে যেতে যা আমার চোখে পড়ল তাঁর দৃষ্টির মধ্যে তা এক ধরনের কঠোরতা যা তাঁর অনুপম সৌন্দর্যের কিছু হানি ঘটিয়েছে।

'আপনার বাবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে,' আলাপ শুরু করলাম আমি এই কথা বলে।

'আমার বাবার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই,' বললেন উনি, 'আমি তাঁর ধার ধারি না এবং তাঁর বন্ধুরা আমার বন্ধুও নন। স্যার চার্লস এবং অন্য দু-একজন বন্ধু আমায় সাহায্য না করলে হয়ত আমায় না খেতে পেয়ে মরতে হত।'

'পরলোকগত স্যার চার্লস সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নিতেই আমি এসেছি।'

'তাঁর সম্পর্কে আমি আপনাকে কি বলতে পারি?' প্রশ্ন করলেন উনি। আমি দেখছিলাম তাঁর হাতের আঙুলগুলি, তিনি যে বিচলিত বোধ করেছেন তা বোঝা যাচ্ছিল টাইপ রাইটারের ওপর রাখা তাঁর আঙুলগুলির কেঁপে ওঠা দেখে।

'আপনি তাঁকে চিনতেন, তাই না?'

'আমি তো আগেই বলেছি আমি তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। আমি যে এখন নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নিতে পারছি এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর বদান্যতার জন্যে।'

'আপনি কি তাঁকে চিঠিপত্র লিখতেন?'

তাঁর বিশাল বাদামী চোখে হঠাৎ রাগের ঝিলিক দেখা দেয়।

'এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?' তীক্ষ্ণস্বরে জানতে চাইলেন মহিলা।

'উদ্দেশ্য হল একটি কেলেঙ্কারী সম্পর্কে খোঁজখবর করা। এ প্রশ্নের সদুত্তর এখন আপনার কাছ থেকে পাওয়া গেলে ব্যাপারটা আমাদের হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।'

তাঁর মুখ এখন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই বিপন্ন ভাব সামলে নিলেন যখন, তখন তিনি বেপরোয়া অনেকটা।

'বেশ, কি আপনার প্রশ্ন বলুন? আমি জবাব দেব।'

'আপনি কি স্যার চার্লসকে চিঠি লিখতেন?'

'আমি দু-একবারই তাঁকে চিঠি লিখেছি, আমায় যে তিনি সাহায্য করেছিলেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে।'

'সে চিঠির তারিখগুলো মনে আছে আপনার?'

'না।'

'আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'একবার কি দুবার। যখন তিনি এখানে এসেছিলেন তখনই কেবল।'

'কিন্তু আপনি যদি কেবল দু-একবারই তাঁকে চিঠি লিখে থাকেন তাহলে আপনার অবস্থাটা এত ভাল করে জেনে কি করে তিনি সাহায্য করলেন আপনাকে ?'

'আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আমার বিপদের কথা জানতেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মিস্টার স্টেপলটন। ইনি স্যার চার্লসের বন্ধু ও প্রতিবেশী। ইনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। স্যার চার্লস এঁর কাছ থেকে আমার সম্পর্কে শুনে থাকবেন।'

'আপনি কি কখনও স্যার চার্লসকে আপনার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ?'

মিসেস লিয়ন্সের সুগৌর মুখ আবার রাগে লাল হয়ে উঠল।

'আমি তো বলব এটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন।'

'আমি দুঃখিত, এ প্রশ্ন আমায় করতেই হচ্ছে।'

'এর উত্তর হল, না। কখনও না।'

'যেদিন স্যার চার্লস মারা যান সেদিনও না ?'

তাঁর মুখের লালিমা উবে গিয়ে এখন আবার তা ফ্যাকাশে দেখায়। তাঁর দুটি শুকনো ঠোঁট বারেকের জন্য কেঁপে উঠে যে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করে তা শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

'আপনার স্মৃতি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে হয়ত,' আমি বলি, 'কেননা আপনার সে চিঠির হুবহু একটি ছত্র আমি উদ্ধৃত করতে পারি। দয়া করে একজন ভদ্রলোকের মত এই চিঠিটি পড়ে পুড়িয়ে ফেলবেন। আর বাগানের কাছে হাজির থাকবেন রাত দশটার সময়।'

আমার মনে হল মিসেস লিয়ন্স হয়ত মূর্ছা যাবেন, কিন্তু এক আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'ভদ্রতা জিনিসটা কি উঠে গেল দেশ থেকে ?'

'আপনি স্যার চার্লসকে ভুল বুঝেছেন। চিঠিটা তিনি সত্যি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। তবে অনেক সময় চিঠি পুড়িয়ে ফেললেও তার পাঠোদ্ধার করা যায়। আপনি তাহলে স্বীকার করছেন যে চিঠিটা আপনি লিখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম আমি ওই চিঠি,' হঠাৎ প্রবল কান্নার বেগে ভেঙে পড়লেন মিসেস লিয়ন্স, 'কেন আমি অস্বীকার করব ? আমার দরকার ছিল তাঁর সাহায্যের। তাই আমি তাঁকে নিরুপায় হয়ে অনুরোধ করেছিলাম দেখা করার জন্যে।'

'কিন্তু রাত দশটার সময় কেন ?'

'কেননা আমি তখনই জেনেছিলাম যে পরদিন তিনি লণ্ডন চলে যাবেন।'

'তারপর আপনি সেখানে যাওয়ার পর কি ঘটল ?'

'আমি যাই নি তো।'

'মিসেস লিয়ন্স !'

'আমি শপথ করে বলছি আমি যাই নি। এমন কিছু ঘটেছিল যা আমার যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

'সেটা কি ?'

'সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন আপনি স্যার চার্লসের সঙ্গে একটা এ্যাপায়েন্টমেন্ট করেছিলেন ঠিক সেইখানে এবং সময়ে, যেখানে তিনি মারা যান ?'

'ঘটনাচক্রে এটাই সত্যি।'

এর পর তাঁকে আরও কিছু প্রশ্ন করলাম কিন্তু কিছুতেই আসল খবরটি তাঁর মুখ থেকে বার করতে পারলাম না।

'মিসেস লিয়ন্স', চলে আসবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'সব কথা খুলে না বলে আপনি অযথা নিজের বিপদই ডেকে আনছেন। শেষ কালে আমায় পুলিসে জানাতে বাধ্য করছেন আপনি। আপনি যদি নির্দোষই হবেন তবে প্রথমে স্যার চার্লসকে চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করেছিলেন কেন ?'

'আমার আশঙ্কা ছিল এর অপব্যাখ্যা করা হবে। অথবা কেচ্ছা ঘটবে আমাকে নিয়ে। আমি এটা এড়াতে চেয়েছিলাম।'

'স্যার চার্লসকে চিঠিটা নষ্ট করে ফেলার জন্যে এত অনুরোধ করেছিলেন কেন?'

'সেটা চিঠিটা পড়লে আপনি বুঝতে পারতেন।'

'আমি তো বলিনি আমি পুরো চিঠিটা পড়েছি। চিঠিটা পুড়িয়েই ফেলা হয়েছিল। কেবল তার নিচের একটু অংশ পড়া যাচ্ছিল। সেটুকুই পড়তে পেরেছি কেবল। আমি আপনাকে আরও একবার অনুরোধ করব স্যার চার্লসকে এই চিঠিটি পুড়িয়ে ফেলার জন্য আপনি এত অনুরোধ করেছিলেন কেন তা বলার জন্যে।'

'ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।'

'সেইজন্যেই আপনার উচিত একটা প্রকাশ্য তদন্তের মুখোমুখি যাতে না হতে হয় সে চেষ্টা করা।'

মিসেস লিয়ন্স এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন তারপর বললেন, 'আমার বিবাহ সুখের হয়নি। এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল যাকে আমি ঘৃণা করি। তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আমার প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা ছিল সে হয়ত আমাকে তার সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করবে। যখন স্যার চার্লসকে এই চিঠি আমি লিখি তখন আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমি হয়ত আমার স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারি। যদি আমি কিছু খরচপত্র করতে পারি। এটা আমার কাছে ছিল সবচেয়ে বড় সুখ শান্তি আত্মসম্মানবোধ। আমি স্যার চার্লসের উদারতার কথা জানতাম। আমার আশা ছিল যে, আমার মুখ থেকে তিনি যদি এই কথা শোনেন তবে তিনি হয়ত আমায় সাহায্য করতে পারেন।'

'তাহলে আপনি গেলেন না কেন?'

'যাইনি, তার কারণ ইতিমধ্যে আমি অন্য এক সূত্র থেকে সাহায্য পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি স্যার চার্লসকে এ খবরটা চিঠি লিখে জানালেন না কেন?'

'আমি তাই করতাম কিন্তু পরের দিন সকালে কাগজ খুলে দেখলাম তিনি আর নেই।'

সন্দেহ নেই, মহিলা আমাকে যে কাহিনী শোনালেন তার মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে। আরও অনেক প্রশ্ন করেও আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাঁর কথার সত্যতা অবশ্য আর একভাবে যাচাই করা যেতে পারে। সেটা হল তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছিলেন কিনা এবং সেটা স্যার চার্লসের মৃত্যুর সময় করা হয়েছিল কিনা।

বাস্কারভিল হলে যাওয়ার ব্যাপারে হয়ত মহিলা সত্যি কথা বলছেন না। হয়ত কোন ফাঁদ পেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। যদি ওই রাতে তিনি সেখানে গিয়েও থাকেন তবে পরের দিন ভোরের আগে নিশ্চয় তিনি কুমবি ট্রেসিতে ফিরতে পারেননি। তাঁর এই অভিযানকে গোপন করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে হয়ত তিনি সত্যি কথা বলছেন। পুরো না হলেও অন্তত আংশিক সত্য। আমি কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে এলাম। এই রহস্যের যে কোন সূত্র ধরেই আমি এগুতে যাই আটকা পড়ে যাই এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে আর এগুনো সম্ভব হয় না আমার পক্ষে। মহিলার মুখের কথা এবং ব্যবহার তো আমাকে কোন সমাধান দেয়ই নি উপরন্তু আরও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কেন তাঁর মুখ এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, কেন তাঁর কাছ থেকে প্রতিটি কথা এমন চাপ দিয়ে জানতে হচ্ছিল? স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি এত উদাসীন কেন? এ থেকে সন্দেহ হয় তিনি নিজেকে যতটা নির্দোষ বলে আমার কাছে জাহির করতে চাইছেন ততটা নির্দোষ তিনি নন। আমার মনে হল এই সূত্রকে অনুসরণ করে খুব বেশীদূর আমি এগোতে পারব না। আমার মনে হল যে এখন বাদার বুকে ওই পাথরের কুটিরের ব্যাপারে আমার খোঁজ-খবর করা উচিত।

এ কাজটা করাও খুব সহজ নয়। ব্যারীমুর আমাকে বলেছিল একজন অচেনা মানুষ এসে এই রকম একটি পাথরের ঘরে বাস করছে। কিন্তু তেমন পাথরের ঘর প্রায় অসংখ্য ছড়িয়ে রয়েছে এদিক সেদিকে। আমি তাকে যে শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়াতে দেখেছিলাম

তার কাছাকাছি যে ঘরটা রয়েছে সেখানেই আমাকে খোঁজ করতে হবে। হয়ত এই সে-ই লোক যে লণ্ডনে আমাদের পিছু ধাওয়া করেছিল ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। রিজেন্ট স্ট্রীটের ভীড়ের মধ্যে বাছাধন গা-ঢাকা দিতে পেরেছিল কিন্তু এই ফাঁকা এলাকায় তার পালাবার পথ নেই। তার সামনে রিভলভার উঁচিয়ে আমি তার সব পরিচয় জানতে চাইব। লণ্ডনে স্বয়ং শার্লক হোমসের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিল সে, তাকে যদি এখানে আমি বাগে আনতে পারি তবে সেটা আমার পক্ষে কম বাহাদুরির কাজ হবে না।

এই তদন্তের ক্ষেত্রে ভাগ্য সব সময়ই আমাদের প্রতিকূল হয়েছে কিন্তু মনে হয় এখন হয়ত তা কিছুটা সুপ্রসন্ন হতে শুরু করেছে। এবং এখন ঠিক এই মুহূর্তে সেই শেষ ভাগের বার্তা বহন করে দেখা দিলেন আর কেউ নয় মিস্টার ফ্র্যাংকল্যাণ্ড। তাঁর বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। দূর থেকেই তাঁর লাল গাল ও সাদা দাড়ি চোখে পড়ছিল আমার।

'সুপ্রভাত, ডাক্তার ওয়াটসন,' আমাকে দেখতে পেয়েই প্রচণ্ড উৎসাহভরে বলে উঠলেন তিনি, 'আপনার ঘোড়াগুলোকে একটু ক্ষণের জন্যে জিরোতে দিন আর এই গরীবের কুঁড়েতে একটুখানি বসে এক পাত্র সুরা পান করতে করতে আমায় অভিনন্দিত করে যান।'

ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বন্ধু বলে ভাবার আদৌ কোন কারণ ঘটে নি। কিন্তু তাঁর ওখানে থামতে চেয়েছিলাম আমি অন্য কারণে। পায়ে হেঁটে বাজার ঘোরার জন্যে গাড়িটা ফেরত পাঠানোর দরকার ছিল আমার। এখন সেই সুযোগটা পাওয়া গেল। পার্কিন্সের হাতে আমি স্যার হেনরীকে একটা খবর পাঠিয়ে দিলাম যে বাকি রাস্তাটা আমি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরব। ডিনারের আগে পৌঁছে যাব নিশ্চিত। পার্কিন্স রওনা হয়ে যাওয়ার পর ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের পিছু পিছু গিয়ে হাজির হলাম তাঁর ডাইনিং-রুমে।

'আজকের দিনটা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের,' হৈ হৈ করে

বলে উঠলেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, 'আমি এদের বোঝাতে চাই যে আইন আইনই। আর এখানে এমন একজন আছে যে দরকার হলে আইনকে কাজে লাগাতে ভয় পায় না। বুড়ো মিডলটনের বাগানের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করার অধিকার যে জনসাধারণের আছে, সেটাই আজকে প্রমাণ করেছি। আমরা এখানকার পয়সাওলা লোক-গুলোকে বোঝাব যে পয়সা থাকলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করা যায় না। চুলোয় যাক এই টাকার কুমীরের দল। এটা আমার এক নম্বর জিত। দু নম্বর কীর্তি হল, ফার্নওয়াদি থেকে লোকে জঙ্গলের যে জায়গাটা আটকে বনভোজন করতে যেত সেটাও আজ বন্ধ করে দিয়েছি। এই অপোগণ্ডের দল ভাবত, সম্পত্তির অধিকার বলে কোন জিনিস নেই। আর তারা সেখানে নিজেদের খুশিমত ঘুরে বেড়াতে পারে। এখন বুঝুক ঠ্যালা। দুটো মামলাতেই আমার জিত হয়েছে। স্যার জন মোরল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেওয়ার পর অনেকদিন পরে আমি একটা বিরাট জয়ের আনন্দ অনুভব করছি। আমি পুলিসকে বলে এসেছি যে তারা এতদিন যে আমায় পাত্তা দেয় নি, তার ফল তাদের শীগগিরই ভুগতে হবে। হাড়ে হাড়ে বুঝবে তারা।'

'কি করে?'

একটা সবজান্তা ভাব করে বুড়ো ফ্র্যাংকল্যাণ্ড বললেন, 'তারা যা জানার জন্যে ছটফট করছে সেটা আমি জানি। কিন্তু কিছুতেই আমি তা ফাঁস করব না ওদের কাছে।'

'নিশ্চয় বেআইনী ভাবে অন্যের জমি দখল করার ব্যাপারে,'— আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ি আমি।

হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন বুড়ো ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, 'ওসব তো তুচ্ছ ঘটনা। আমি যা জানি তা তার চেয়ে অনেক গুরুতর। জেল-পালানো কয়েদীটা যে এই পাহাড়েই ঘাপটি মেরে বসে আছে তা জানেন আপনি?'

আমি চমকে উঠি। 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে আপনি জানেন সে কোথায় আছে।'

'ঠিক কোন্ জায়গাটিতে আছে সেটা হয়ত আমার জানা নেই,' নিজের মনে মাথা নাড়লেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, 'কিন্তু পুলিসকে বলে দিতে পারি পাহাড়ের কোন দিকটাতে আছে সে।'

'কি করে খোঁজ পেলেন আপনি তার?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি সেই ছোকরাকে যে ওর খাবার নিয়ে যায় ওর আস্তানায়। আমি আমার ছাতের টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে রোজ তাকে দেখতে পাই। ছোকরা একই পথ দিয়ে এক সময়ে রোজ আসে যায়। সুতরাং ওই কয়েদীর কাছে ছাড়া ওই সময় সে আর কার কাছে যাবে?'

এটা আমার সৌভাগ্যের লক্ষণ ছাড়া আর কি বলব? যার আস্তানার হদিস জানার জন্যে আমি অস্থির হয়েছিলাম সেই অচেনা আগন্তুকের ঠিকানা যে এত সহজে জানতে পারব তা কি ভাবতে পেরেছিলাম? যদিও মুখে সে রকম কোন ভাব প্রকাশ না করে বরং একটু সন্দিগ্ধ ভাবে বললাম, 'আপনি কেমন করে জানলেন যে ছেলেটি ওই পলাতক কয়েদীরই খাবার নিয়ে যায় বাদায়? এমনও তো হতে পারে যে সে কোন মেষপালকের ছেলে, বাড়ি থেকে তার বাবার জন্যে খাবার নিয়ে আসে।'

'বাঃ, বলেছেন ভাল। মেষপালকের ছেলে।' ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের চোখ দুটি ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। জলাভূমির দিকে আঙুল তুলে বলেন, 'দূরে ওই কালো পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন কি আপনি? তার ওদিকে ওই নিচু পাহাড়টা দেখছেন? তার ওপরে কাঁটাঝোপ? এই গোটা বাদা এলাকায় এমন খটখটে পাথুরে জায়গা আর একটি নেই। যেখানে একগাছি ঘাসও জন্মায় না সেখানে মেষপালক ভেড়ার পাল নিয়ে যাবে কোন দুঃখে মশাই?'

আমি সবিনয়ে জানালাম যে এ ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখি নি এবং বলা বাহুল্য এরকম মন্তব্য করা আমার উচিত হয় নি। ফ্র্যাংকল্যাণ্ড আমার এই স্বীকারোক্তি শুনে খুশী হলেন।

'দেখুন, আমি খুব ভাবনা-চিন্তা না করে কোন কথা বলি না।

আমি ছেলেটিকে অসংখ্য বার দেখেছি ওই পথে খাবার নিয়ে যেতে। প্রতিদিন, কখনও দিনে তুবারই, আমার চোখে পড়ে গেছে ও। আমি দেখেছি...কিন্তু দাঁড়ান, দাঁড়ান ডাক্তার ওয়াটসন। আমি জানি না আমার চোখ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে কি না—দেখুন তো পাহাড়ের ওপর কি একটা নড়াচড়া করছে কি না! আসুন আসুন—' ওপরে যেতে যেতে বললেন, 'নিজের চোখে দেখে সন্দেহ ভঞ্জন করুন।'

তাঁর পিছু পিছু যেতে হল ছাতের ওপর। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে দূরের দিকে তাকিয়েই সহর্ষ চিৎকার দিয়ে উঠলেন বুড়ো ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, 'শীগগির ডাক্তার ওয়াটসন। ঝটপট দেখুন এসে। সেই ছেলেটা।'

হ্যাঁ, একটা ছেলেই বটে। মাথার ওপর ছোট একটি পুঁটুলি নিয়ে চলেছে সে পাহাড়ের ধার দিয়ে। পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে সে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিল। তারপর আর দেখা গেল না তাকে।

'কি, আমার কথা ঠিক কি না?'

'বিলক্ষণ। ছেলেটি নিশ্চয় কোন গোপন মতলব নিয়ে আসা-যাওয়া করছে।'

'গোপন মতলব এখানে কি তা তো একজন গেঁয়ো চৌকিদারও বলতে পারে। কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে যে আমিই প্রথম তাকে দেখতে পেয়েছি। ডাক্তার ওয়াটসন, আপনিও দয়া করে বলবেন না কাউকে।'

'ঠিক আছে।'

আমি তখন রহস্যময় আগন্তুকটির খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফ্র্যাংকল্যাণ্ড সমানে বকে চলেছেন। তিনি আমাকে বাস্কারভিল হল পর্যন্ত সঙ্গ দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। অনেক চেষ্টায় নিরস্ত করলাম তাঁকে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি পা বাড়ালাম পাহাড়ের দিকে। ভাগ্য এখন আমার প্রতি সদয়।

আমি তার সন্ধান করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম, তাই এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার হদিস পেয়ে যাওয়ায় নতুন উৎসাহ জেগেছে আমার মনে। আলস্য বা উদ্যমের অভাব কিছুই আমাকে আমার অভীষ্ট পূরণে আর বাধা দিতে পারবে না।

পাহাড়ের চূড়োর কাছে যখন পৌঁছলাম সূর্য তখন পাটে বসেছে। আমার পায়ের নিচে উপত্যকার একদিকে সোনালি সবুজ, অন্যদিকে ধূসর দেখাল। দূরে আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে সেইখানে ঝাপসা ভাবে দেখাচ্ছে বেলিভার ও ভিক্কেন পাহাড়ের রহস্যময় চূড়ো। এই বিস্তীর্ণ পটভূমির কোথাও কোন শব্দ বা চাঞ্চল্য নেই। একটি বৃহৎ পাখি—হয়তো সেটা গাংচিল কি কার্ল হবে—অসীম নীলের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে, তাকে দেখাচ্ছে একটি বিন্দুর মত। ওপরে আকাশ আর নিচে মরুভূমির মধ্যে ওই পাখি আর আমি ছাড়া আর কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। এই ধু ধু প্রান্তর, নির্জনতা আর যে রহস্যময় ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য আমার সামনে পড়ে তা অকস্মাৎ আমার বুকে দুরু দুরু কাঁপন জাগাল। আমি ছেলেটিকে কোথাও দেখতে পেলাম না, কিন্তু পাহাড়ের চারদিকে তাকাতে তাকাতে একটি গুহার ওপর নজর পড়তেই আমার মন নেচে উঠল। এতক্ষণে আমি সেই অচেনা আগন্তুকের গোপন আস্তানার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছতে পেরেছি।

কুটিরটির দিকে এগুতে লাগলাম আমি সন্তর্পণে পা ফেলে। ঠিক যেমন ভাবে স্টেপলটন তাঁর প্রজাপতির জাল হাতে এগিয়ে যান পর্বতের দিকে, তেমনিভাবে সাবধানে পা ফেলে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম আমি। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা একটি সরু রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে কুটিরটির সামনে। তার মুখে একটি দাঁড় করানো পাথর অবিকল একটি দরজার কাজ করছে। ভেতরে কোন শব্দ নেই। হয়ত এই গুহার বাসিন্দাটি ঘাপটি মেরে বসে আছে ভেতরে, নয়তো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে বাদায়। এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় স্নায়ুগুলি সজাগ হয়ে ওঠে আমার। হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভারটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে

এগিয়ে যাই সামনে। তারপর উঁকি দিয়ে দেখি ভেতরে। কুটিরের ভেতরে দেখা পাই না কারু।

কিন্তু এর ভেতরে যে মানুষ বাস করে তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেল। যে পাথরের ওপর একদিন নব্য প্রস্তর যুগের মানুষরা ঘুমোত তারই ওপর এখন গোটানো রয়েছে কতকগুলো কম্বল। এ ছাড়া রয়েছে কতকগুলি বাসন ও আধ বালতি জল। মাঝখানে একটি লম্বা পাথরকে টেবিলের কাজে লাগানো হয়েছে। টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে ছোকরার কাঁধে যে পুঁটুলি দেখেছিলাম সেটা এখন এখানে রয়েছে দেখতে পেলাম। পুঁটুলিটা খুলে তার ভেতর পেলাম পাঁউরুটি, মাংস ও ফলের মোরব্বা। পুঁটুলিটার নিচে আবিষ্কার করলাম একটা কাগজ, যাতে পেন্সিলে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা 'ডাক্তার ওয়াটসন কুমবি ট্রেসিতে গিয়েছেন'।

কাগজটি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম এই সংক্ষিপ্ত বার্তাটির অর্থ কি? এই লোকটা তবে কি স্যার হেনরী নয়, নজর রাখছে আমারই ওপরে। সে নিজে আমার পিছু ধাওয়া করে নি, তার এক অনুচর দিয়ে এ কাজ করাচ্ছে। তার মানে, আমি এখানে আসা থেকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সে লক্ষ্য করছে আমার গতিবিধি। চারদিকে বিছিয়েছে এক সূক্ষ্ম জাল।

এরকম আর কোন রিপোর্ট আছে কি না দেখবার জন্যে আমি ঘরের চারদিকে তাকালাম। কিন্তু আর কিছু চোখে পড়ল না। অন্য কোন নিদর্শনও চোখে পড়ল না যা এই অচেনা লোকটির পরিচয় পেতে আমাকে সাহায্য করতে পারে। লোকটির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও কোন ধারণা করতে পারলাম না। এইটুকু বোঝা গেল যে লোকটি স্পার্টানদের মত কষ্টসহিষ্ণু এবং নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সে কোন তোয়াক্কাই করে না। আমি ঠিক করলাম যে আজ এর সম্পূর্ণ পরিচয় না জানা পর্যন্ত আমি এ জায়গা ছেড়ে যাব না।

বাইরে সূর্য তখন অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। পশ্চিম আকাশ লাল ও সোনালি তুলির টানে হয়ে উঠেছে অপরূপ। বেশ দূরে গ্রীমপেনের

পঙ্কভূমির মাঝে চোখে পড়েছে বিক্ষিপ্ত জলাশয়। দূরে বাস্কারভিল হলের জোড়া স্তম্ভ আর গ্রীমপেন গ্রামের মাথায় পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। চারিদিকে মধুর এবং এক কোমল সৌন্দর্য চরাচর আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবু এই কোমলতার অন্তরালেই থাকে রহস্য, মানুষকে হত্যা করার এক ঘৃণ্য জিঘাংসা। বুক দুরু দুরু করা সত্ত্বেও অবিচল সংকল্প নিয়ে বসে আছি এই কুটিরের অন্ধকার কোণে।

অবশেষে আগমনের সংকেত পেলাম তার। পাথরের ওপর ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আমি অন্ধকার কোণটিতে সরে গিয়ে রিভলভারের ঘোড়ায় হাত রেখে আছি বসে। আমার প্রতিজ্ঞা, আমাকে সে খুঁজে পাওয়ার আগে আমি দেখব তাকে। একসময় পায়ের শব্দ থেমে গেল তার। বোঝা গেল, সে এসে দাঁড়িয়েছে কুটিরের দরজার কাছে। তারপর আরও একবার শোনা গেল জুতোর শব্দ, আড়াল হল গুহার মুখের আলো, একটি ছায়া পড়ল গুহার দরজার কাছে মাটির ওপর।

'আজকের সন্ধ্যাটি বড় মনোরম ওয়াটসন,' আমার অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম তারপর, 'আমার মনে হয় ভেতরে ওভাবে বসে থাকার চাইতে বাইরে এলে অনেক বেশী ভাল লাগবে তোমার।'

॥ বারো ॥

বাদায় মৃত্যু

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম আমি। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, এক বিরাট দায়িত্বের ভার আমার ঘাড় থেকে নেমে যেতে আমি অদ্ভুত হাল্কা বোধ করছি। আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে এমন তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গে ভরা শীতল কণ্ঠস্বর পৃথিবীতে একজনেরই আছে।

'হোমস্,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হোমস্—'

'বেরিয়ে এসো,' ডাক দিলেন তিনি, 'আর তোমার রিভলভার সম্বন্ধে সাবধান কিন্তু—'

মাথা নিচু করে বাইরে এসে দেখলাম তিনি বসে আছেন একটি পাথরের ওপর। আমার হতবুদ্ধি মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ধূসর চোখ দুটিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল যেন। হোমস্‌কে রোগা এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তবু তিনি তেমনি টান টান এবং উজ্জ্বল। রোদে পুড়ে মুখটা ব্রোঞ্জের মত তামাটে হয়ে গেছে। টুইডের স্যুট আর কাপড়ের টুপি পরায় তাঁকে দেখতে হয়েছে অবিকল এক ট্যুরিস্টের মত। এই বিজন-বিভুঁই পাহাড়ী দেশে বাস করেও তাঁর পোশাকের পারিপাট্যে এতটুকু খুঁত নেই। এ যেন ঠিক বেকার স্ট্রীটের সেই ফিটফাট শার্লক হোমস্।

'জীবনে কখনও কাউকে দেখে এত খুশী হই নি আমি,' সোৎসাহে তাঁর হাত দুটি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলি আমি।

'খুশী হয়েছ যত, অবাক হয়েছ বোধহয় আরও বেশী—নয়?' হোমসের চোখের তারায় কৌতুক ঝিকিয়ে ওঠে যেন।

'তা অস্বীকার করি কি করে?'

'অবাক আমিও কম হই নি। তুমি যে আমার এই গোপন বাসস্থানটির খবর পেয়ে গেছ তা এই দরজার থেকে হাত কুড়ি দূরে না আসা পর্যন্ত আমি ভাবতেও পারি নি।'

'টের পেলে বুঝি আমার পায়ের ছাপ দেখে?'

'না ওয়াটসন, পায়ের ছাপ নয়। তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার চোখে ধুলো দিতে চাও তাহলে তোমার উচিত হবে তোমার সিগারেটের ব্র্যাণ্ড পাল্টে ফেলা। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ব্র্যাডলির দোকানের ছাপ মারা সিগারেটের টুকরো দরজার মুখে পড়ে থাকতে দেখেই আমি আন্দাজ করেছি আমার বন্ধুর আগমন ঘটেছে এখানে।···নিশ্চয় তুমি এখানে ঢোকার আগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে হাতের সিগারেট ··?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।'

'আমিও তাই ভেবেছি। আর তোমার প্রশংসনীয় একগুঁয়েমির জন্যে আমি জানি যে তুমি এখানকার বাসিন্দাটির দেখা না পেয়ে নিশ্চয় ভেতরে পিস্তল হাতে অপেক্ষা করছ।···তাহলে তুমি আমাকেই অপরাধী ঠাউরেছিলে—তাই না?'

'আমি জানতাম না এখানে কে থাকে, কিন্তু সে যে-ই হোক তাকে দেখবার জন্যে আমি বদ্ধপরিকর ছিলাম।'

'চমৎকার! তা তুমি আমাকে কবে দেখলে? সেই যে রাতে কয়েদীটাকে ধাওয়া করে এসেছিলে তোমরা, আমি দাঁড়িয়েছিলাম পাথরের ওপর, সেই রাতে কি?'

'হ্যাঁ, তোমাকে তখন দেখেছিলাম আমি। তাছাড়া তোমার সঙ্গীটিকেও দেখা গিয়েছিল।'

'ও টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে কি? সেই বুড়োর বাড়ির ছাতে যেটা আছে? প্রথম একদিন লেন্সের কাচের ওপর আলো ঠিকরে পড়াতে সন্দেহ হয়েছিল আমার।' উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি মারলেন হোমস্। 'কার্টরাইট দেখছি কিছু খাবার নিয়েই এসেছে। এটা কি কাগজ? কাগজটা হাতে নিয়ে তার ওপরের লেখাটা পড়লেন তিনি, 'তুমি বুঝি কুমবি ট্রেসিতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস লরা লিয়ন্সের সঙ্গে দেখা করতে?'

'ঠিক ধরেছ।'

'যাক তোমার আমার অনুসন্ধান বেশ একটি লাইন ধরেই এগোচ্ছে। যখন ফল মিলিয়ে দেখব তখন আশা করি একে অপরকে সাহায্য করতে পারব।'

'যাক আমি ভীষণ খুশী যে তুমি এসেছ। তুমি আসাতে আমার দায়িত্ব অনেক কমে গেল। এই রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে আমার স্নায়ুর ওপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল তা বলবার নয়। কিন্তু তুমি এখানে কখন এলে? আমি তো জানি তুমি বেকার স্ট্রীটের বাসায় বিরাজ করছো এবং ব্ল্যাকমেলিংএর কেস নিয়ে ব্যস্ত আছো ভীষণ রকম।'

'হ্যাঁ, তোমার মনে এই রকম ধারণা থাকুক এটাই আমি চেয়েছিলাম।'

'তার মানে তুমি আমাকে দায়িত্ব দিয়ে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পার নি?' তিক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠি আমি, 'হোমস্, তোমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আমি আশা করি নি।'

'প্রিয় বন্ধু, অন্য বহু মামলার মত এই কেসে তুমি আমার পরম সহায়। আশা করি, তোমার সঙ্গে এই চাতুরীটুকু করবার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করবে। সত্যি কথা বলতে কি তোমারই কথা ভেবে আমাকে এই ভাবে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। আমি যদি তোমার সঙ্গে বাস্কারভিল হলে থাকতাম, তাহলে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে অনেক বেশী সাবধান থাকত। আর তোমাকে সামনে রেখে নিজে আড়ালে থাকায় আমার সুবিধে হয়েছে। সমস্ত পরিস্থিতির ওপর আমি নজর রাখতে পেরেছি তাদের অজানতে।'

'কিন্তু আমাকে এভাবে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিলে কেন?'

'তুমি এটা জানলে আমাদের কোন সুবিধে না হয়ে বরং অসুবিধেই হত বেশী। আমি যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আছি কি না খোঁজ নিতে গিয়ে তুমি আমার পরিচয় জানিয়ে দিতে সবাইকে। অনাবশ্যক ঝুঁকি নেওয়া হত তাতে। আমি লণ্ডন থেকে কার্টরাইটকে নিয়ে এসেছিলাম —ছোকরা ভারী চটপটে। ছোটখাট কাজে আমাকে সাহায্য করা ছাড়া ও দু' বেলা আমার খাবারটুকু নিয়ে আসত শহর থেকে।'

'আর তাহলে আমার রিপোর্টগুলো?' অভিমানে আমার গলা বুজে আসতে চাইল, 'কত যত্ন করে লিখেছিলাম ওগুলো। এখন দেখছি ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে কেবল!'

পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে হোমস্ বললেন, 'এই যে তোমার সব রিপোর্ট। অত্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছি আমি সব। আমি এগুলো বেকার স্ট্রীটের বাসা থেকে এখানে রি-ডাইরেক্ট করার নিখুঁত ব্যবস্থা করেছিলাম। মোটে একদিন বেশী সময় লেগেছে

রিপোর্টগুলো আমার হাতে পৌঁছতে। যে উৎসাহ এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তুমি এগুলো লিখেছ তার জন্য আমি তোমায় অভিনন্দিত করছি।'

হোমসের এই অকপট প্রশংসাবাণী এবং আমাকে না জানিয়ে তার আত্মগোপন করে থাকার যে কারণ সে দেখাল তাতে আমার মনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে গেল। আমার বুঝতে অসুবিধে হল না যে তার এইভাবে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারের ওপর নজর রাখাটা সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে।

'যাক, তুমি সব বুঝতে পেরেছ,' আমার মুখ থেকে কালো ছায়াটা সরে যেতে খুশী হয়ে হোমস্ বলল, 'এখন বলো দেখি, মিসেস লিয়ন্সের কাছ থেকে তুমি কি কি তথ্য জানতে পারলে? আমি জানি, তাঁর কাছ থেকে অনেক দরকারী খবর পাওয়া যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি আজ তুমি কুমবি ট্রেসি না গেলে কাল আমাকেই ছুটতে হত সেখানে।'

সূর্য পশ্চিমে অনেকখানি ঢলে পড়েছে এবং পাহাড়ের ওপর ঘনিয়ে এসেছে গোধূলির ছায়া। বাতাসে বেশ ঠাণ্ডার আমেজ থাকায় আমরা গুহার ভেতরে গিয়ে বসলাম। দুজনে মুখোমুখি বসার পর লরা লিয়ন্সের সঙ্গে আমার যা যা কথা হয়েছে সব হোমস্‌কে জানালাম।

'এটা খুব কাজের কাজ করেছ,' আমার রিপোর্টিং শেষ হতে বলে উঠলেন হোমস্, 'অনেকগুলো ফাঁক ভরাট হয়েছে এ দিয়ে। তুমি নিশ্চয় জানো এ মহিলার সঙ্গে স্টেপলটনের খুব মাখামাখি আছে?'

'না তো। সে রকম কোন খবর আমার জানা নেই।'

'হ্যাঁ, এটা আমি জানতে পেরেছি। তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়, তারা একে অপরকে চিঠিপত্র লেখে। খুব চমৎকার বোঝাপড়া আছে দুজনের মধ্যে।...এতে আমাদের হাতে খুব শক্তিশালী একটা অস্ত্র এল। এটা আমরা স্টেপলটনের স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে লাগাতে পারব।'

'তাঁর স্ত্রী ?'

'তুমি আমাকে যে সব খবর দিয়েছ তার বিনিময়ে এখন আমি তোমাকে কিছু খবর শোনাব।' হোমস্ হাসলেন, 'যাঁকে এখানে মিস স্টেপলটন বলে চালানো হয় আসলে সে মহিলা মিস্টার স্টেপলটনের স্ত্রী।'

'কী বলছ কি তুমি হোমস্!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠি আমি, 'তাহলে কী করে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে স্যার হেনরীর সঙ্গে এমন করে মেলা-মেশা করতে দিতে রাজী হলেন ?'

'এতে স্যার হেনরীরই বিপদের আশঙ্কা ছিল, আর কারু নয়। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে ভদ্রমহিলা তাঁর বোন নয়।'

'কিন্তু এই ভাবে পরিচয় ভাঁড়ানোর চেষ্টা করা হল কেন ?'

'কেন না উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিবাহিতার চেয়ে একজন অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে টোপ হিসেবে অনেক বেশী কাজে লাগানো যাবে।'

হঠাৎ আমার সমস্ত অন্তঃকরণ স্টেপলটনের প্রতি ঘৃণায় ভরে উঠল। ওই মাথায় খড়ের টুপি, হাতে পতঙ্গ ধরার জাল নিয়ে প্রজাপতির পেছনে ধাওয়া করে যাওয়া হাসি-হাসি মুখের মানুষটির আড়ালে এক কুচক্রী ঘোর শয়তানকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না এখন।

'এই তাহলে দুশমন হোমস্, নাটের গুরু এই ?' প্রশ্ন করি আমি, 'লণ্ডনে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছিল এই মক্কেল ?'

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।'

'আর স্যার হেনরীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে লেখা ওই চিঠি, ওটা বোধহয় ওঁর স্ত্রীর লেখা ?'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ? কি করে জানলে তুমি, মহিলা ওঁর স্ত্রী ?'

'আমি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ভদ্রলোক একসময়ে উত্তর ইংলণ্ডের এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। স্কুল-মাস্টারদের বংশাবলীর খোঁজ-খবর

নেওয়া খুবই সহজ কাজ। শিক্ষকদের সংস্থাগুলিতে তাদের সদস্যদের বিষয়ে সব তথ্য পাওয়া যায়। আমি একটু খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম যে একটি স্কুল তার মালিকের স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। তখন অবশ্য এঁর অন্য নাম ছিল। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গা-ঢাকা দেন সেখান থেকে। চেহারার বর্ণনায় মিল পাওয়া গেল। আমি নিশ্চিত হলাম, যখন জানলাম যে এই ভদ্রলোক কীটপতঙ্গ বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন।'

বাইরে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে হল এই অন্ধকারের আড়ালে শয়তানের যে ছায়া লুকিয়ে আছে তার রং বুঝি আরও কালো।

'এই মহিলা যদি ওঁর স্ত্রী হন, তাহলে মিসেস লরা লিয়ন্সের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কী?'

'তোমার অনুসন্ধানে এই বিষয়টার ওপর কিছু আলোকপাত করেছে। মিসেস লিয়ন্স তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন বলে তোমাকে যা জানিয়েছেন সেটা আমার জানা ছিল না। সেক্ষেত্রে স্টেপলটনকে অবিবাহিত পুরুষ ধরে নিয়ে হয়ত তিনি আশা করেছেন যে তাঁদের দুজনের বিয়ে হবে। এখন আমাদের কাজ হবে কাল মহিলার সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু ওয়াটসন,' হোমস্ হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বললেন, 'তোমার কি মনে হয় না, স্যার হেনরীকে বাড়িতে অনেকক্ষণ একা ফেলে এসেছ তুমি! এখন আর এতটুকু দেরি না করে তোমার বাস্কারভিল হলে ফিরে যাওয়া উচিত।'

হোমসের এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের শেষ রক্তিম রশ্মিটি অদৃশ্য হয়ে গেল। হাল্কা বেগুনি রংয়ের আকাশে ফুটে উঠল একটি দুটি তারা।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'আমার শেষ প্রশ্ন হোমস্। কেন সে এই লুকোচুরি খেলছে? স্টেপলটনের উদ্দেশ্য কি?'

'এটা খুন ওয়াটসন।' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন হোমস্, 'ঠাণ্ডা মাথায় খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে নির্ভেজাল হত্যাকাণ্ড একটি। তুমি

আর কিছু জানতে চেয়ো না। আমি জাল গুটিয়ে আনছি। তোমার সাহায্য নিয়ে খুব শীগগিরই আমি ধরে ফেলব তাকে। শুধু একটা বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে, আমরা তাকে বাগে আনবার আগে সে যেন আচমকা আঘাত না হেনে বসে আমাদের ওপর। এক দিন কি বড় জোর দু দিন—তার ভেতরেই কাজ শেষ হয়ে যাবে আমার। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত আমি তোমায় অনুরোধ করব, তুমি স্যার হেনরীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। মা যেমন সদা-সতর্ক হয়ে দুর্বল ও রুগ্ন শিশুটিকে চোখে চোখে রাখেন, তেমনিভাবে আগলে রাখবে তাঁকে সর্বক্ষণ। ওই, ওই শোন—'

আচমকা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার সমস্ত নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে পড়ল। আতঙ্কে শিহরিত সে কণ্ঠস্বর নিমেষে আমাদের রক্ত যেন ঠাণ্ডা করে দিতে চাইল।

'হা ভগবান,' আমি বলে উঠলাম, 'এ আবার কি?'

হোমস্ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সজাগ দৃষ্টি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্ধকারের ভেতর।

'চুপ,' চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলেন তিনি।

আবার শোনা গেল সেই চীৎকার। ধরন শুনে বুঝলাম, পাহাড় নয়, সমতল থেকে ভেসে আসছে সেই হৃদয়বিদারক আর্তনাদ!

'কোথা থেকে আসছে এই চীৎকার?' চাপা গলায় বললেন হোমস্। তাঁর গলার স্বরের কাঁপুনি শুনেই বুঝলাম যে, লোহার তৈরি স্নায়ু যাঁর সেই মানুষও ভয় পেয়ে গেছেন এই চীৎকারে।'

'কোথা থেকে আসছে এটা ওয়াটসন?'

'ওই ওখান থেকে মনে হচ্ছে যেন,' অন্ধকারে এক দিকে আঙুল তুলে দেখালাম আমি।

'না, ওখান থেকে।'

আবার স্তব্ধ রাতের নিঃশব্দতা বিদীর্ণ করে দিক হতে দিকে ঢেউয়ের মত ছুটে গেল সেই চীৎকার—এবার আরও জোরালো, আরও করুণ এবং মনে হল যেন আমাদের আরও কাছে। সেই সঙ্গে

শোনা গেল একটা নতুন শব্দ—একটা চাপা, গুরু গুরু গানের সুর বা সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ যেমন ওঠানামা করে তেমনি উঠছে নামছে, অথচ যা শুনে রক্ত হিম হয়ে যায় মানুষের।

'সেই হাউণ্ড', হোমস্ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হা ভগবান, আমরা বোধহয় বড় দেরী করে ফেললাম।'

বাদার ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটছেন হোমস্। পেছনে ছুটছি আমি। আচমকা আমাদের খুব কাছেই উঁচুনিচু পাহাড়ী জমির কোন্ দিক থেকে যেন ভেসে এল সেই আর্ত চীৎকার। এবার তা যেন আরও করুণ ও নৈরাশ্যে ভরা। তারপরেই ধপাস্ করে একটা ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ। আমরা থামলাম এবং কান পাতলাম। কিন্তু নিথর, নিস্তব্ধ বাদায় বাতাসের শব্দ ছাড়া কোন সাড়া নেই।

হতাশ ব্যক্তির মত কপালে করাঘাত করলেন হোমস্। 'শয়তান হারিয়ে দিয়েছে আমাদের ওয়াটসন। আমরা দেরী করে ফেলেছি বড় বেশী। বোকার মত হাত গুটিয়ে বসে ছিলাম আমি। ওয়াটসন, দেখ, স্যার হেনরীকে একা ফেলে যাওয়ার কি পরিণাম হয়! তবে ওঁর যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে তবে আমিও তার শোধ নেব।

অন্ধের মত দৌড় লাগালাম আমরা। পাথরের ওপর দিয়ে যতটা জোর যাওয়া যায়, উঁচুনিচু পাথরের মাঝখান দিয়ে, কখনও কাঁটাঝোপে হুমড়ি খেয়ে, কখনও হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ে উঠে আবার হুড়মুড়িয়ে নিচে নামতে নামতে ছুটতে লাগলাম সেই দিকে—যেদিক থেকে এসেছে ওই রক্ত-জল-করা চীৎকার।

'কিছু দেখতে পাচ্ছো কি ওয়াটসন?'

'কিছু না।'

'কিন্তু ওই শোনো, ওটা কি?'

একটা চাপা গোঙানির শব্দ কানে এল আমাদের। বাঁ দিক থেকে আসছে মনে হল আওয়াজটা। একবার মিলিয়ে যাওয়ার পর আবারও তা শুনতে পেলাম। চোখে পড়ল, সামনে পাথরে ঢাকা পথের ওপর যেন ডানা ছড়িয়ে পড়ে আছে ঈগল পাখির মত কি

একটা জীব। তীরবেগে নিচে নামতে নামতে দেখলাম জিনিসটা ক্রমশ স্পষ্ট আকার নিচ্ছে এবং আরও খানিক কাছে আসার পর সেটাকে একটা মানুষ বলে চিনতে পারা গেল। সমস্ত দেহটা ধনুকের মত বিশ্রী ভাবে বেঁকে রয়েছে। বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। হোমস্ তড়িঘড়ি পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বাললেন। গায়ে হাত দিয়েই ভয়ার্ত ডাক ছেড়ে উঠলেন হোমস্। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল যেন আমার। আমাদের চোখের সামনে পড়ে আছে স্যার হেনরী বাস্কারভিলের নিস্পন্দ দেহ।

তাঁর পরনের সেই লালচে রংয়ের টুইড স্যুটের কথা কি করে ভোলা যায়! এই পোশাক পরেই প্রথম দিন তিনি এসেছিলেন আমাদের বেকার স্ট্রীটের বাসায়। সেইটুকু দেখা শেষ হতেই হোমসের হাতের দেশলাইয়ের শিখাটুকু গেল নিভে। বলা যেতে পারে আমাদের আশার আলোটুকু ওই সঙ্গে গেল মিলিয়ে।

'শয়তান কোথাকার! জানোয়ার!' মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ব্যথা ও ক্ষোভে এক অদ্ভুত অবস্থা আমার। এভাবে ভাগ্যের কাছে ওঁকে ফেলে আসার জন্যে আমি কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

'তোমার চেয়ে দোষ আমার বেশী ওয়াটসন,' হোমসের মুখ ভীষণ গম্ভীর, 'আমার তদন্ত সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণ করতে গিয়ে আমি আমার মক্কেলের জীবনটা নষ্ট করলাম, আমার গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসে এমন কেলেংকারী কখনও ঘটেনি। কিন্তু আমি কি করে জানব যে আমি বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও উনি একা বেরোবেন এই জলায়?'

'ওহ্, ওঁর সেই আর্তনাদ এখনও আমার কানে বাজছে! সেই করুণ এবং অসহায় ডাক শুনতে পেয়েও আমরা ওঁকে বাঁচাতে পারলাম না! কোথায়—কোথায় সেই শয়তান হাউণ্ডটা যে ওঁকে এভাবে শেষ করল! আর স্টেপলটন—সে-ই বা কোথায়! তাকে এই খুনের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে!'

'তাকে জবাবদিহি করতেই হবে। সে দায়িত্বও আমি নিলাম। কাকা এবং ভাইপো একই ভাবে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ওই পশু আর ওই মানুষটার মধ্যে যে যোগাযোগ আছে সেটা প্রমাণ করতে হবে আমাদের। আমরা শুধু জানোয়ারটার ডাকই শুনেছি, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কাছে আর কোন প্রমাণ নেই। যত ধূর্তই হোক সে, এক দিনের মধ্যে আমি ঠিক তাকে ধরে ফেলব।'

মৃতদেহের দু পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ব্যথিত অন্তর নিয়ে। অকস্মাৎ এই বিপদে বিমূঢ় আমরা দুজনে। এত দিনের এত চেষ্টা পরিশ্রম সব ব্যর্থ হল। আকাশে চাঁদ উঠল। যে পাহাড়ের ওপর থেকে প্রিয় বন্ধুর পতন ও মৃত্যু ঘটেছে সেই পাহাড়ের চূড়োয় উঠলাম দুজনে। অন্ধকার বাদা এলাকার ভেতর কয়েক মাইল দূরে একটি বাড়িতে জ্বলছে হলুদ রংয়ের আলো। বুঝলাম, সে আলো স্টেপলটনের বাড়ির!

'এখনও কি পারি না আমরা তাকে ধরতে?' মুষ্টি আস্ফালন করে বলি আমি।

'আমাদের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি', হোমস্ বললেন, 'লোকটা পয়লা নম্বরের ঘুঘু। চালে একটি ভুল করলে সে ফসকে বেরিয়ে যাবে আমাদের হাত থেকে।'

'এখন আমরা কি করব?'

'কাল আমাদের অনেক কাজ। আজ রাতে আমরা শুধু আমাদের শেষ কর্তব্য করতে পারি।'

খাড়া পাহাড় বেয়ে মৃতদেহটার কাছে নেমে এলাম আমরা। রূপোর মত ঝকঝকে পাথরের ওপর পড়ে আছে কালো দেহটা। প্রিয় বন্ধুর আতঙ্কিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে চোখের জল সামলাতে পারলাম না আমি।

'আমাদের লোকজন ডাকতে হবে হোমস্। আমরা দুজনে এখান থেকে ওঁকে বাস্কারভিল হলে নিয়ে যেতে পারব না। আরে এ কি! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

হোমস্ একটা প্রচণ্ড জোর চীৎকার ছেড়ে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। তারপর তিনি ধেই-ধেই করে নাচছেন, হাসছেন আর আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন! এই কি সেই শার্লক হোমস্ নিজের ওপর যাঁর অসম্ভব নিয়ন্ত্রণ? আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না।

'দাড়ি! দাড়ি! ওয়াটসন! মৃত মানুষটির দাড়ি আছে।'

'দাড়ি?'

'হ্যাঁ। এ স্যার হেনরী নয়—আরে এ যে আমার প্রতিবেশী—পলাতক কয়েদী সেলডেন।'

প্রায় পাগলের মত দ্রুত হাতে মৃতদেহটা চিত করে দিই আমরা। রক্তমাখা দাড়িটা উঁচিয়ে আছে স্নিগ্ধ শীতল চাঁদের দিকে। সেই আলোয় সেলডেনকে চিনতে অসুবিধে হয় না। সেই কপাল, সেই কোটরগত চোখ যা দেখে মোমবাতির আলোয় শিউরে উঠেছিলাম আমি—সেই মুখ এখন আমার সামনে।

এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায় আমার কাছে। আমার মনে পড়ে, স্যার হেনরী তাঁর পুরনো পোশাক-আশাক সব ব্যারীমুরকে দিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যারীমুর নিশ্চয় এই টুপি আর এই টুইডের স্যুট সেলডেনকে দান করে থাকবে। যদিও তার মৃত্যু খুবই শোকাবহ, তবু সান্ত্বনা এইটুকুই যে দেশের আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ড তার প্রাপ্য ছিল। হোমস্‌কে বললাম সব কথা। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল দুজনের হৃদয়। করুণাময় ঈশ্বর তাহলে আমাদের বন্ধুকে নিরাপদে রেখেছেন।

'তাহলে এই পোশাকই তার মৃত্যুর কারণ হল,' বললেন হোমস্, 'বোঝা যাচ্ছে যে, স্যার হেনরীর ব্যবহারের কোন জিনিস হাউণ্ডকে শুঁকিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত হোটেল থেকে খোয়া যাওয়া সেই বুটটা এই কাজে লাগানো হয়েছিল। একই গন্ধ এর জামা-প্যাণ্ট-বুটে পেয়ে তাড়া করে এসেছে এই লোকটিকে। কিন্তু এর মধ্যে একটা রহস্য এখনও পরিষ্কার হল না। এই গাঢ় অন্ধকার সেলডেন বুঝল কি করে যে তাকে হাউণ্ডে তাড়া করেছে।'

'হয়ত তার ডাক শুনে।'

'বাদায় হাউণ্ডের ডাক শুনেই তার মত দুর্ধর্ষ স্বভাবের পোক্ত অপরাধী প্রাণভয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটবে আর চেঁচাবে এটা স্বাভাবিক নয়। বরং চীৎকার করলে তার মত পলাতক কয়েদীর সমূহ বিপদ। তার চীৎকারের ধরন শুনে মনে হয় অনেক দূর থেকে ছুটে আসছিল সে চেঁচাতে চেঁচাতে। কি করে টের পেল সে?'

'তার চাইতেও বড় রহস্য এই হাউণ্ড। আমাদের সকলের ধারণা যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়—'

'আমি কিছুই ধরে নিই না।'

'কিন্তু হাউণ্ডটাকে আজ রাতেই বা ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? আমার মনে হয় ওটাকে সব সময় নিশ্চয় পাহাড়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। স্যার হেনরী জলায় বেরিয়েছেন নিশ্চিত না জেনে নিশ্চয় স্টেপলটন তাকে বাইরে ছাড়বে না।'

'সে কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত সমস্যা—এই হতভাগ্যের মৃতদেহ নিয়ে আমরা কি করি! শেয়াল আর দাঁড়কাকের খপ্পরে এটা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না তো!'

'আমি বলি কি—এটা আজ রাতের মত কোন একটা কুটিরের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে যাওয়া যাক।'

'ঠিক আছে। আশা করি, এটুকু পথ তুমি আর আমি এটাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারব। আরে এ কী, ওয়াটসন! কী রকম যোগাযোগ দেখ! শয়তান স্বয়ং এখানে এসে হাজির। কিন্তু খুব সাবধান, কোন-ভাবে যেন তোমার সন্দেহ না প্রকাশ পায়। সমস্ত প্ল্যান তাহলে ভেস্তে যাবে।'

দূর থেকে চুরুটের লাল আগুনের বিন্দুটা চোখে পড়ছিল। আস্তে আস্তে প্রকৃতিবিদের চেহারাটা স্পষ্ট হল। একটু পরে আর স্টেপলটনকে চিনতে অসুবিধে হল না। আমাদের দেখে প্রথম একটু থমকে গেলেন, তারপর এগিয়ে এলেন সামনে।

'এ কী ডাক্তার ওয়াটসন, আপনি! এত রাতে বাদায় কি

করছেন ? কিন্তু হা ভগবান এটা কে ? কে জখম হল ? দোহাই আপনাদের, আমাকে বলবেন না যে স্যার হেনরী এখানে এইভাবে পড়ে আছেন।' কাছে এসে মৃতদেহের দিকে তাকালেন তিনি। আমি খুব জোরে জোরে তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। তারপরই তাঁর আঙুলের ফাঁক থেকে খসে পড়ল জ্বলন্ত চুরুট।

'এ-এটা—এটা কে ?' তোতলামির সঙ্গে বললেন তিনি।

'এ হল সেলডেন। প্রিন্সটাউন জেল থেকে পালানো সেই কয়েদী।'

প্রচণ্ড রকম মুখ-বিকৃতি করে আমাদের দিকে তাকালেন স্টেপলটন। কিন্তু তাঁর হতাশা ও বিস্ময় এক মুহূর্তের মধ্যে গোপন করে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'কি করে এই দুর্ঘটনা ঘটল ?'

'মনে হয় লোকটি পাথরে পড়ে গিয়ে তার মাথার খুলি ভেঙে গেছে। আমরা দুই বন্ধু বাদায় বেড়াতে বেড়াতে চীৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে আসি এদিকে।'

'আমিও একটা চীৎকার শুনে বেরিয়ে আসি। স্যার হেনরীর জন্যে ভারী দুশ্চিন্তায় ছিলাম আমি।'

'কেন ? স্যার হেনরীর জন্যেই কেন ?' জিজ্ঞেস না করে পারলাম না আমি।

'কেন না আমি তাঁকে আমার বাড়ি আসতে বলেছিলাম। দেরি দেখে তাঁর জন্যে চিন্তা করছিলাম আমি। ভাল কথা—' দৃষ্টি প্রথমে আমার এবং তারপর হোমসের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে তিনি শুধোলেন, 'এর চীৎকার ছাড়া আর কিছু শুনেছেন কি আপনারা ?'

'না', হোমস্ জবাব দিলেন, 'আপনি কি কিছু শুনেছেন ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'না, এখানকার চাষাভুষোদের বিশ্বাস যে জলায় নাকি মাঝে মাঝে এক ভৌতিক হাউণ্ডের আবির্ভাব ঘটে। আমি কেবল ভাবছিলাম যে আজ রাতে নিজের কানে কেউ তার ডাক শুনেছে কি না !'

'আমরা কিছু শুনিনি।'

'এ লোকটি কেমন করে মারা গেল বলে আপনি মনে করেন ?'

'আমার মনে হয় উদ্বেগ, হতাশা ও দিনরাত খোলা আকাশের তলায় থাকায় লোকটার মাথার ঠিক ছিল না। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে ফেলেছে সে।'

'হ্যাঁ, এরকমটা ঘটাই সম্ভব।' আমার মনে হল, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন স্টেপলটন, 'আপনার কি মনে হয় শার্লক হোমস্ ?'

'আপনি খুব তাড়াতাড়ি লোক চিনতে পারেন দেখছি,' অভিবাদনের ভঙ্গীতে সুভদ্র ভঙ্গিমায় সামান্য মাথা নোয়ালেন হোমস্।

'ডাক্তার ওয়াটসন এখানে আসার পর থেকেই আমরা আপনাকে এখানে দেখব আশা করছিলাম। ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, আমি আসামাত্র একটা দুর্ঘটনা ঘটল,' হোমস্ বললেন বিষণ্ণ কণ্ঠে, 'কাল লণ্ডনে ফিরে যাব আমি এক দুঃখজনক স্মৃতি নিয়ে।'

'আপনি কালই ফিরবেন ?'

'হ্যাঁ। সেইরকমই ইচ্ছে আমার।'

'আমি আশা করব, এখানকার যে সব রহস্য আমাদের বুদ্ধির অগম্য আপনি তার ওপর কিছু আলোকপাত করে যাবেন।'

হোমস্ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলেন।

'মানুষ সবসময় তার আশা পূরণ করতে সফল হয় না। সত্যান্বেষী রহস্যের মর্মভেদ করতে চেষ্টা করে, গুজব বা জনশ্রুতি প্রচারে সাহায্য করে না।'

স্টেপলটন তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন বন্ধুবরকে। তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মৃতদেহ আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়াটাই উচিত, কেননা সেটাই এখান থেকে সবচেয়ে কাছে। কিন্তু

এ দেখে আমার বোন প্রচণ্ড ভয়ে আঁতকে উঠতে পারে। আমার মনে হয়, এর গায়ে একটা কিছু চাপা দিয়ে রাখলে কাল সকাল পর্যন্ত এটা এখানে থাকতে পারে।'

সেই ব্যবস্থাই করা হল। স্টেপলটন তাঁর বাড়ি যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, আমরা তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। হোমস্ আর আমি পা বাড়ালাম বাস্কারভিল হলের দিকে। যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখলাম যে প্রকৃতিবিদের ছায়া আস্তে আস্তে পাহাড়ের ওদিকে সরে যাচ্ছে—তার পেছনেই সেই গাঢ় অন্ধকারে মিশে যাওয়া পাহাড়—যে মানুষটি একটু আগে শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করল এতকাল ওই পাহাড়ই আশ্রয় দিয়েছিল তাকে।

॥ তেরো ॥

জাল বিছানোর পালা

'এবার সে প্রায় আমাদের হাতের মুঠোয়,' বাস্কারভিল হলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মন্তব্য করলেন হোমস্, 'কী প্রচণ্ড মানসিক বল লোকটার ভাবো। ভুল লোকটা খুন হয়েছে দেখে নিজেকে কত দ্রুত সামলে নিল সে। আমি তোমাকে আগেই বলেছি ওয়াটসন, এমন দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ আমার গোয়েন্দাগিরির জীবনে কমই পেয়েছি আমি।'

'তোমাকে সে দেখে ফেলল, এর জন্যে আমার আপসোস হচ্ছে।'

'আমারও প্রথমে তা হয়েছিল, কিন্তু এটা এড়ানোর পথ তখন আর ছিল না।'

'এর কি প্রতিক্রিয়া হবে বলে মনে কর তুমি?'

'হয় সে খুব সাবধান হয়ে যাবে, কিংবা বেপরোয়া হয়ে তার শেষ আঘাত হানতে চাইবে খুব তাড়াতাড়ি।'

'এখনই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করাই না কেন?'

'ওহে বন্ধুবর, তুমি খুব দ্রুত কাজ করতে ভালবাসো। ধরো, তর্কের খাতিরে বলি, আমরা তাকে আজ রাত্রেই গ্রেপ্তার করলাম। কিন্তু তারপর আমরা প্রমাণ করব কি করে যে সে-ই নাটের গুরু? যদি সে কোন লোক লাগিয়ে এইসব খুন করাত, তাহলে আমরা কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ পেলেও পেতে পারতাম, কিন্তু যদি আমরা ওই কুকুরটাকে দিনের বেলায় হাতেনাতে ধরেও ফেলি, তাতে তার প্রভুর গলায় তো আর ফাঁসির দড়ি পড়ছে না!'

'কিন্তু আমাদের তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো আছে।'

'কিছুমাত্র না। কেবল অনুমান আর সন্দেহ। প্রমাণবিহীন এই গল্প শুনে আদালতের লোকে হাসবে।'

'কেন স্যার চার্লসের মৃত্যু?'

'স্যার চার্লস খুন হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীরে কোন ক্ষতের চিহ্ন ছিল না। তিনি মারা গেছেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে। আর কিসে যে তিনি ভয় পেয়েছিলেন তা আমরা বারোজন জুরীকে কেমন করে বোঝাব? হাউণ্ডটাকে আমরা কেউ দেখিনি। তারপর খুনের কোন উদ্দেশ্যও আমরা প্রমাণ করতে পারব না। না বন্ধু, এত অধৈর্য হলে চলবে না।'

'কিন্তু কিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে তুমি অভিযোগ দাঁড় করাতে চাও?'

'আমার আশা আছে, শ্রীমতী লিয়ন্স আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। আর আমি নিজেও কিছু মতলব ভেঁজে রেখেছি। কালকের মধ্যে পরিস্থিতি কিছুটা আমাদের অনুকূলে আসবে এই আশা।'

এরপর তিনি চুপ করে গেলেন। আমিও তাঁকে আর কোন প্রশ্ন করলাম না। বাস্কারভিল হলে পৌঁছে আমি হোমস্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি ভেতরে আসবেন কি না।

'হ্যাঁ, আর আমার আত্মগোপন করার দরকার আছে বলে মনে করি না। ওয়াটসন, শোনো, স্যার হেনরীকে সেলডেনের মৃত্যুর ব্যাপারে হাউণ্ডের ভূমিকার কথাটা বলার দরকার নেই। অযথা

বিচলিত হয়ে পড়বেন তিনি তাতে। কালকের পরিস্থিতি মুখোমুখী করার জন্যে তাঁর স্নায়ু মজবুত রাখাটা খুব দরকার। কাল ওঁর স্টেপলটনের বাসায় নৈশভোজের নিমন্ত্রণ আছে না ?'

'হ্যাঁ, আমারও।'

'না, তোমায় কোন ছুতো করে গরহাজির থাকতে হবে। স্যার হেনরী যাবেন একা। চল, আর দেরী না করে ডিনারে বসা যাক।'

স্যার হেনরী হোমস্‌কে দেখে অবাক হলেন যত না, খুশী হলেন আরও বেশী। আমাদের বন্ধুর সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই দেখে অবশ্য তাঁর চোখ কপালে উঠল। তাঁর ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যে যে জিনিসের দরকার তা অবশ্য আমরা দুজনে মিলে জুটিয়ে দিলাম। তারপর ডিনারে বসে আমরা স্যার হেনরীর এ সম্পর্কে যতটুকু জানা দরকার তা জানালাম। শুনে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ব্যারনেট। ব্যারীমুরদের এ খবর দিতে মিসেস ব্যারীমুর আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। পৃথিবীর আর সকলের চোখে তার ভাই জঘন্য খুনী হলেও সে যে তার দিদির কাছে আদরের ভাইটি ছিল, সে কথা তার এই শোক দেখে নতুন করে মনে পড়ল।

'ওয়াটসন সকালে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে সারাদিন আমি বাড়িতে একা ছিলাম,' বললেন স্যার হেনরী। 'আমি আমার কথা রেখেছি বলে নিশ্চয় আপনারা আমাকে বাহবা দেবেন। এমন সুন্দর সন্ধ্যায় সকলেই বাইরে বেড়াতে চায়। তার ওপর স্টেপলটন আমাকে তাঁর বাড়িতে আসার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।'

'আমার কোন সন্দেহ নেই যে বাইরে বেরুলে সন্ধ্যাটা আপনি উপভোগ করতে পারতেন,' হোমস্ বললেন, 'ভাল কথা, আপনি হয়ত শুনে খুশী হবেন না যে দূর থেকে ওর মৃতদেহ দেখে আমরা আপনি মারা গেছেন ভেবে শোক প্রকাশ করছিলাম।'

অবাক চোখে তাকালেন ব্যারনেট হোমসের মুখের পানে, 'সেটা কিরকম ?'

'বেচারা আপনার পোশাক পরেছিল। আমার ভয় হচ্ছে, যে

ভৃত্য ওকে এই পোশাক দিয়েছিল সে পুলিশী ঝামেলায় পড়তে পারে।'

'না, সেরকম কিছু ঘটা সম্ভব নয়। যদ্দূর জানি, আমার কোন পোশাকেই বিশেষ কোন চিহ্ন দেওয়া নেই।'

'তাহলে তার ভাগ্য বলতে হয়। আপনিও ভাগ্যবান সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কি হল ?'

'আমার মনে হয় রহস্যভেদের আর বেশী দেরি নেই। এখন কয়েকটি বিষয়ে আমায় আরও তথ্য জানতে হবে।'

'ইতিমধ্যে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওয়াটসন বলেছে বোধহয় আপনাকে। জলার বুকে আমি আর ওয়াটসন দুজনেই হাউণ্ডটার ডাক শুনেছি। কাজেই কুকুরটার সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীটা চালু আছে সেটা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক সেটা আর বলতে পারা যাচ্ছে না। এ কুকুরকে যদি ধরে গলায় শিকল দিয়ে বাঁধতে পারেন তাহলে আমি সেই দণ্ডে আপনাকে পৃথিবীর সেরা রহস্যভেদী বলে মেনে নেবো।'

'আমার মনে হয় আমি খুব শীগগিরই তার গলায় চেন দিয়ে বাঁধতে পারব, যদি আপনি আমার কথা শোনেন।'

'আপনি যা বলবেন, আমি তা-ই করব।'

'উত্তম। আর দয়া করে যা করতে বলব তার কোন কারণ জানতে চাইবেন না।'

'বেশ, আপনি যা বলছেন তাই হবে।'

'তাই যদি হয় তবে জানবেন এই রহস্যের সমাধান অচিরেই হয়ে যাবে। আমার মনে হয়—'

হোমস্ আচমকা চুপ করে গেলেন। দেখলাম তিনি তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। অদ্ভুত স্থির সে চোখের চাহনি। মনে হল যেন মনের ভেতরে এক প্রচণ্ড আবেগকে সংযত করার চেষ্টা করছেন তিনি প্রাণপণে।

'কি হল ?' প্রশ্ন করে উঠলাম দুজনে।

এবার চোখ নামালেন হোমস্। দেখলাম তাঁর মুখের ভাব সংযত, কিন্তু দুই চোখের তারায় কৌতুককর ঝিলিক।

'ওয়াটসন হয়ত মনে করবে আমি আর্টের কিছুই বুঝিনে,' সামনের দেয়ালে টাঙানো সার সার ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন হোমস্, 'কিন্তু সেটা সে ঈর্ষাবশতই বলে, কেন না সে বিষয়ের ওপর আমাদের মতের মিল নেই। কিন্তু সে যাই হোক, এই প্রতিকৃতিগুলি কিন্তু অপূর্ব।'

'আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলাম,' স্যার হেনরী বললেন, 'আমি অবশ্য ছবির কিছুই বুঝিনে। ছবির চাইতে ঘোড়া বা বলদের কদর বেশী আমার কাছে। আপনি যে এসব জিনিসের জন্যেও সময় পান তা জানতাম না।'

'ভাল জিনিস দেখলে আগ্রহ বোধ করি, বুঝতে পারি।' হোমস্ শুধোলেন, 'আপনি এঁদের সকলের নাম জানেন ?'

'ব্যারীমুর সব বাতলে দেওয়ার পর এখন বেশ ভালই জানা হয়ে গেছে।'

'টেলিস্কোপ হাতে ওই ভদ্রলোকটি কে ?'

'উনি রিয়ার-এ্যাডমিরাল বাস্কারভিল। উনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রডনিতে যুদ্ধ করেছিলেন। পরনে নীল কোট, হাতে পাকানো কাগজ যাঁর, তিনি স্যার উইলিয়ম বাস্কারভিল, হাউস অব কমন্সের একটি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।'

'কালো মখমলের পোশাক পরা ওই ঘোড়সওয়ার—উনি ?'

'হ্যাঁ, ওঁর সম্পর্কে জানবার অধিকার আপনার আছে, উনি যত নষ্টের গোড়া, বাস্কারভিলের হাউণ্ডের সূত্রপাত যাঁর হাতে, সেই হুগো বাস্কারভিল।'

'হুঁ, ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শয়তানী বেশ স্পষ্ট, তবে আশা করেছিলুম ওঁর দুর্দান্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে চেহারা আরও বলিষ্ঠ দেখতে হবে।'

'কিন্তু এটা ওঁরই ছবি। ক্যানভাসের পেছনে নাম আর ১৬৪৭ সালটা লেখা আছে দেখেছি।'

এখন থেকে খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত হোমস্ ছবিগুলি থেকে আর চোখ সরালেন না। স্যার হেনরী নিজের ঘরে চলে যাওয়ার পর মোমবাতি হাতে নিয়ে, ফেরে নিয়ে গেলেন আমাকে খাবার ঘরে এবং আলোটা উঁচু করে ঝোলানো ছবিগুলোর সামনে তুলে ধরে বললেন, 'কিছু চোখে পড়ছে ?'

আমি পাখির পালক বসানো টুপি পরা মুখটির দিকে তাকালাম; কানের পাশে ঝোলা কোঁকড়া চুল সাদা লোমের কলারের ভেতর মুখটি অদ্ভুত দৃঢ়তাব্যঞ্জক; ঠোঁট দুটি পাতলা, শান্ত একজোড়া চোখ। সমস্ত মুখে একটা কঠোর ভাব।

'এই রকম চেহারার কাউকে চেনো তুমি ?'

'চিবুকের কাছটা তো অনেকটা স্যার হেনরীর মত…'

'হ্যাঁ, অল্প একটু মিল আছে। আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও,' একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে আলোটা ধরে ডান হাতটা বাঁকিয়ে তিনি টুপি এবং কানের ওপর কোঁকড়ানো চুলগুলো দিলেন ঢেকে।

'কী আশ্চর্য। প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি আমি।'

হোমস্ ওইভাবে হাত চাপা দেওয়ার ফলে ক্যানভাসে যাঁর ছবি ফুটে উঠেছে তিনি স্টেপলটন।

'দেখেছ ? আমার অনেকক্ষণ ধরেই সন্দেহ হচ্ছিল। ছদ্মবেশের আড়ালে মানুষের আসল চেহারা খুঁজে বার করতে আমার চোখ অভ্যস্ত। যে কোন গোয়েন্দার প্রাথমিক কাজ এইটিই।'

'কিন্তু এ তো অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি! এটা তো মনে হয় তারই ছবি!'

'হ্যাঁ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক বাস্কারভিল বংশের একজন।'

'শুধু তাই নয়—হয়ত সম্পত্তি দখল করার জন্যেই এইসব চক্রান্ত চালাচ্ছেন।'

'ঠিক তাই। এই ছবি থেকে আমরা একটি অতি প্রয়োজনীয় সূত্র

পেয়ে গেলাম। আমরা তাকে পেয়েছি ওয়াটসন, আমরা নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছি তাকে। আর এখন আমি বুক ঠুকে বলতে পারি যে কাল রাত্রের আগেই, তার জালে যেমন প্রজাপতি ধরা পড়ে তেমনি ভাবে ছটফট করবে সে আমাদের জালে বন্দী হয়ে। একটা আলপিন, একটা ছিপি আর কার্ড একটা—ব্যাস্, বেকার স্ট্রীটে আমাদের সংগ্রহশালায় পরাভূত অপরাধীদের তালিকায় যুক্ত হবে আরও একটি নাম।' ছবি থেকে নজর সরিয়ে হো হো করে তাঁর পরিচিত প্রাণ-খোলা হাসি হেসে উঠলেন শার্লক হোমস্। বলা বাহুল্য, এমন দরাজ হাসি হাসতে শুনিনি তাঁকে বহুদিন। আর যখনই তিনি এমন করে হাসেন তখনই আমি জানি অলক্ষ্যে কোন শয়তানের ঘোর সর্বনাশ ঘনিয়ে আসতে দেরী নেই আর।

পরদিন আমি সকাল সকালই শয্যা ত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু হোমস্ উঠে পড়েছিলেন আমারও আগে। আমি পোশাক পরছি যখন উনি তখন বাগানের পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে হাত দুটো ঘষতে ঘষতে বলল, 'জান, সব জালগুলো জায়গা মত পেতে রাখা হয়েছে, এখন শুধু তা গুটিয়ে তোলার ওয়াস্তা। দিন ফুরানোর আগেই বোঝা যাবে প্রকাণ্ড পাইক মাছটা জালে ধরা পড়ল না বেরিয়ে গেল জাল কেটে।'

'বাদায় ঘুরে এলে নাকি এর মধ্যে?'

'গ্রীমপেনের ডাকঘর থেকে প্রিন্সটাউনে একটা তার পাঠালাম সেলডেনের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে। এ ব্যাপারে তোমাদের কাউকে কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না, সে কথা দিচ্ছি। আর আমি আমার একান্ত বিশ্বস্ত কার্টরাইটের সঙ্গেও যোগাযোগ করে এলাম।'

'এর পরের কাজ কি?'

'স্যার হেনরীর সঙ্গে দেখা করা। এই যে নাম করতে করতে এসেও পড়েছেন উনি।'

'সুপ্রভাত হোমস্'। ব্যারনেট বললেন কাছে এসে, 'আপনাকে এখন ঠিক সর্বাধিনায়কের মত দেখাচ্ছে, সেনাধ্যক্ষকে ডেকে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছেন যিনি।'

'অবস্থাটা ঠিক সেইরকমই। ওয়াটসন আমার কাছ থেকে হুকুম চাইছিল এইমাত্র।'

'আমিও তৈরি। বলুন, আমায় কি করতে হবে।'

'বেশ। আমি শুনেছি, স্টেপলটনদের বাসায় আজ আপনার নৈশভোজের নিমন্ত্রণ আছে।'

'আমি আশা করব, আপনিও আমাদের সঙ্গী হবেন। ওঁরা খুব অতিথিবৎসল। আপনাকে পেলে ওঁরা দারুণ খুশী হবেন।'

'কিন্তু ওয়াটসনকে আর আমায় যে লণ্ডন যেতে হবে আজ।'

'লণ্ডন?'

'হ্যাঁ। এই অবস্থায় ওখানে থাকাটা আমাদের—'

স্যার হেনরীর মুখে ম্লান ছায়া ভেসে আসে।

'আমি আশা করেছিলাম যে এ রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এখানে থাকবেন,' মৃদুস্বরে বলেন তিনি। এই বাড়ি আর এই জলার দেশে একা থাকাটা খুব সুখের নয়।'

'আপনি চিন্তা করবেন না।' আপনার নিরাপত্তার কথা আমরা সবসময়ই মনে রাখব। আপনি আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। এখন আমি যা বলব তা আপনাকে করতে হবে। আপনি আপনার বন্ধুদের বলবেন যে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলে আমরা খুশীই হতাম, কিন্তু জরুরী কাজ আমাদের শহরে যেতে হয়েছে। আপনি মনে করে এ খবরটা ওদের দিয়ে দেবেন কি?

'যদি আপনি বলেন তবে অবশ্যই দেব।'

'হ্যাঁ, দিতে হবে। এটা খুবই জরুরী।'

স্যার হেনরীর চিন্তান্বিত মুখ দেখে বোঝা গেল যে আমাদের সঙ্গে তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদের সংবাদে তিনি সত্যিই খুব মুষড়ে পড়েছেন।

'কখন যেতে চান আপনারা?' নিস্তেজ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি।

'প্রাতরাশের পরই।' আমরা আগে কুম্বি ট্রেসি যাব। ওয়াটসন তার জিনিসপত্র রেখে যাবে। ওয়াটসন, তুমি স্টেপলটনকে একটা চিঠিতে

লিখে জানিয়ে দাও যে আজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার জন্যে তুমি আন্তরিক দুঃখিত।'

'আমারও লণ্ডনে যেতে খুব মন চাইছে,' ব্যারনেট বললেন, 'আমার এখানে পড়ে থাকার দরকারটা কি?'

'আপনার এখানে থাকাটাই দরকার। আপনি তো কথা দিয়েছেন আমার কথা শুনে চলবেন।'

'বেশ।'

'আপনি মেরিপিট হাউসে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে গিয়ে গাড়িটা ফেরত পাঠাবেন। যাতে ওরা বুঝতে পারে আপনি হেঁটে বাড়ি ফিরবেন।'

'হেঁটে, ওই বাদার ওপর দিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এই কাজটিই অর্থাৎ একা একা বাদার এলাকা দিয়ে আসতে আপনিই তো নিষেধ করেছেন আমায়।'

'এখন করতে পারেন। আপনার সাহস ও স্নায়ুর ওপর আমার আস্থা আছে বলেই করতে বলছি। এখন এটা করা দরকারও বটে।'

'ঠিক আছে। তাহলে তাই করব।'

'আর মনে রাখবেন, আপনার জীবনের ওপর যদি আপনার মায়া থাকে তাহলে ফেরার সময় মেরিপিট হাউস থেকে গ্রীমপেন রোড ধরে আসবেন। ভুলেও অন্য রাস্তা মাড়াবেন না।'

'বেশ, এ নির্দেশেরও অন্যথা হবে না।'

'উত্তম। আমরা প্রাতরাশের পরই বেরিয়ে পড়ব। যাতে বিকেল নাগাদ লণ্ডনে পৌঁছতে পারি।'

আমি হোমসের এই প্রোগ্রাম শুনে রীতিমত অবাক হয়েছি। হঠাৎ লণ্ডনে কি কাজ পড়ল কে জানে! অবশ্য কাল আমি শুনেছি, সে স্টেপলটনকে বলছে কালই সে এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতিকে সে যখন নিজেই ঘোরালো বলেছে তখন স্যার হেনরীকে এভাবে একা ফেলে যাচ্ছে কেন তার সদুত্তর পেলাম না। যাই হোক,

স্যার হেনরীকে বিদায় জানিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কুমবি ট্রেসি পৌঁছে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম আমরা গাড়িটা। স্টেশনে একটি ছেলে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে দেখলাম।

'কোন কাজ আছে হুজুর ?' হোমস্‌কে জিজ্ঞেস করল সে বিনীত ভাবে।

'এই ট্রেন ধরে তুমি লণ্ডনে চলে যাও কার্টরাইট। সেখানে পৌঁছেই তুমি স্যার হেনরী বাস্কারভিলকে একটা তার করবে আমার নামে এই বলে যে আমি যে পকেট-বুকটা ফেলে এসেছি সেটা যেন তিনি বেকার স্ট্রীটের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেন।'

'ঠিক আছে হুজুর।'

'আর স্টেশনে একটু খোঁজ নাও তো আমার নামে কোন তার এসেছে কি না।'

একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে ফিরে এল কার্টরাইট। তাতে লেখা, 'তার পেয়েছি, সমন নিয়ে হাজির হচ্ছি পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে—লেস্ট্রেড।'

'এটা এসেছে আমার সকালের তারের জবাবে,' তারটা দেখিয়ে বললেন হোমস্। 'পেশাদারী পুলিস অফিসারদের মধ্যে এই লেস্ট্রেড যে এখন সেরা তাতে সন্দেহ নেই। এখন, ওয়াটসন দেরী না করে চল মিসেস লিয়ন্সের বাসায় যাওয়া যাক।'

হোমসের পরিকল্পনার ছকটা মোটামুটি ফুটে উঠছিল। তিনি স্যার হেনরীকে এমনভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন যাতে মনে হয় আমরা এখানে নেই, আবার আমরা যেখানে এসেছি সেখান থেকে আসল জায়গায় ফিরতেও পারব ঠিক সময়ে। হ্যাঁ, হোমস্ কথায় যা বলেছিলেন এখন কাজেও তাই ঘটতে দেখছি যেন। জাল ক্রমশ গুটিয়ে আসছে এক কুচক্রী আর নিষ্ঠুর শয়তানের চারপাশে।

লরা লিয়ন্স তাঁর অফিসেই ছিলেন। হোমস্ সোজাসুজি তাঁকে গিয়ে বলল, 'স্যার চার্লসের মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করছি আমি। এই আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন আমায় জানিয়েছেন, আপনি কোন কোন খবর তাকে জানিয়েছেন আর কি যেন গোপন করেছেন।'

'কি খবর গোপন করেছি আমি ?' বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠলেন মিসেস লিয়ন্স।

'আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি চিঠি লিখে সেদিন তাঁকে দশটার সময় ফটকের কাছে দাঁড়াতে বলেছিলেন।' সেই সময় এবং সেই জায়গায়ই মারা যান তিনি। আমি এই দুটো জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক কি তা জানতে চাই।'

'কোন সম্পর্ক নেই।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব, যোগাযোগটা বড়ই অদ্ভুত। হয়ত এই যোগাযোগটা ধরেও ফেলব আমি। আমি আপনাকে সোজাসুজি বলতে চাই মিসেস লিয়ন্স, আমরা এটাকে খুনের ঘটনা বলে সন্দেহ করি এবং এর সাক্ষ্য প্রমাণে আপনার বন্ধু মিস্টার স্টেপলটন এবং তাঁর স্ত্রী জড়িয়ে যেতে পারেন।'

মহিলা এ কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। 'তাঁর স্ত্রী ? কি বলছেন কি আপনি !' সবিস্ময়ে বলে উঠলেন তিনি।

'ব্যাপারটা আর গোপন নেই। যে মহিলাকে তাঁর বোন বলে সবাই জানে আসলে তিনি স্টেপলটনের স্ত্রী।'

মিসেস লিয়ন্স তাঁর চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

'তাঁর স্ত্রী ?' তিনি বলে উঠলেন, 'কিন্তু তিনি তো বিবাহিত নন !'

শার্লক হোমস্ তাঁর কাঁধ ঝাকুনি দিলেন।

'প্রমাণ করুন,' চিৎকার করে উঠলেন মহিলা, 'তিনি বিবাহিত। তা যদি পারেন—' চোখ দুটি ভয়ংকর দেখাল তাঁর। 'তা যদি পারেন —' মারাত্মক কোন কথা বলতে গিয়ে সংযত করলেন নিজেকে, বোঝা গেল।

'আমি তার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছি,' পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করলেন শালর্ক হোমস্। 'এই দেখুন চার বছর আগে ইয়র্কে তোলা এই দম্পতির একটি ফটো। তখন অবশ্য তাঁদের নাম ছিল মিস্টার এণ্ড মিসেস ভ্যাণ্ডেলর। কিন্তু আপনি চিনতে পারবেন যে এরা এই দুজন ছাড়া আর কেউ নয়। আরও দেখুন তিনজন

বিশিষ্ট ভদ্রলোকের লেখা এঁদের দৈহিক বর্ণনা। এঁরা তখন সেণ্ট অলিভার স্কুলে ছিলেন। পড়ে দেখুন, এঁদের সনাক্ত করতে পারছেন কিনা।'

'মিস্টার হোমস্' ! কাগজপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে তীব্রস্বরে বলে উঠলেন মহিলা, 'এই লোকটি আমায় বিবাহ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল একটি শর্তে যে আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারব। এখন দেখছি শয়তান আমাকে সবই মিথ্যে বলেছে। সে আমাকে বরাবরই বোঝাতে চেয়েছে যে সে যা করছে তা আমার ভালর জন্যেই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, সে যা করেছে তা নিজের স্বার্থের জন্যেই। তাহলে আর আমি তাকে বাঁচাতে যাই কেন ? আপনি যা জানতে চান বলুন, আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব। একটা কথা আমি হলফ করে বলতে পারি যে আমি যখন ওই বৃদ্ধকে ওই চিঠি লিখেছিলাম তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে এ থেকে বৃদ্ধের কোন বিপদ হতে পারে।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি মহাশয়া,' হোমস্ বললেন, 'হয়ত সব ঘটনা আপনার পক্ষে বিবৃত করা বেদনাদায়ক, তবু আমি যদি বলে যাই আর আপনি আমার বক্তব্য ঠিক না ভুল তা ধরিয়ে দেন তাহলে আমাদের কাজের সুবিধে হয়। এই চিঠিটা আপনাকে পাঠাতে বলেছিলেন স্টেপলটন ?'

'তিনি বলে গিয়েছিলেন কি লিখতে হবে।'

'আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের খরচের জন্যে তাঁর কাছে টাকা চেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর স্টেপলটন আপনার চিঠিতে উল্লিখিত সময়ে যেতে আপনাকে নিষেধ করেন ?'

'তিনি বলেন যে স্যার চার্লসের কাছ থেকে টাকা নিলে তাঁর পৌরুষে ঘা লাগবে। যদিও তিনি গরীব, তবুও তিনি তাঁর সর্বস্ব খরচ করে এই মামলা করবেন।'

'তারপর আপনি স্যার চার্লসের মৃত্যুসংবাদ ছাড়া আর কিছু শোনেন নি ?'

'না।'

'উনি আপনাকে শপথ করিয়েছিলেন যে স্যার চার্লসের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের বিষয় নিয়ে আপনি কাউকে কিছু বলবেন না ?'

'হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন যে অত্যন্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে ওঁর মৃত্যু ঘটেছে এবং এই অবস্থায় আমাকে সন্দেহ করাটা অস্বাভাবিক হবে না।'

'সবদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় আপনি ভাগ্যবতী,' হোমস্ বললেন, 'তার গোপন কথা জেনেও আপনি বেঁচে আছেন এটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। গত কয়েক মাস ধরে আপনি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ছিলেন। যাই হোক, এখন আমরা বিদায় নেব। হয়ত আবার আমাদের আপনার সঙ্গে দেখা করতে হতে পারে, মিসেস লিয়ন্স।'

'আমাদের তদন্ত প্রায় শেষ হতে চলেছে এবং এক এক করে সব বাধা সরে যাচ্ছে আমাদের সামনে থেকে,' হোমস্ আমাকে বললেন, স্টেশনে পৌঁছে। প্ল্যাটফর্মে আমরা তখন এক্সপ্রেস ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। 'আশা করছি, আমি খুব শীগগিরই আধুনিক কালের এক অসাধারণ পর্বের সমাপ্তি ঘটাতে পারব। অপরাধতত্ত্বের ছাত্রেরা নর্থ ক্যারোলিনার এ্যাণ্ডারসন হত্যাকাণ্ড এবং লিটল রাশিয়ার গডনো কাণ্ডের কথা কোনদিন ভুলবে না। এই অপরাধটি এই গোত্রের হলেও এর এমন কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা আর কোথাও নেই।'

প্রচণ্ড গর্জন করে স্টেশনে এসে ঢুকল লণ্ডন এক্সপ্রেস এবং সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে লাফ মেরে প্ল্যাটফর্মে নামল বুলডগের মত বলিষ্ঠ আকৃতির একজন মানুষ। আমরা তিনজন করমর্দন করলাম। হোমসের দিকে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেস্ট্রেড শুধালো, 'ভালো খবর কিছু আছে ?'

'বলতে পারো কয়েক বছরের মধ্যে সেরা খবর,' বললেন হোমস্, 'কাজ শুরু করতে আর আমাদের মাত্র ঘণ্টা দুই সময় আছে। আমার মনে হয় তার ভেতরে ডিনারটা আমরা সেরে নিতে পারি। আর তারপর, লেস্ট্রেড, আমরা তোমার গলা থেকে লণ্ডনের কুয়াশা দূর করে দিয়ে ডার্টমুরের রাতের বাতাস খাইয়ে চাঙ্গা করে তুলব তোমায়। তুমি আগে কোনদিন সেখানে যাওনি, আর আমি হলফ করে বলতে পারি সেখানে তোমার এই প্রথম পদার্পণ তুমি মনে রাখবে চিরকাল।

॥ চোদ্দ ॥

বাস্কারভিলের হাউণ্ড

শার্লক হোমসের যদি কোন দোষ থেকে থাকে তবে তা হল সে কখনই তার পুরো পরিকল্পনাটা কারও কাছে ফাঁস করে না। সেটা কাজে লাগানোর পর সব কিছুই ফাঁস করে সে, আর তখন জানতে পারা যায়, কী অভিনিবেশ আর যত্ন নিয়ে সে সব দিক আগে থেকে ভেবে রেখেছিল।

এই যেমন এখন কুমবি ট্রেসি থেকে বাস্কারভিল ফেরার পথে হোমসের মুখে একটি কথা নেই। অথচ বোঝা যাচ্ছিল, আমাদের সামনে রয়েছে এক কঠিন কর্তব্য। এক প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতার শিকার আমরা সকলেই। অথচ হোমস্ চুপচাপ। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে এসে লাগতেই শিউরে উঠল সারা শরীর—ঘন অন্ধকারের মাঝে সংকীর্ণ রাস্তা নজরে পড়তেই বুঝতে পারলাম আমরা রহস্যে-ঘেরা বাদা এলাকায় এসে পৌঁছেছি। গাড়ির চাকা ঘুরছে আর সেই সঙ্গে এগিয়ে আসছে অজানা ভয়ংকর।

ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মিটিয়ে দেওয়া হল তার ভাড়া। গাড়ি আমাদের হুকুমে ফিরে চলল কুমবি

ট্রেসি। পায়ে হেঁটে মেরিপিট হাউসের দিকে যেতে যেতে হোমস্ প্রশ্ন করলেন, 'লেস্ট্রেড, তুমি সশস্ত্র?'

হাসলেন ঝানু গোয়েন্দাটি। জবাব দিলেন, 'আমার পরনে ট্রাউজার্স যতক্ষণ আছে, জানবে তার একটা হিপ-পকেট আছে। আর হিপ-পকেট থাকলে সেখানে অস্ত্র একটা অতি-অবিশ্যি থাকবে।'

'ভাল। আমি এবং আমার বন্ধুটিও যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছি।'

'মনে হচ্ছে নাটক শেষ অংকে পৌঁছে গেছে মিস্টার হোমস্,' লেস্ট্রেড বললেন, 'এখন আমাদের করতে হবেটা কি?'

'অপেক্ষা করতে হবে।'

'অপেক্ষা করার পক্ষে জায়গাটা তো খুব একটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।' মাথা ঘুরিয়ে লেস্ট্রেড দূরের ঢেউ খেলানো পাহাড় আর ঘন বন দেখে নিলেন। গ্রীমপেন মায়ার জলার ওপর ভারী কুয়াশা দেখে বললেন, 'দূরে একটা বাড়িতে যেন আলো জ্বলছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ওই হল মেরিপিট হাউস,' হোমস্ বললেন, 'এইখানেই থামবো আমরা। অনুগ্রহ করে এখন থেকে পা টিপে টিপে চলবে আর খুব নিচু গলায় কথা বলবে—বুঝলে?'

মেরিপিট হাউস থেকে প্রায় দুশো গজ তফাতে হোমস্ আমাদের থামতে বললেন।

'এইখানেই দাঁড়ানো যাক। ডানদিকে পাথরগুলো বেশ আড়ালের কাজ করবে। লেস্ট্রেড, তুমি ওই ফোকরটার মধ্যে ঢুকে পড়ো। ওয়াটসন, তুমি তো বাড়ির ভেতর গিয়েছিলে, বল দেখি ওইধারের জানলাগুলো কোন্ ঘরের?'

'ওগুলো রান্নাঘরের জানলা।'

'তার পাশে যে জানলা যেখানে খুব জোরালো আলো জ্বলছে?'

'ওটা নিশ্চয় খাবার ঘর।'

'খড়খড়ি তোলা রয়েছে। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে দেখে এসো

ওরা কি করছে। কিন্তু খবরদার, যেন ঘুণাক্ষরে টের না পায় তুমি ঘাপটি মেরে রয়েছ।'

পা টিপে টিপে গেলাম রাস্তা বেয়ে। মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম বাগানের পাঁচিলের পেছনে। এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ালাম যেখান থেকে জানলা দিয়ে দেখা যায় ভেতরের দৃশ্য।

ঘরে মাত্র দুজন লোক বসে। স্যার হেনরী ও স্টেপলটন। দুজনেই ধূমপান করছেন সামনে কফির পেয়ালা রেখে। স্টেপলটন খুব হাত-মুখ নেড়ে কথা বলছেন। তুলনায় স্যার হেনরী কিছুটা চুপচাপ। তাঁর মুখ ম্লান। হয়তো একা একা এই বাদার পথ বেয়ে বাড়ি ফেরার দুর্ভাবনায় তিনি কাতর কিছুটা।

একসময় স্টেপলটন উঠে দাঁড়ালেন। স্যার হেনরী কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন। স্টেপলটন ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে এলেন। বাগানের রাস্তায় ছড়ানো কাঁকরের ওপর বুট জুতোর মড়মড় আওয়াজ পেলাম। বাগানের এক কোণে একটি আউট-হাউসের দরজা খুললেন তিনি, মনে হল। চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলার শব্দ এবং তারপর একটা অদ্ভুত খড়মড় আওয়াজ কানে এল। তারপর আবার তাঁকে দেখলাম, তিনি ফিরে গিয়েছেন তাঁর অতিথির কাছে। এইসব লক্ষ্য করে আমি নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে আমার সঙ্গীদের কাছে এসে সব ঘটনা তাঁদের বললাম।

'ওয়াটসন, তুমি বলছ মহিলা ওখানে নেই ?' আমার কথা শেষ হতে বললেন হোমস্‌।

'না।'

'তিনি কোথায় থাকতে পারেন, রান্নাঘর ছাড়া আর যখন কোথাও আলো জ্বলছে না বলছো ?'

'সেটা আমার মাথায় আসছে না।'

এদিকে গ্রীমপেন পঙ্কভূমির ওপর কুয়াশা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। এখন দেখা গেল ভাসতে ভাসতে কুয়াশাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকে। তার ওপর এখন চাঁদের আলো পড়ে সেটা দেখাচ্ছে যেন

জমাট বরফের মাঠের মত। ধীর, মন্থর অথচ সুস্পষ্ট গতিতে তা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কুয়াশা ফুঁড়ে মাথা তুলে রয়েছে উঁচুনিচু পাহাড়ের শীর্ষদেশ। হোমস্ মাথা ঘুরিয়ে সেই দিকে তাকালেন, তারপর অসহিষ্ণু কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, 'ওয়াটসন, এ যে দেখছি এগিয়ে আসছে এদিকে।'

'তাতে কি আমাদের ভয়ের কিছু আছে?'

'ভীষণ ভয়ের। আমার সমস্ত পরিকল্পনা ওলটপালট করে দিতে পারে কেবল এই একটি জিনিস। এখন দশটা বাজে। আর বেশী দেরী করা উচিত হবে না স্যার হেনরীর। কুয়াশা মাঠ পেরিয়ে পথের ওপর এগিয়ে আসার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সাফল্য এবং ওঁর জীবনও।'

নির্মল ও সুন্দর রাতের আকাশ এখন মাথার ওপর। তারাগুলি খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সেই রূপোলী আকাশের নিচে খাড়া চিমনি বিশিষ্ট মেরিপিট হাউসকে সুবৃহৎ এক জমাট অন্ধকারের মত বোধ হচ্ছে। একটা আলো হঠাৎ নিভে গেল। খাবার ঘর ছেড়ে চলে গেল ভৃত্যরা। এখন একটা আলো জ্বলছে কেবল খাবার ঘরে। সেই মুখোমুখী বসে দুজন; একজন গৃহস্বামী যাঁর অন্তরে রয়েছে খুনের আলোর সামনে সংকল্প; আর একজন তাঁর অতিথি, যিনি জানেন না তিনি আজ খুন হতে চলেছেন। সিগার টানতে টানতে দুজনেই মশগুল গল্পে।

পশমের মত সাদা ঘন কুয়াশা এখন বাদার অর্ধেকটা ঢেকে ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। ইতিমধ্যেই তার পাতলা আস্তরণ ঢেকে ফেলেছে আলোকিত জানলাটিকে। ফলের বাগানের পাঁচিল এখন কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য। দেখতে দেখতেই মালার মত দু পাশ থেকে কুয়াশা এসে বাড়িটাকে এমনভাবে ঢেকে দিল যে সেটা একটা বিচিত্র ভাসমান জাহাজের মত দেখাল। অধৈর্য হয়ে পাথরের ওপর হাত ঠুকলেন হোমস্। মাটিতে পদাঘাত করে অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'আর পনেরো মিনিটের মধ্যে উনি না বেরুলে

গোটা পথ কুয়াশায় ঢেকে যাবে। আধঘণ্টা পরে নিজেদের হাতও আর দেখতে পাব না আমরা।'

'কিছুটা পেছিয়ে গিয়ে উঁচু জমির ওপর দাঁড়ালে ভাল হয় না কি?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেটাই ভাল,' হোমস্ রাজী হলেন আমার প্রস্তাবে।

কুয়াশার ঢেউ যত এগোয় আমরাও তত পেছিয়ে যাই। পেছোতে পেছোতে বাড়িটা থেকে চলে এলাম আধ মাইল দূরে। সাদা কুয়াশার ঢেউ অবিরাম ভাবে এগিয়ে আসছে মন্থর গতিতে।

'বড্ড দূরে চলে যাচ্ছি আমরা,' হোমস্ বললেন। 'আমি চাই না যে আমরা এমন জায়গায় যাই যে আমরা ওঁর কাছে এসে পৌঁছনোর আগেই ওঁর নাগাল পেয়ে যাক অন্য কেউ। কপালে যাই থাক, এখান থেকে আর এক পা পেছু হটছি নে। হাঁটু গেড়ে বসে জমিতে কান পাতলেন তিনি, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন,' আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় আমি ওঁর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

পাথুরে মাটির ওপর দ্রুত পদশব্দ বাদার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। ধীরে ধীরে সে শব্দ স্পষ্ট হতে লাগল। তারপর কুয়াশার দেওয়াল ভেদ করে দেখা দিলেন সেই মানুষটি যাঁর পথ চেয়ে এতক্ষণ বসে থাকা আমাদের। চারপাশে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকালেন তিনি বারবার। আমরা যে রাস্তার ধারে আত্মগোপন করে বসে, সেই পথ বেয়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। আর চলার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের দু পাশ দিয়ে অস্বস্তি-ভরে পেছনে তাকাতে লাগলেন বারে বারে।

'চুপ,' হোমস্ হঠাৎ চাপা গলায় হেঁকে উঠলেন, 'ওই দেখ সে আসছে।' সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের ঘোড়া তোলার তীক্ষ্ণ আওয়াজও কানে এল আমার।

ঘন কুয়াশার ভেতর থেকে তীব্র একটানা খচমচ, খসমস শব্দ আমাদের কানে আসছিল। কুয়াশার মেঘ আমাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা তিনজনে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। ওর ভেতর থেকে কোন্ শরীরী

বিভীষিকা আত্মপ্রকাশ করবে কে জানে! আমরা তিনজনে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছি। আমি দাঁড়িয়ে হোমসের কনুইয়ের কাছে; এক পলক তাকালাম ওঁর মুখের পানে। সে মুখ ছাইয়ের মত সাদা, অথচ চোখ দুটি অসম্ভব রকমের দীপ্ত। হঠাৎ সেই দুটি চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটর থেকে—ঠোঁট দুটি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল প্রগাঢ় বিস্ময়ে। সেই মুহূর্তে বিকট গলায় ভয়ার্ত চীৎকার ছেড়ে লেস্ট্রেড উপুড় হয়ে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে অবশ হাতে বাগিয়ে ধরলাম পিস্তল। মন কিন্তু অসাড় হয়ে গেছে কুয়াশার ঘেরাটোপ ছিন্ন করে আবির্ভূত সেই ভয়াল আকৃতিটা দেখে। হ্যাঁ, একটা হাউণ্ডই, কিন্তু দৈত্যের আকৃতি, কয়লার মত কালো রংয়ের এমন হাউণ্ডকে কোন মানুষ কোনদিন দেখেনি। তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের হলকা, দু চোখে জ্বলছে ধিকধিকি আগুন, সমস্ত শরীরে যেন লকলকে আগুনের শিখা। এইমাত্র কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে যে ঘোরকৃষ্ণ নারকীয় জীব আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তেমন সাংঘাতিক জীবকে প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের ঘোরে অসুস্থ মস্তিষ্কেও কেউ কখনও দেখেনি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কালো অতিকায় জীবটা ধেয়ে যাচ্ছিল তার শিকারের দিকে। তার লক্ষ্য অবশ্যই আমাদের বন্ধু। ভয়ে আমরা এমনই অবশ হয়ে গিয়েছিলাম যে আমাদের সামনে দিয়ে তীরবেগে চলে যাওয়ার সময়েও আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। সংবিৎ ফিরে পেতে সময় লাগল। তখন যেন স্নায়ুর বলও এল ফিরে। তখন হোমস্ এবং আমি দুজনে পিস্তল তাক করে গুলি ছুঁড়লাম সেই ভয়ংকরকে লক্ষ্য করে। পরক্ষণে বিকট একটা চীৎকার ছাড়ল জন্তুটা। তাতে বোঝা গেল, অন্তত একটা গুলিও বিদ্ধ হয়েছে তার শরীরে। কিন্তু তবু সে থামল না। দ্বিগুণ আক্রোশে ধেয়ে যেতে লাগল সামনে। দূরে পথের আর এক বাঁকে দেখতে পেলাম স্যার হেনরীকে, রাস্তার ওপরে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। আতঙ্কে মাথার ওপর দু হাত তুলে তাকিয়ে আছেন। চাঁদের

আলোয় তাঁর মুখ সাদা দেখাচ্ছে। অসহায় ভাবে তাকিয়ে শুধু দেখছেন মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন কেমন করে তেড়ে আসছে তাঁর দিকে।

কিন্তু হাউণ্ডটা যন্ত্রণার চোটে যে চীৎকার করে উঠেছিল তাতে আমাদের ভয় কেটে গিয়েছিল। যখন সে ব্যথা পেয়েছে তখন মরণশীল—এই বোধ সাহস জুগিয়েছিল আমাদের। যদি আমরা তাকে আঘাত করতে পারি, তবে নিশ্চয় বধও করতে পারব তাকে। সে রাতে হোমস্ যে তীব্র গতি নিয়ে ছুটেছিলেন তেমন দ্রুত আমি কাউকে ছুটতে দেখিনি কোনদিন। তারপর ছুটেছিলাম আমি, আমার পেছনে লেস্ট্রেড। ছুটতে ছুটতে শুনছিলাম সামনের রাস্তা থেকে স্যার হেনরীর মুহুর্মুহু আর্তনাদ আর হাউণ্ডটার চাপা গভীর গর্জন। ভাগ্য ভাল যে আমি দানব কুকুরটা স্যার হেনরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আমি অকুস্থলে হাজির হতে পেরেছিলাম। পরক্ষণে হোমসের অব্যর্থ নিশানায় পরপর পাঁচটি গুলি বিদ্ধ করল মূর্তিমান যমদূতকে। তারপরও শেষ একটা প্রলয়ংকর চীৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে মুখব্যাদন করে ছিটকে পড়ল জন্তুটা একধারে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় আমার রিভলভারের নলটা চেপে ধরলাম। কিন্তু তার আগেই মৃত্যু ঘটেছে সে মূর্তিমান আতঙ্কের।

স্যার হেনরী অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন পথের একধারে। আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলাম যে তাঁর শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। লেস্ট্রেড সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে স্যার হেনরীর মুখে ঢেলে দিল। এবার চোখ দুটি মেলে তিনি তাকালেন আমাদের মুখের দিকে।

'হা ঈশ্বর,' ফিসফিস করে বললেন তিনি, 'এটা কী!'

'ওটা যাই হোক,' হোমস্ বললেন, 'ওটা এখন মৃত। বাস্কারভিল পরিবারের পারিবারিক অভিশাপকে চিরতরে শেষ করে দিয়েছি। ধুলো থেকে আর কোনদিন উঠে দাঁড়াবে না সে।'

আবার এবং দৈহিক শক্তির দিক থেকে এক ভয়ংকর প্রাণী আমাদের সামনে পড়ে ছিল। এটা একটা ব্লাডহাউণ্ড নয়, আবার

ঠিক ম্যাস্টিক জাতীয় কুকুরও না। মনে হয় এ দুয়ের মিশেল—দেখতে অনেকটা সিংহীর মত, বিরাট ও হিংস্র। মৃত্যুর পরেও তার চোয়াল থেকে যেন নীলচে রংয়ের আগুনের শিখা বেরুচ্ছে, কুটিল দুটি চোখের কোটরে লকলক করছে আগুন। তার নাক মুখে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম আমি। অন্ধকারে আমার আঙুলগুলি ঝিকমিক করছে।

'ফসফরাস,' বলে উঠলাম আমি।

'বেশ চালাকি করা হয়েছে, প্রাণীটার গা শুঁকে বললেন হোমস্‌, 'মলমের সঙ্গে ফসফরাস মিশিয়ে লাগানো হয়েছে তার শরীরে। স্যার হেনরী, আপনাকে এমন এক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম বলে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমি একটা হাউণ্ডের জন্যে তৈরি ছিলাম, কিন্তু এরকম একটা দৈত্যের জন্যে নয়। তাছাড়া কুয়াশার জন্যে আমাদের দেরীও হয়ে গিয়েছিল।'

'আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

'প্রথমে সংকট ডেকে এনে তারপর। আপনি কি উঠে দাঁড়াতে পারবেন?'

তাঁর মুখ তখনও সাদা এবং সমস্ত হাত পা কাঁপছে। আমরা ধরাধরি করে তাঁকে একটা পাথরের ওপর বসিয়ে দিলাম।

'আর এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি দিন।...হ্যাঁ, এইবার বলুন কি করতে হবে আমাকে?'

'আপনাকে এখানে রেখে যেতে চাই। নতুন কোন এ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেওয়ার মত অবস্থা আপনার নেই। এখন খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে আমাদের। মামলা আমাদের হাতের মুঠোয়। এখন শুধু আসল লোকটিকে পাকড়ানো বাকি।

মেরিপিট হাউসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হোমস্‌ বললেন, 'ওকে বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনা এখন খুবই কম। গুলির আওয়াজ কানে যেতেই সে বুঝেছে যে তার খেলা শেষ।'

'কুয়াশা ঘন থাকার দরুন গুলির আওয়াজ তার কানে না-ও যেতে পারে।'

'তুমি জেনে রেখো সে হাউণ্ডটার পেছন পেছনই এসেছিল। কাজ ফুরোলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। নিশ্চয় চম্পট দিয়েছে এতক্ষণে। তবু বাড়িটার তল্লাসী নিতে হবে আমাদের।

সদর-দরজা হাট করে খোলা। তেড়েফুঁড়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। একমাত্র খাবার ঘর ছাড়া আর সব অন্ধকার। হোমস্ সে ঘরের আলোটা নিয়ে গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও পলাতক অপরাধীকে পাওয়া গেল না। দোতলায় গিয়ে অবশ্য দেখা গেল শোবার ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ।

'ভেতরে কেউ আছেন?' হাঁক দিল লেস্ট্রেড, 'শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি নড়াচড়ার। দরজা খুলুন।'

ভেতর থেকে একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল। হোমস্ তালার ওপর সজোরে একটা লাথি মারতে দরজা ভেঙে পড়ে গেল। পিস্তল হাতে হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা।

কিন্তু যে শয়তানকে আমরা খুঁজছি তাকে পাওয়া গেল না সেখানে। তার বদলে চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। তিনজনে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলাম কোন কথা না বলে।

ঘরটা যেন মিউজিয়াম একটা, যার চারধারে কাচের বাক্স ও জারে ভরা রয়েছে নানা ধরনের প্রজাপতি আর মথ—যা ধরা ছিল এই শয়তানের এক বিলাস। ঘরের মাঝামাঝি এক খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এক মনুষ্যমূর্তি। তাঁর সারা শরীরে কাপড়ের ফেট্টি জড়ানো। শুধুমাত্র চোখজোড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে না তিনি পুরুষ না নারী। মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীরের বাঁধন খসিয়ে দিতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মিসেস স্টেপলটন। সুন্দর মাথাটি বুকের ওপর ঝুলে পড়তেই দেখলাম ঘাড়ের ওপর চাবুকের স্পষ্ট টকটকে দাগ।

'জংলী কোথাকার,' দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন হোমস্, 'লেস্ট্রেড, তোমার ব্র্যাণ্ডির বোতল দাও।'

একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'নিরাপদ আছেন তো? উনি পালাতে পেরেছেন?'

'আমাদের হাত এড়িয়ে উনি পালাতে পারবেন না ম্যাডাম।'

'আমি আমার স্বামীর কথা বলছি না। স্যার নিরাপদ আছেন কি না জিগ্যেস করছি।'

'হ্যাঁ।'

'আর সেই হাউণ্ড?'

'সেটাকে খতম করা হয়েছে।'

'আহ্ বাঁচলাম,' পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন 'তিনি, 'দেখুন, শয়তান আমার সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করেছে।' নিজের শরীরে চাবুকের দাগগুলি দেখিয়ে বললেন তিনি, 'কিন্তু আমার মনকে তিনি যে কষ্ট দিয়েছেন তার তুলনায় এ কিছু না। সে আমাকে কোনদিনই মানুষ বলে ভাবে নি, কেবল তার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

'তাঁর প্রতি আপনার মনে যখন কোন সহানুভূতি নেই, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের সাহায্য করুন। বলুন, কোথায় গেলে আমরা তাঁকে পাব।'

'পঙ্কভূমির ঠিক মাঝখানে একটা দ্বীপ আছে, তার ভেতর আছে একটি টিনের খনি। সেটাই তার গোপন আস্তানা। হাউণ্ডটাকেও সে সেখানেই রাখত। তার পালানোর জায়গা ওই একটাই।'

গাঢ় কুয়াশা বরফের স্তরের মত আচ্ছন্ন করেছিল চতুর্দিক। জানলার কাছে বাতিটা নিয়ে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে হোমস্ বললেন, 'দেখেছেন, আজ গ্রীমপেন পঙ্কভূমিতে পথ চিনে যেতে পারবে না কেউ।

খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন মিসেস স্টেপলটন, 'পথ চিনে দ্বীপে যেতে হয়তো সে পারবে—কিন্তু ফিরতে আর পারবে না। পথ চেনার কাঠিগুলো দেখতে পাবে না আজকের রাতে। ওই পঙ্কভূমিতে যাওয়া আসার পথ নির্দেশ করার জন্য ও আর আমি কাঠি পুঁতে রেখেছিলাম। ইস্, আজ যদি তুলে ফেলতাম কাঠিগুলো তাহলে নিশ্চিত ওকে ধরতে পারতেন ওখানে।'

কুয়াশার অবস্থা দেখে বোঝা গেল যে আজ রাতে আর কোন

অনুসন্ধান চালানো সম্ভব নয়। লেস্ট্রেডকে এই বাড়ির দায়িত্ব সঁপে দিয়ে আমি আর হোমস্ স্যার হেনরীকে নিয়ে ফিরে গেলাম বাস্কারভিল হলে।

এবার কিছু দ্রুত উপসংহার টানছি এই অত্যাশ্চর্য উপাখ্যানের। যে ভয় ও আতঙ্কে এই কাহিনীর চরিত্রগুলিকে আচ্ছন্ন করেছিল পাঠক-পাঠিকাকে তার কিছুটা ভাগ দেওয়ার চেষ্টা আমি করেছি। পরদিন কুয়াশা সরে যেতে মিসেস স্টেপলটন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন সেই পঙ্কভূমির মাঝখানটিতে। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে আবিষ্কার করেছিলেন এই পথ। এখন স্ত্রীটি পরম আগ্রহে যখন সেই গোপন পথটি দেখাতে নিয়ে গেলেন, তখন বুঝলাম কী নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তিনি এতকাল। পাঁকে ভরা সেই জলার মধ্যে ক্রমশ সরু হয়ে একটা পথ ঢুকে গেছে তার ভেতরে। সমস্ত জায়গাটা সবুজ নলখাগড়া আর আগাছায় ভরা। বাইরে থেকে এর খবর পাওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। সেই পথে চলতে চলতে পা ফসকে কতবার উরু পর্যন্ত ডুবে গেল আমাদের গভীর কাদায়। আঠালো কাদার মধ্যে কি একটা বস্তু যেন ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। সেটা তুলে ধরতে গিয়ে হোমসের কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল পাঁকে। আমরা সকলে মিলে ওকে টেনে না তুললে একটা দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল। হোমসের হাতে ঝুলছে একটা কালো বুট।

'এই সেই হারানো বুট, হোমস্ বললেন, আমাদের বন্ধু স্যার হেনরী যা হারিয়েছিলেন লণ্ডনের হোটেলে।'

'পালিয়ে যাওয়ার সময় ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে বোধ হয় স্টেপলটন।'

'হ্যাঁ, তাই। হাউণ্ডটাকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেবার উদ্দেশ্যই ওটা হাতিয়েছিল সে। এ পর্যন্ত যে নিরাপদে এসেছে সেটা বুঝতে পারছি।'

কিন্তু তার বেশী আর কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। পাঁকের ওপর পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কেন না প্রতি মুহূর্তে তা ধুয়ে

যায়। যদি মাটি কথা বলতে পারত তাহলে হয়ত এই কথাই বলতো যে রাতে কুয়াশা ঠেলে সেই দ্বীপে আর কিছুতেই পৌঁছতে পারেন নি স্টেপলটন। সুবিস্তৃত গ্রীমপেন পঙ্কভূমির গভীরতার কোনখানে তিনি তলিয়ে গেছেন, চিরতরে সলিল-সমাধি ঘটেছে এই ঘোর দুরাচারীর।

সেই দ্বীপে আমরা তাঁর দুষ্কর্ম ও ষড়যন্ত্রের অনেক চিহ্ন পেয়েছিলাম। এক জায়গায় পাওয়া গেল কিছু হাড়গোড়, সেই সঙ্গে পাওয়া গেল একটা কুকুরের কঙ্কাল।

'আরে সর্বনাশ,' হোমস্ বলে উঠলেন, 'এ যে মর্টিমারের সেই স্প্যানিয়েল। ইস্, প্রিয় জীবটিকে আর দেখতে পাচ্ছেন না মর্টিমার। বোঝা যাচ্ছে, হাউণ্ডটাকে উনি লুকিয়ে রাখতেন এই জায়গায়। কিন্তু দশাসই কুত্তাটার চেহারা লুকোতে পারলেও তার হাঁক-ডাক লুকোতে পারেন নি। তাই থেকে থেকে শোনা যেত অমন রক্ত-জল-করা ডাক। খুব যখন দরকার তখনই মেরীপিট হাউসের আউট-হাউসে রাখতেন। টিনের কৌটায় এই যে মলমটা এটাতেই নিশ্চয় মেশানো আছে ফসফরাস—জন্তুটার সারা গায়ে মুখে মাখিয়ে তা আগুনের মত ঝকমক করত। এ মতলবটা মাথায় আসার দুটো কারণ। প্রথমত, বাস্কারভিল পরিবারের অভিশপ্ত হাউণ্ড নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী আর দ্বিতীয়ত, এই রকম প্রাণী অন্ধকারের বুক চিরে যদি লম্বা লম্বা পা ফেলে বিকট চিৎকার করে দৌড় মারে তবে স্যারচার্লসের লোকজন সকলে, এমন কি আমরাও প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হবো। শিকারকে ভয় পাইয়ে মেরে ফেলার এ এক দারুণ সেয়ানা পদ্ধতি। জলার বুকে এমন একটা ভয়ঙ্কর প্রাণীকে যদি চাষাভুষো বা স্থানীয় লোকজন দেখে তবে তাদের পক্ষে এই নরক-কুকুরের কাহিনী বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক হবে; এর সম্পর্কে খোঁজখবর করার মত বুকের পাটা হবে না কারও। আমি তোমাকে লণ্ডনে যা বলেছি, ওয়াটসন এখনও তাই বলছি,' বিস্তীর্ণ জলা আর পঙ্কভূমির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন হোমস্, 'এই জল আর পাঁকের নিচে

কোন এক জায়গায় যে শুয়ে আছে, এই রকম কোন শয়তানের সঙ্গে মোকাবিলা করার সুযোগ এর আগে আমাদের কখনও ঘটে নি।

॥ পনেরো ॥

পিছন ফিরে দেখা

নভেম্বর মাসের শেষদিকে এক সন্ধ্যাবেলা বেকার স্ট্রীটের বৈঠকখানায় আমি আর হোমস্ বসে আছি। শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে চুল্লীতে গনগনে আগুন জ্বালানো হয়েছে। ডেভনশায়ারের রহস্য ভেদ করার পর হোমস্ আরও দুটি মামলার নিষ্পত্তি করেছেন। এজন্যে তাঁকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম কবে তাঁর মুখ থেকে বাস্কারভিল রহস্যের পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনতে পাব। মনে হল, আজ এই সন্ধ্যায় সেই সুযোগ উপস্থিত।

'ব্যাপারটা খুবই সোজা,' বলতে শুরু করলেন হোমস্। 'আমাদের কাছে প্রথম প্রথম অনেক কিছুই হেঁয়ালীর মত ঠেকেছিল। স্টেপলটন নামধারী ব্যক্তিটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নি। মিসেস স্টেপলটনের সঙ্গে তারপর দু-দুবার কথা বলেছি। এখন ব্যাপারটা জলের মত সহজ হয়ে গেছে।'

'দয়া করে গোড়া থেকে কি ভাবে সব কিছু ঘটল তা যদি বল, তাহলে আমার পক্ষে খুব সুবিধে হয়।'

'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে ওদের পারিবারিক ছবিতে আমি স্টেপলটনের যে প্রতিকৃতি আবিষ্কার করেছি তা সত্যিই ওর। লোকটা সত্যি সত্যি একজন বাস্কারভিল। সে স্যার চার্লসের ছোট ভাই রোজার বাস্কারভিলের ছেলে। ভদ্রলোক যৌবনেই দক্ষিণ-আমেরিকায় চলে যান। আমরা শুনেছিলাম যে তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং একটি ছেলেও হয়েছিল। এই ব্যক্তিই সেই ছেলে। সে বেরিল গার্সিয় নামে

কস্টারিকার এক সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করে। এরপর বেশ কিছু সরকারী টাকা আত্মসাৎ করে ভ্যাণ্ডেলার নাম নিয়ে পালিয়ে যায় ইংলণ্ডে। সেখানে ইয়র্কশায়ারে একটি স্কুল স্থাপন করে। এই নতুন ব্যবসা চালু করার একটি কারণ ফ্রেজার নামে একজন শিক্ষকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। আর এই লোকটির কর্মতৎ-পরতার সুযোগ নিয়ে সে জাঁকিয়ে এই ব্যবসা গড়ে তোলে। এর কিছুদিন পর ফ্রেজার মারা যায়। তখন স্কুলটার অবস্থাও চরমে ওঠে। অবশেষে ওটা বন্ধ করে দিতে হয়। ভ্যাণ্ডেলার তখন স্টেপলটন নাম নিয়ে বাকি টাকাকড়ি নিয়ে চলে আসে দক্ষিণ ইংলণ্ডে। সেখানে সে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করে। এই বিষয়টায় তার বরাবর আগ্রহ ছিল এবং আমি বৃটিশ মিউজিয়ামে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে এ বিষয়ে সে সত্যিই একজন বিশেষজ্ঞ এবং ভ্যাণ্ডেলার নাম দিয়ে এক জাতের মথের নামকরণ করা হয়েছে, যে মথ আবিষ্কার করে সে-ই।

এবার তার পরবর্তী জীবন কি রকম হল দেখা যাক। লোকটা নিশ্চয় খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিল যে, তার আর এক বিরাট ভূ-সম্পত্তির মাঝখানে রয়েছে দু'টি মাত্র জীবন। সে যখন ডেভনশায়ারে গিয়ে হাজির হয় তখন তার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু এখানে এসেছিল সে যে দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে তা বোঝা যায় তার নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দেওয়ায়। সম্পত্তিটা সে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল এবং এর জন্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে তৈরি ছিল সে। তার প্রথম কাজ হল বাস্কারভিল হলের খুব কাছাকাছি একটা আস্তানা ঠিক করা আর দ্বিতীয় স্যার চার্লস এবং তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা।

স্যার চার্লস নিজেই তাকে তাঁদের বংশের এই হাউণ্ড-কাহিনীর কথা বলেছিলেন আর এইভাবেই তিনি ডেকে এনেছিলেন নিজের মৃত্যু। স্টেপলটন, এই নামেই ডাকব এখন আমি এই দুরাচারকে, ডাক্তার মর্টিমারের কাছে শুনেছিল যে স্যার চার্লসের হার্ট খুব দুর্বল।

তার মানে মোক্ষম একটি ভয়-দেখানো আঘাতই তাঁকে শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট। সে আরও বুঝেছিল যে স্যার চার্লস এই পিশাচ-কুকুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তার উর্বর মস্তিষ্কে তখন এমনই এক পরিকল্পনা তৈরি হল যাতে স্যার চার্লসের কপালে ঘনিয়ে আসবে চরম বিপদ অথচ তাকে সত্যিকারের খুনী বলে আদৌ সন্দেহ করা যাবে না।

এইরকম পরিকল্পনা স্থির করে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা কাজে লাগাতে উদ্যোগী হল। সাধারণ বুদ্ধির অপরাধী এরকম ক্ষেত্রে হয়ত একটা রাক্ষুসে কুকুর এনে কাজ শুরু করতে চাইত। কিন্তু স্টেপলটনের বুদ্ধি অনেক সূক্ষ্ম। কৃত্রিম উপায়ে কুকুরটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলা তার এই সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয়। ফুলহ্যাম রোডের রস এণ্ড দোকান থেকে সে সবচেয়ে শক্তিশালী আর হিংস্র কুকুরটি কেনে। কুকুরটাকে ডেভনশায়ারে এনে সেটাকে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। প্রজাপতি ধরতে অভ্যস্ত গ্রীমপেন জলার পথটা তার চেনা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে একটা গুপ্ত জায়গায় কুকুরটা রেখে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু এরপর আর কাজ এগোতে চাইল না। স্টেপলটন কুকুরটা নিয়ে তক্কে তক্কে ঘুরতে লাগল পাহাড়ে। সেই সময় কেউ কেউ এই দানবের মত দেখতে কুকুরটি দেখেছে এবং এর সম্পর্কে রচিত কাহিনীটি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। স্টেপলটন প্রথমে তার স্ত্রীকে দিয়ে স্যার চার্লসকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু মিসেস স্টেপলটন এ প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করে দিয়েছিলেন। দৈহিক নিপীড়ন করেও তাঁকে এ পথ থেকে টলানো যায়নি। আকস্মিক ভাবে একটা সুযোগ জুটে গেল স্টেপলটনের সামনে। মিসেস লরা লিয়ন্সকে সাহায্য করার জন্যে স্যার চার্লস যে তহবিল করেছিলেন তার দায়িত্ব দেওয়া ছিল স্টেপলটনকে। এই সূত্রে মিসেস লিয়ন্সের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। স্টেপলটন নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিল এবং বলল যে মিসেস লিয়ন্স তাঁর স্বামীর সঙ্গে আইন মাফিক বিচ্ছেদ ঘটানোর পরই সে তাকে বিয়ে করবে। তার পরিকল্পনা

হঠাৎ ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হল যখন সে শুনল যে হার্টের অসুখের জন্যে স্যার চার্লস লণ্ডন যাবেন। স্টেপলটনের ভয় হল যে স্যার চার্লস একবার এখান থেকে চলে গেলে তাঁর নাগাল পাওয়া শক্ত হতে পারে। তাই সে মিসেস লিয়ন্সের ওপর চাপ দিয়ে তাকে তখনই চিঠি লেখালো ; যে চিঠিতে মিসেস লিয়ন্স অন্তত একবারের জন্যেও বৃদ্ধকে অনুরোধ করেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তারপর সে মিসেস লিয়ন্সকে বুঝিয়ে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে যেতে নিষেধ করল।

সেইদিনই কুম্বিট্রেসি থেকে ফেরবার পথে স্টেপলটন হাউণ্ডটাকে নিয়ে আসে। তার গায়ে লাগিয়ে দেয় সেই নারকীয় রং। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ইউ-বীথিকার মুখে। হাউণ্ডটা স্যার চার্লসকে দেখা মাত্র প্রভুর নির্দেশ পেয়ে তেড়ে যায় বৃদ্ধের দিকে। সেই সরু টানেলের মত ইউ-বীথিকার ভেতর সেই বিশাল কালো জীব মুখব্যাদন করে ছুটে আসছে এবং তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে—ভেবে দেখো সেটা কি একটা ভয়াবহ দৃশ্য। ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে সেই ইউ-বীথিকার প্রান্তে এসে আতঙ্কে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মারা গেলেন তিনি। অসাড় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কুকুরটা হয়ত তাঁর কাছে গিয়ে মৃতদেহটা শুঁকেছিল। তারপর তাঁকে মৃত দেখে ফিরে এসেছিল আবার। সেই জন্যেই ডাক্তার মর্টিমার মৃতদেহের কাছে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। হাউণ্ডটার কাজ শেষ হওয়ামাত্র গ্রীমপেন জলার গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর তারপর থেকে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাকে ঘিরে অদ্ভুত রহস্য আর ভয়।

এই হল স্যার চার্লসের মৃত্যুর কাহিনী। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কেমন চালাকির সঙ্গে করা হয়েছিল সমস্ত কাজটি যাতে আসল খুনীকে কেউ ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করতে না পারে। যে দুজন মহিলা এই কাজে স্টেপলটনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন,—মিসেস স্টেপলটন এবং মিসেস লরা লিয়ন্স—দুজনেই স্টেপলটনকে গভীর সন্দেহ করেন,

কিন্তু আসল রহস্য কি তা আন্দাজ করা সম্ভব হয় না। তাঁদের কারও পক্ষে। মিসেস স্টেপলটন জানতেন যে তাঁর স্বামীর ওই বৃদ্ধকে হত্যা করার পরিকল্পনা আছে। আর জানতেন হাউণ্ডটার কথা। মিসেস লিয়ন্স এসব কিছুই জানতেন না। তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধ স্যার চার্লসের যেদিন যে সময় সাক্ষাতের কথা ছিল সেদিনই সে সময় স্যার চার্লস মারা গেলেন আর এই সাক্ষাতের ব্যাপারটা কেবল স্টেপলটনেরই জানা, আর কারু না। কিন্তু দুই মহিলাকে এমন ভাবে বশে রেখেছিলেন স্টেপলটন যে কারও পক্ষে গোপন কিছু ফাঁস করা সম্ভব ছিল না। এটা হল তার ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব।

কানাডায় যে বাস্কারভিল পরিবারের আরও একজন উত্তরাধিকারী রয়ে গেছেন তা হয়ত স্টেপলটন তখন জানত না। ডাক্তার মর্টিমারের কাছ থেকে অচিরেই সে এই খবর পেল। তখন তার প্রথম উদ্দেশ্য হল এখানে পৌঁছনোর আগেই লণ্ডনে স্যার হেনরীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। নিজের স্ত্রীকে সে বিশ্বাস করত না। স্যার চার্লসকে হত্যার ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় এ অবিশ্বাস আরও বাড়ে। তাই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে এসে সে একটি হোটেলে ওঠে। এখানে একটি ঘরে স্ত্রীকে আটকে রেখে, একটি দাড়ি লাগিয়ে সে ডাক্তার মর্টিমারকে অনুসরণ করে বেকার স্ট্রীট হয়ে লণ্ডন স্টেশনে। ওর স্ত্রী জানতেন যে তাঁর স্বামী এই তরুণ উত্তরাধিকারীকে হত্যার মতলব ভাঁজছে। তাই তিনি তাঁকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যমের মত ভয় করতেন তিনি স্বামীকে। তাঁর হাতের লেখা চিনতে পারলে মহিলার নিজেরই প্রাণের আশংকা, তাই তিনি খবরের কাগজ থেকে অক্ষরগুলি কেটে একটি চিঠি তৈরি করে পাঠালেন স্যার হেনরীকে। স্যার হেনরী সেই চিঠির মাধ্যমে প্রথম জানতে পারেন এখানে বিপদ তাঁর জন্যে ওত পেতে রয়েছে।

স্টেপলটনের খুব দরকার ছিল স্যার হেনরীর একটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস সংগ্রহ করার, যাতে হাউণ্ডটাকে সেটা শুঁকিয়ে সে

তাকে লেলিয়ে দিতে পারে তাঁর পেছনে। তার মত চতুর এবং সুযোগ-সন্ধানী লোকের পক্ষে হোটেলের বেয়ারাকে ঘুষ দিয়ে একটা বুট যোগাড় করা ছিল খুবই সহজ কাজ। প্রথমে ভুল করে নতুন বুট জুতোটা হাতিয়ে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে সে যোগাড় করে পুরনো জুতোর একটা পাটি। তখনই আমার সন্দেহ হয় এই চক্রান্তের মধ্যে আছে একটি হাউণ্ড যাকে ওই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জুতোর গন্ধ শুঁকিয়ে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে এটি সংগ্রহ করা হচ্ছে এত সুপরিকল্পিত ভাবে।

তারপর সে মর্টিমারকে অনুসরণ করে আমাদের বাড়ি দেখে যায়। আমাদের বাড়ি এবং আমার চেহারা দেখলেই যাতে সে চিনতে পারে তাই সে একাজ করে। এই থেকে অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে বাস্কারভিল হলেই কেবল অপরাধ করে নি সে। তার কুকর্মের নজীর ছড়িয়ে আছে অন্যত্রও। গত তিন বছরে পশ্চিম ইংলণ্ডে বেশ কয়েকটি ডাকাতি হয়ে গেছে। এর কোনটিতেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা যায় নি। আমার কোন সন্দেহ নেই এ সবের পেছনে ছিল স্টেপলটন—তার হাতের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছিল এবং নতুন রসদ জোটানোর জন্যে এইসব কাণ্ড সে-ই করেছিল। এইভাবে ক্রমশ সে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। সে যখন জানতে পারল যে এই মামলার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে তখন বুঝতে পারল যে লণ্ডনে সে কোন সুবিধে করতে পারবে না, তাই বাধ্য হয়ে ফিরে গেল ডেভনশায়ারে।'

'এক মিনিট, আমি বললাম, 'ঘটনা সবই তুমি পর পর বলে যাচ্ছ, কিন্তু একটা বিষয়ে আমার কৌতূহল থেকে যাচ্ছে। সে যখন লণ্ডনে এসেছিল তখন হাউণ্ডটার কি ব্যবস্থা করেছিল ?

'ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি,' হোমস্ বললেন, 'এ্যান্টনী বলে একটি চাকর আছে স্টেপলটনের, আমি দেখেছি তাকে গ্রীমপেন জলার গোপন পথ দিয়ে যেতে। যতদূর মনে হয় এরই দায়িত্বে রেখে আসা হয়েছিল হাউণ্ডটাকে। লোকটা তার প্রভুর অনুপস্থিতিতে

কুকুরটার দেখাশুনো করত, যদিও সে কখনও জানতে পারে নি কোন্ উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে ওটা।

এর পর স্টেপলটন ডেভনশায়ারে ফিরে যায়। প্রায় তার পেছন-পেছনই যাও তুমি আর স্যার হেনরী। এখন এই রহস্য সম্বন্ধে আমি কতখানি জানতে পেরেছি তা নিয়ে হয়ত তোমার কৌতূহল আছে। তোমার হয়ত মনে আছে স্যার হেনরীকে পাঠানো ছাপা শব্দ আঁটা কাগজটা আমি খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে-ছিলাম। পরীক্ষা বলতে নাকের কাছে নিয়ে তার ঘ্রাণ নেওয়ার কথা বলতে চাইছি আমি। সেই কাগজ থেকে যুঁই ফুলের মৃদু সুগন্ধ পেলাম আমি। প্রায় পঁচাত্তর রকমের সুগন্ধী আছে এবং একজন দক্ষ অপরাধ-বিজ্ঞানীর উচিত সব কটির তফাৎ বুঝতে পারা। সুগন্ধের অস্তিত্ব থেকে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম এর মধ্যে আছেন একজন নারী। হাউণ্ডের অস্তিত্বের কথা আগেই টের পেয়েছিলাম।

ডেভনশায়ারে পৌঁছে আমার কাজ ছিল স্টেপলটনের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা। তুমি আমি একসঙ্গে থাকলে সে আমাদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলত এবং তখন আরও বেশী সাবধান হত। কিন্তু এখন সকলের চোখের আড়ালে থেকে আমার তার ওপর নজর রাখার খুব সুবিধে হল। বেশীর ভাগ সময় আমি কুম্বি ট্রেসিতে থাকতাম। কখনও বাদায়। কার্টরাইটকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম লণ্ডন থেকে সে আমার খাবারটা এনে দিত। আমি যখন স্টেপলটনের গতিবিধি লক্ষ্য করতাম সে তখন লক্ষ্য করত তোমাকে।

আমি আগেই বলেছি যে তোমার রিপোর্টগুলো বেকার স্ট্রীট ঘুরে আমার কাছে পৌঁছে যেত। এগুলি আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। যেমন বাদায় সেলডেনের আবির্ভাবে যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়ে ব্যাপারটা এবং ব্যারীমুরের সঙ্গে তার সম্পর্কে এটা বেশ ঘোরালো হয়ে পড়ে। খুব চমৎকার ভাবে তুমি যে এই জট ছাড়িয়েছিলে তা স্বীকার না করে উপায় নেই, যদিও একই সিদ্ধান্তে আমি আগেই পৌঁছেছিলাম নিজের চোখে সব দেখার পর।

তুমি আমাকে পাহাড়ের ওপর দেখে ফেলার আগেই আমি এ রহস্যের সব কিছু জানতে পেরে যাই। কিন্তু আমি এমন কোন প্রমাণ তখনও যোগাড় করতে পারি নি যার দ্বারা জুরীদের অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট করা যায়। এমন কি সে রাতে স্যার হেনরীকে হত্যা করতে গিয়ে স্টেপলটন যে সেলডেনকে খতম করে বসে তাতেও তাকে খুনী বলে প্রমাণ করা যায় না। ওকে হাতে-নাতে ধরা ছাড়া কোন পথ নেই আর তা করা যেতে পারে একমাত্র স্যার হেনরীকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা তাই করলাম এবং আমাদের মক্কেলের প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের বিনিময়ে সাধিত হল আমাদের উদ্দেশ্য। স্টেপলটন তলিয়ে গেল স্বখাত সলিলে। এ কাজটি করতে গিয়ে স্যার হেনরীকে যে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তার জন্যে আমি লজ্জিত। জানোয়ারটা যে এমন নৃশংসভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে আর ঠিক সেই সময়েই যে কুয়াশা চারিদিক এমন করে ঢেকে দেবে তা অনুমান করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। স্যার হেনরী এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। আমি আশা করি ডাক্তার মর্টিমারের সুচিকিৎসার গুণে তিনি অচিরে তাঁর হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।'

'হোমস্, একটা কথা। হাউণ্ডটাকে দেখে স্যার চার্লস যতটা কাবু হয়ে পড়েছিলেন তরুণ হেনরীও যে ততটাই দিশেহারা হয়ে পড়বেন এবং মারা যাবেন তাঁর কাকার মত, এমনটা স্টেপলটন কি করে আশা করলেন?'

'কুকুরটা একেবারে বুনো, তারপর তাকে আধপেটা খাইয়ে রাখা হয়েছিল। তাই সে হয়ে উঠেছিল মারাত্মক রকমের হিংস্র। যদি তার শিকার ভয় পেয়ে মারা না-ও যেত তবে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা সে নিশ্চয় হারিয়ে ফেলত।'

'তাতে সন্দেহ নেই। আর একটা ব্যাপারে আমার একটা খটকা আছে। স্টেপলটন যদি উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি পেত তবে সে কি করে এই কথাটা সবাইকে বোঝাত যে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

হয়েও এতকাল অন্য পরিচয়ে এত কাছে বাস করছিল ? সন্দেহ সৃষ্টি না করে কি করে মেনে নেওয়া হত তার দাবী ?'

'হ্যাঁ, অসুবিধে বা বাধা হিসেবে এটা সত্যিই বেশ বড়। কিন্তু এর সমাধান আবিষ্কার করার দায়িত্ব আমার নয়। অতীত এবং বর্তমানই আমার অনুসন্ধানের আওতায় পড়ে, একজন মানুষ ভবিষ্যতে কি করতে যাবে তা আমার বিচার্য নয়। মিসেস স্টেপলটন তাঁর স্বামীকে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন। এর তিনটে সম্ভাব্য পথ ছিল। এক—সে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তার পরিচয় দিয়ে সম্পত্তি দাবী করতে পারত। অথবা লণ্ডনে যতক্ষণ থাকার দরকার ততক্ষণ নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করে কাজ চালিয়ে নিত। তৃতীয় যে পন্থার কথা আমার মাথায় আসে তা হল যে কোন একজন প্রতিনিধি ঠিক করে তাকেই সম্পত্তির দাবীদার বলে প্রমাণ করে নিজে তার উপার্জনের একটা অংশ ভোগ করার ব্যবস্থা করতে পারত। আমরা তাকে যতদূর চিনেছি তা থেকে বুঝতে পারি যে এই সব অসুবিধের মধ্যে থেকে উপায় একটা ঠিক বার করতই সে। হ্যাঁ, এখন ওয়াটসন, প্রিয় বন্ধু আমার, কয়েক সপ্তাহ আমাদের দারুণ ধকল গেছে এবং আমার মনে হয় আমরা আজকের সন্ধ্যাটা অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি। লে-হুগুনট্সে আমার একটি বক্স বুক করা আছে। তুমি কি বেসজিকমকের বাজনা কখনও শুনেছো ? যদি না শুনে থাকো তাহলে দয়া করে আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। মার্সিনিতে রাতের খাবার খেয়ে সব কিছু ভুলে চল কিছুক্ষণ সঙ্গীতসমুদ্রে অবগাহন করে আসা যাক।

নোটবইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখছি যে, গত আট বছর ধরে প্রায় সত্তরটি কেসে আমি আমার বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে কাজ করে তার পদ্ধতি অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছি। এর মধ্যে রয়েছে, কিছু মজার, কিছু করুণ আবার বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক থেকে এর সবকটিই অসাধারণ। হোমস্ গোয়েন্দাগিরি করতেন পয়সা রোজগারের জন্য নয়, এই বৃত্তিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে। তিনি এমন কোন মামলা হাতে নিতেন না যার তদন্ত সাধারণ মামলার পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত বিচিত্র কেসগুলির কথা মনে করলে যে একটিকে সব দিক থেকে আমার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয় সেটি হল স্টোক মোরানের সারে পরিবারের রয়লটদের মামলা। এ কেসটি যখন হাতে এসেছিল তখন আমরা দুজনে বেকার স্ট্রীটের এক বাসা ভাগাভাগি করে থাকি। এই কাহিনীর গোপনতা রক্ষার জন্যে এতকাল তার কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলাম আমি। কিন্তু এখন আর সে গোপনতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। কেন না, এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্র যে মহিলাটি গত মাসে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। এখন সব ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ হওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। আর তাহলে ডাক্তার গ্রীমস্‌বি রয়লটের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণারও অবসান ঘটবে।

আমার যতদূর মনে আছে, সেটা ১৮২৬ সালের এপ্রিল মাস। একদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গ হতে আমি দেখলাম হোমস্ আমার বিছানায় পাশে দাঁড়িয়ে। হোমস্ বরাবরই একটু দেরীতে শয্যা-ত্যাগ করেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম। তখন বাজে মাত্র পৌনে সাতটা।

'খুব দুঃখিত বন্ধু, তোমাকে ডেকে তোলার জন্যে,' হোমস্ যেন ঠাট্টাই করলেন, কেন না, তিনি জানেন আমি বরাবরই তাঁর আগে উঠি। 'কিন্তু ব্যাপার কি জানো ? মিসেস হাডসন এই সাতসকালে তাঁর ঘুম ভাঙানোর জন্যে আমাকে দু' কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, এখন তোমায় শোনানোর পালা—'

'ব্যাপার কি ?' আগুন লেগেছে নাকি বাড়িতে ?'

'আগুন নয়, মক্কেল।' বয়সে যুবতী এবং মনে হচ্ছে তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত। বৈঠকখানাঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি তাঁকে। এখন বুঝে দেখ, যুবতী নারী যখন এই সাতসকালে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ে, বাড়ি এসে লোকের ঘুম ভাঙায়, তখন তার পেছনে কারণটা যে বিশেষ গুরুতর তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। কেসটা নিশ্চয় খুব চমকপ্রদ এবং এটা তোমার গোড়া থেকে শোনা উচিত মনে করেই ঘুম থেকে ডেকে তুললাম তোমায় এখন।'

'ভায়া, এ সুযোগ আমি কোন মতেই ছাড়তে রাজী নই।'

হোমসের বিচিত্র পেশার সহযোগী হওয়ার চেয়ে আর আনন্দের কিছু ছিল না আমার কাছে। পোশাক পরে আমি তখনই তৈরি হয়ে নিলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্ধুর পিছু পিছু হাজির হলাম আমাদের বসার ঘরে। কালো পোশাকে সুসজ্জিতা এক মহিলা বসে আছেন সে ঘরে, তাঁর মুখের সামনে ঘোমটা। আমরা ঘরে পা দেওয়া মাত্র উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'সুপ্রভাত,' ঘরে ঢুকে উৎফুল্লস্বরে বললেন হোমস্, 'আমার নাম শার্লক হোমস্। ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী ডাক্তার ওয়াটসন। এঁর সামনে আপনি আমায় সব কথাই বলতে পারেন।' আমি দেখে খুশী হলাম যে মিসেস হাডসন ঠিক মনে করে চুল্লীটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। 'অনুগ্রহ করে আপনি আগুনের কাছে সরে বসুন। আমি আপনার জন্যে এক পেয়ালা গরম কফি আনতে বলি, কেন না আমি দেখছি শীতে আপনি ঠকঠক করে কাঁপছেন।'

'আমি শীতে কাঁপছি না,' হোমসের কথামত আগুনের কাছে

সরে বসতে বসতে মৃদুস্বরে বললেন মহিলা, 'আমি ভয়ে কাঁপছি মিস্টার হোমস্।'

এবার তিনি মুখের ঘোমটা সরালেন। আমরা লক্ষ্য করলাম তাঁর মুখে চোখে সত্যি ভয়ের ছাপ। তাঁর মুখ এবং শরীর দেখে তাঁর বয়স তিরিশের বেশী হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই বয়সেই তাঁর চুলে পাক ধরেছে। মুখচোখের মধ্যে রয়েছে সন্ত্রস্ত ভাব। হোমস্ তাঁর সুপরিচিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ভদ্রমহিলার আপাদমস্তক দেখে নিলেন।

'আপনার ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই,' হোমসের কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।...আপনি নিশ্চয় সকালের ট্রেনে এসেছেন, তাই না?'

'আপনি কি আমাকে চেনেন?' বোঝা গেল মহিলা একটু অবাক হয়েছেন।

'না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি একটা রিটার্ন টিকিটের আধখানা আপনার বাঁ হাতের দস্তানায় গোঁজা রয়েছে। আপনি নিশ্চয় খুব সকালে রওনা দিয়েছেন। স্টেশনে পৌঁছবার পরেও একটা ডগ-কার্টে চড়ে বিশ্রী রাস্তার ওপর দিয়ে অনেকখানি পথ আসতে হয়েছে আপনাকে।'

ভদ্রমহিলা বেশ চমকে উঠে আমার বন্ধুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'হোমস্ হাসলেন এবং মহিলাকে আশ্বস্ত করার সুরে বললেন,' এতে রহস্য কিছুই নেই। আপনার জ্যাকেটের বাঁ দিকের হাতায় কম করে সাত জায়গায় কাদা লেগেছে। দাগগুলো একেবারে টাটকা। ডগ-কার্ট ছাড়া আর কোন গাড়ি এমন করে কাদা ছিটোয় না।'

'আপনি যে ভাবেই এটা বুঝে থাকুন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন,' মহিলা বললেন, 'আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ছ'টার আগে। লেদারহেডে পৌঁছেছি কুড়ি মিনিট পরে, তারপর প্রথম ট্রেন ধরে এসে পৌঁছেছি ওয়াটার্লু।...এই যন্ত্রণা আমি আর সহ্য

করতে পারছি না। এইভাবে চললে আমি পাগল হয়ে যাব। আমার বন্ধু বলতে কেউ নেই—একজন ছাড়া। সেই মিসেস ফারিনটোসের কাছে আপনার কথা শুনেছি মিস্টার হোমস্। আপনার বোধ হয় মনে আছে মিস্টার হোমস্। মিসেস ফারিনটোসকে আপনি তাঁর বিপদে খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আমি আপনার ঠিকানা পেয়েছি। আপনার কি ইচ্ছে হয় না আমাকেও একটু সাহায্য করতে? ইচ্ছে করে না যে, যে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি নিমজ্জিত হয়েছি তার মধ্যে সামান্য একটু আলো দেখাতে? ঠিক এখনই আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে, কিন্তু মাস দেড়েকের মধ্যে যখন আমার বিবাহ হবে এবং আমার নিজস্ব রোজগার হবে তখন দেখবেন আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

হোমস্ তাঁর টেবিলের কাছে উঠে গিয়ে একটি দেরাজ খুলে তাঁর বিখ্যাত কেসবুকটি বার করলেন।

'ফারিনটোস! হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, এটি একটি টায়রা হারানোর মামলা ছিল। ওয়াটসন, তখনও তুমি আমার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করো নি। হ্যাঁ মহাশয়া, আপনাকে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আপনার কেসটিও আমি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে দেখব। আর আমার পারিশ্রমিকের ব্যাপারে বলতে পারি যে আমার কাজ করে আমি এত আনন্দ পাই যে সেটাই আমার পারিশ্রমিক হয়ে ওঠে। ও নিয়ে আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। এখন আমি আপনাকে অনুরোধ করব সব ঘটনা আমাকে খুলে বলার জন্যে।'

'দুঃখের কথা কি বলব,' মহিলা খেদের সঙ্গে বললেন, 'যে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে আমি পড়েছি এবং সন্দেহের কারণ এতই প্রচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট যে আমার কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে তা বলতে গেলে তারা সেসব এক দুর্বলচিত্ত নারীর উদ্ভট কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু মিস্টার হোমস্,' মহিলা তাঁর বেদনার্ত মুখ আমার বন্ধুবরের দিকে তুলে বললেন, 'আমি শুনেছি, মানবচরিত্রের বিচিত্র দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখবার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনিই আমাকে

বলতে পারেন এই বিপদসংকুল পথে আমি কি করে পা বাড়াব?

'আমি আপনার সমস্যা শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি, মহাশয়া।'

'আমার নাম হেলেন স্টোনার, আমি আমার বি-পিতার সঙ্গে বাস করি। আমার বি-পিতা ইংলণ্ডের প্রাচীনতম স্যাক্সন পরিবারের একমাত্র বংশধর। সারের পশ্চিম প্রান্তে স্টোক মোরানে আমাদের বাড়ি।'

মাথা নেড়ে হোমস্ বললেন, 'হ্যাঁ, নামটি ইতিপূর্বে আমার শোনা।'

'একসময় এই পরিবারটি ছিল ইংলণ্ডের একটি ধনাঢ্য পরিবার। এঁদের জমিদারী উত্তরে বার্কশায়ার থেকে পশ্চিমে হ্যাম্পশায়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গত শতাব্দীতে অবশ্য পরপর চারজন অমিতাচারী বংশধরের বেহিসেবী খরচের ধাক্কায় এঁদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এক জুয়াড়ী এঁদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন করে তোলে। এর ফলে কয়েক একর জমি ও একটি দুশো বছরের পুরনো বাড়ি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ বাড়িটিও বন্ধক দেওয়া। শেষ বংশধরটি অশেষ কষ্টের মধ্যে দিয়ে এক অভিজাত নিঃসম্বলের জীবন কাটিয়ে দেন। তাঁর একমাত্র সন্তান আমার বি-পিতা যখন দেখলেন যে সংসারের এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাঁকে মানিয়ে নিতে হবে, তখন তিনি এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা আগাম নিয়ে, এক ডাক্তারী ডিগ্রি নিয়ে পাড়ি দেন কলকাতা। এখানে পেশাগত চাতুর্য এবং চরিত্রবলের সাহায্যে তিনি পশার জমিয়ে ফেলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ভাগ্যপরিবর্তন হয়। বাড়িতে এক ডাকাতি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়ী সন্দেহ করে তিনি রাগের মাথায় তাঁর পাচকটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। খুনের দায়ে তাঁর ফাঁসি হওয়ার কথা, কিন্তু বহু কষ্টে সে চরম শাস্তি এড়িয়ে তিনি কয়েদ খাটেন বেশ কয়েক বছরের জন্যে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন ইংলণ্ডে ফেরেন তিনি, তখন তাঁর মত হতাশ ও বিষাদগ্রস্ত মানুষ এ দেশে খুব কমই ছিল।

ভারতে থাকাকালীন ডাক্তার রয়লট আমার মা, বেঙ্গল আর্টিলারীর মেজর-জেনারেল স্টোনারের বিধবা মিসেস স্টোনারকে বিবাহ করেন। আমি এবং জুলিয়া ছিলাম যমজ বোন। আমার মা'র দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় আমাদের বয়স ছিল মাত্র ছ বছর। আমার মায়ের রোজগার তখন বেশ ভালই ছিল—বছরে প্রায় এক হাজার পাউণ্ড। এ টাকার পুরোটাই তিনি ডাক্তার রয়লটের হাতে তুলে দেন কেবল একটি শর্তে যে এই টাকার একটি অংশ আমাদের দুই বোনকে দেওয়া হবে আমাদের বিয়ের সময়। আমাদের ইংলণ্ডে ফেরার অল্পদিন পরেই আমাদের মায়ের মৃত্যু হয়। ক্রু'র কাছে এক রেল-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। ডাক্তার রয়লট তখন তাঁর পেশা পুরোপুরি ছেড়ে দেন এবং আমাদের ছ বোনকে নিয়ে স্টোক মোরানে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। আমাদের মা যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন তা আমাদের সব প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এবং আমাদের সুখে দিন কাটানোর পথে কোন বাধাই তখন চোখে পড়ে নি।

কিন্তু এই সময় আমাদের বি-পিতার মধ্যে এক ভয়ংকর পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রতিবেশীরা—যারা একজন রয়লট বংশের লোক তাদের সাবেক বাড়িতে ফিরে আসায় বেজায় খুশী হয়েছিল, তাদের সঙ্গে তিনি কোনরকম যোগাযোগই রাখলেন না। কালেভদ্রে তিনি বাড়ির বাইরে বেরুতেন এবং তখনও কারুর সঙ্গে দেখা হলেই বিশ্রীভাবে ঝগড়া করতেন তার সঙ্গে। শুনেছি, বদমেজাজ এবং খিটখিটে স্বভাব ছিল রয়লট পরিবারের বংশগত রোগ। আমার বি-পিতার ক্ষেত্রে এটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমার অনুমান, বহুকাল যাবৎ গরম আবহাওয়ার দেশে বাস করার জন্যে তাঁর মধ্যে এই লক্ষণ আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। পর পর বেশ কয়েকটি হাতা-হাতির ব্যাপার ঘটে গেল এবং এর মধ্যে দুটির জের গড়ালো আদালত পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তিনি এই গ্রামের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ালেন। লোকে তখন তাঁকে দেখলেই চম্পট দিত, কেন না তাঁর

শরীরে যেমন ছিল মত্ত হাতির বল, তেমনি ক্ষেপে গেলে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

গত সপ্তাহেই তিনি এক অনর্থ করেছেন। গ্রামের এক বৃদ্ধ কামারকে দেয়ালের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন নদীতে। তাঁকে পুলিশী লাঞ্ছনা থেকে বাঁচানোর জন্যে আমার কাছে যত টাকা ছিল সব দিয়ে দিতে হয়েছে। ভাবুন, আমার মত নিঃসহায় মেয়ের পক্ষে এটা কত বড় দণ্ড। গোটা এলাকায় ওই ভবঘুরে বেদের দল ছাড়া তাঁর আর কোন বন্ধু নেই। এই দলটিকে তিনি আমাদের বাড়ির লাগোয়া বাঁশঝাড়ের পাশে তাঁবু ফেলতে দিয়েছেন। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে তাদের তাঁবুতে যান এবং দু-এক দিনের জন্যে ঘুরেও বেড়ান তাদের দলে ভিড়ে। ভারতীয় জীবজন্তু তাঁর প্রিয়। চিঠি লিখে তিনি এইসব জীব আনান। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের বাড়িতে তাঁর পোষ্য জীবের মধ্যে আছে একটি চিতা ও একটি বেবুন। তারা আমাদের বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের লোক যেমন আমার বি-পিতাকে তেমনি এই জীব দুটিকে সমান ভয় করে।

'আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন যে, বোন জুলিয়া এবং আমার জীবনে সুখের বলে কিছু ছিল না। মারা যাওয়ার সময় তার বয়স হয়েছিল তিরিশ, আর আমার মত তারও ওই বয়সে মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছিল।'

'আপনার বোন তাহলে মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক দু বছর আগে। আর তার মৃত্যুর বিষয় নিয়েই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, যে অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে আমরা বাস করছিলাম তাতে আমাদের বয়সী এবং অবস্থার কোন লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই ঘটত না। থাকার মধ্যে ছিলেন এক মাসী, মা'র অবিবাহিতা বোন মিস হনোরিয়া ওয়েস্টফিল। ইনি থাকেন হ্যারোর কাছে। বি-পিতা মাঝে মাঝে এর বাড়িতে আমাদের যেতে দিতেন।

ছু বছর আগে বড়দিনের সময় জুলিয়া তাঁর বাড়িতে গেলে নৌ-বিভাগের এক মেজরের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তাঁর সঙ্গে তার বিয়ের কথাও পাকা হয়ে যায়। জুলিয়া ফিরে আসার পর তার কাছ থেকে বি-পিতা তার বাগদত্তা হওয়ার খবর শোনেন এবং তার বিয়েতে কোন আপত্তি তোলেন না। কিন্তু বিয়ের তারিখের পনের দিনের মধ্যে ঘটে যায় এক মারাত্মক ছুর্ঘটনা—যার ফলস্বরূপ আমি আমার একমাত্র সঙ্গীটিকে বরাবরের জন্যে হারাই।'

শার্লক হোমস্ এতক্ষণে চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলেন, এখন সিধে হয়ে বসে চোখ মেলে তাকালেন হেলেন স্টোনারের দিকে।

'অনুগ্রহ করে কি ঘটেছিল সব আমায় বলুন ?'

'খুঁটিনাটি সব কিছু বলা আমার পক্ষে সহজ, কেন না, সেই আতংকগ্রস্ত সময়ের সব ঘটনা আমার স্মৃতিতে গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছে। আমাদের বাড়িটা, আমি আগেই বলেছি, খুব পুরনো এবং এর একটা অংশেই কেবল মানুষ বাস করতে পারে। এই অংশটার শোবার ঘরগুলো সব একতলায় আর বসবার ঘর বাড়িটার মাঝের অংশে। বেড রুমগুলির প্রথমটি ডাক্তার রয়লটের, দ্বিতীয়টি আমার বোনের, তিন নম্বরেরটি আমার নিজের। এই তিনটির সামনে করিডর একটাই, কিন্তু কোন ঘর দিয়ে অন্য ঘরে যাতায়াত করা যায় না। ঘরগুলোর অবস্থান আমি কি বোঝাতে পেরেছি আপনাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনটি ঘরের সব কটা জানলাই লনের ওপরে। যে রাত্রের কথা বলছি সেই রাত্রে ডাক্তার রয়লট একটু আগেই তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। যদিও আমরা বুঝতে পারছিলুম যে তিনি তখনও ঘুমোতে যান নি, কেন না জুলিয়া তখনও তিনি যে কড়া ভারতীয় চুরুট পান করেন তার গন্ধ পাচ্ছিল। জুলিয়া এই গন্ধ সহ্য করতে পারত না। সে তাই আমার ঘরে চলে এসেছিল। আমরা ছুই বোন কিছুক্ষণ গল্প করলাম। গল্প হচ্ছিল তার বিয়ে নিয়ে। তারপর সে তার ঘরে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে আমার দিকে ফিরে

তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা হেলেন, মাঝরাতে কখনও শিসের শব্দ শুনেছো তুমি ?'

না তো। জবাব দিলাম আমি।

'আমার মনে হয়, ঘুমের মধ্যে তুমি কখনও শিস দাও না— তাই না ?'

নিশ্চয় না। কিন্তু কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ বল দেখি ?

জিজ্ঞেস করছি এই কারণে যে, গত কয়েক রাত ধরে প্রায় তিনটের সময় আমি একটা চাপা অথচ স্পষ্ট শিস শুনতে পাচ্ছি। আমার ঘুম খুব গাঢ় নয়, তাই এই শিস্ কানে যেতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঠিক কোথা থেকে এই শিসের শব্দ আসে তা আমি বলতে পারব না। হয়ত পাশের ঘর থেকে বা ওই লন থেকে। আমি ভেবেছিলাম তোমায় জিজ্ঞেস করব তুমি কোনদিন এ শিস্ শুনেছ কি না।

না, আমি শুনি নি। আমার মনে হয়, এ নিশ্চয় ওই বাউণ্ডুলে বেদেগুলোর কাজ।

খুব সম্ভব। কিন্তু যদি লন থেকেই এই শব্দ আসে, তাহলে আশ্চর্যের কথা যে তুমি তা শুনতে পাও নি।

সেটা বোধহয় এই জন্যে যে আমার ঘুম তোমার চে'য় অনেক গাঢ়।

হয়ত তাই হবে। জুলিয়া হাসল। 'যাক এ নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। সে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আমি তার ঘরের দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ শুনতে পেলাম।'

'আপনারা কি বরাবরই ভেতর থেকে ঘর বন্ধ করে শোন ? জিজ্ঞেস করলেন হোমস্।'

'বরাবর।'

'কিন্তু কেন ?'

'আপনাকে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের বি-পিতা একটি চিতা ও একটি বেবুন পুষতেন। ওই দুটি জানোয়ারের জন্যে ঘর ভেতর থেকে বন্ধ না করে শুলে আমরা নিরাপদ বোধ করতাম না।'

'হ্যাঁ সেটা ঠিক কথা। দয়া করে আপনার কাহিনী শুরু করুন।'

'আমি সে রাতে ঘুমোতে পারি নি। একটা আসন্ন দুর্ভাগ্যের সংকেত যেন বিব্রত করছিল আমায়। আপনার নিশ্চয় মনে আছে আমি গোড়াতেই বলেছি যে জুলিয়া আর আমি যমজ বোন। যমজ ভাইবোনদের হৃদয় মন এক অতি সূক্ষ্ম বন্ধনে বাঁধা থাকে। সে রাতটা ছিল একটা অশুভ রাত, বাইরে জোর বাতাস বইছিল এবং বৃষ্টির ছাট এসে আছড়ে পড়ছিল জানলার কাচে। হঠাৎ এই ঝড়বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল এক আতঙ্কিত নারীর আর্তনাদ। এ আর্তনাদ যে আমার বোনের তা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। দরজা খোলার সময় আমার কানে এল একটি চাপা শিসের শব্দ যার কথা আমার বোন আমায় রাত্রে বলেছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই কানে এল ঝন্‌ঝন্‌ করে কোন ধাতব পদার্থ মাটিতে পড়ার শব্দ। আমার বোনের ঘরের সামনে এসে দেখলাম যে, তার ঘরের দরজার তালা খোলা। আস্তে আস্তে পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে আসছে। তখনই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, না জানি ভেতরে গিয়ে কি দেখতে পাব! বারান্দার আলোয় আমি দেখতে পেলাম আমার বোনকে। তার সমস্ত মুখে আতঙ্কের ছাপ, সে হাত দুটি তুলে যেন সাহায্য ভিক্ষা করছে। সমস্ত শরীর যেন নেশার ঘোরে দুলছে ডাইনে বাঁয়ে। আমি ছুটে তার কাছে গিয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। ঠিক সেই সময় হাঁটু ভেঙে সে পড়ে গেল মাটিতে। যন্ত্রণায় বিবশ তার শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কাঁপছে থর থর করে। আমি ভেবেছিলাম সে হয়ত আমায় চিনতে পারে নি। কিন্তু আমি তার মুখের ওপর ঝুঁকতেই আতঙ্কভরা গলায় সে ফিস ফিস করে বলল, হা ঈশ্বর, সেই ফিতে! হেলেন, সেই ডোরাদার ফিতে! বিড়বিড় করে আরও কি সব সে বলল, তা আমার বোধগম্য হল না। হাত তুলে সে দেখাল ডাক্তারের ঘরের দিকে। এসময় আবার তার শরীরে কাঁপুনি শুরু হতে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমি ছুটে বেরিয়ে এসে সাহায্যের জন্যে

আমার বি-পিতাকে ডাকলাম। ড্রেসিংগাউন চাপিয়ে তিনি তাঁর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। তিনি যখন আমার বোনের পাশে পৌঁছলেন তখন সে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। তিনি তাকে ব্র্যাণ্ডি পান করালেন এবং গ্রাম থেকে চিকিৎসক আনানোর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সব বৃথা হল। আস্তে আস্তে প্রাণের লক্ষণ মুছে গেল তার শরীর থেকে। আর চেতনা ফিরে পেল না জুলিয়া। আমার চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সংসারে আমার একমাত্র প্রিয়জন।'

'একটা কথা,' হোমস্ এতক্ষণ বাদে কথা বললেন, 'শিস এবং ধাতব আওয়াজ সম্পর্কে আপনি কি নিশ্চিত?'

'আমাদের গ্রামের করোনার তদন্তের সময় আমাকে এই একই কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি এই শব্দ শুনেছি। তবু বলব, ঝড়ের প্রচণ্ড হুংকার এবং একটা পুরনো বাড়ির নানারকম শব্দের মধ্যে হয়ত আমার ভুলও হতে পারে।'

'আপনার বোন কি বাইরে যাওয়ার পোশাক পরেছিলেন?'

'না, তার পরণে ছিল রাত্রিবাস। তার ডান হাতে পাওয়া গিয়েছিল পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি একটি আর বাঁ হাতে একটা দেশলাইয়ের বাক্স।'

'এ থেকে বোঝা যায়, বিপদ যখন ঘটে, তখন সে আলো জ্বেলে কিছু দেখতে চেয়েছিল। এটা খুব গুরুতর কথা। হ্যাঁ, করোনার এ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন?'

'তিনি কেসটি খুব খুঁটিয়ে তদন্ত করেছিলেন, কেন না ডাক্তার রয়লটের আচরণ বেশ কিছুদিন ধরে ওই গ্রামে একটা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তিনি কোন সূত্র খুঁজে পান নি। আমি আমার সাক্ষ্যে বলেছি যে, দরজা ভেতর থেকে শক্ত করে আটকানো ছিল আর জানলায় ছিল পুরনো আমলের খড়খড়ি। দেয়ালগুলি ভাল করে টোকা মেরে দেখা হয়েছে, তার সবটাই নিরেট। ঘরের মেঝে পরীক্ষা করেও সেই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। ছাদের চিমনিগুলো খুব বড়, কিন্তু তা মোটা লোহার

শিক দিয়ে আটকানো। আমার বোন যে দুর্ঘটনার সময় একা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া তার শরীরে কোন আঘাত বা নির্যাতনের চিহ্নমাত্র ছিল না।'

'কোন বিষ প্রয়োগ সন্দেহ করা হয়েছে কি ?'

'ডাক্তাররা সেটা আবিষ্কার করার জন্যে তাকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি।'

'আপনার বোনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আপনার কি অনুমান ?'

'আমার মনে হয়, সে ভয় এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যের শিকার হয়েছে। কিন্তু কি দেখে সে এত ভয় পেয়েছিল তা কল্পনা করা আমার সাধ্যের বাইরে।'

'বেদের দল তখন কোথায় ছিল ?'

'হ্যাঁ, তাদের কিছু লোক সবসময় ওখানে থাকে।'

'এখন বলুন, ওই ডোরাদার ফিতে সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ?'

'এক-এক সময় আমার মনে হয়, ওটা প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। কিংবা হয়ত সত্যিকারের কোন ফিতে—ওই বেদেরা যে এক ধরনের নকশা-আঁকা রুমাল মাথায় বাঁধতো তার কথাই বলতে চেয়েছে বোন।'

হোমস্ এমন ভাবে মাথা নাড়লেন যা দেখে মনে হল, এই ব্যাখ্যায় আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তিনি।

'রহস্য খুবই জটিল,' গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন হোমস্। 'যাই হোক আপনি শেষ করুন আপনার কাহিনী।'

'তারপর থেকে দু' বছর কেটে গেছে আর আমার জীবন সেই থেকে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। মাস খানেক আগে অবশ্য আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করেছেন এবং এই যুবক মিস্টার আর্মিটেজের সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। আমার বি-পিতা এই বিয়েতে কোন আপত্তি জানান নি। আগামী বসন্ত ঋতুতে আমাদের বিয়ে হবে। দুদিন আগে আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকটায় মেরামতি শুরু হয়েছে, যার জন্যে আমাকে আমার বোনের ঘরে উঠে

করতে হবে। এখন আমাদের এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। মিস রয়লট, ধরুন আজ যদি আমরা স্টোক মোরান যাত্রা করি তাহলে আপনার বি-পিতাকে না জানিয়ে আমাদের ও-বাড়ির ঘরগুলো দেখানো কি সম্ভব হবে?'

'আজই তিনি বিশেষ কোন কাজে শহরে আসার কথা বলছিলেন। সম্ভবত তিনি সারাদিন শহরের বাইরে কাটাবেন। সেক্ষেত্রে বাড়িটা নিরুপদ্রবে দেখার পক্ষে আমাদের কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বুড়ি ঝিটি একেবারেই বোকা। তার নজর এড়িয়ে এ কাজ করা মোটেই শক্তি হবে না।'

'চমৎকার! ওয়াটসন, স্টোক মোরান যেতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'একেবারেই না।'

'তাহলে আমরা দুজনেই যাব। আপনার কিছু কাজ আছে কি আজ?'

'আমাকে ছোটখাট দু-একটি কাজ সারতে হবে। তবে আমি দুপুর বারোটার মধ্যে ফিরতে চাই যাতে আপনারা সেখানে পৌঁছানোর আগে আমি হাজির থাকতে পারি।'

'আপনি বিকেলের দিকে আমাদের আশা করতে পারেন। ছোট-খাট কিছু কাজ সেরে রওনা দেব আমরা। আপনি কি প্রাতরাশ খেয়ে যাবেন না আমাদের সঙ্গে? অনুরোধের সুরে বললেন শার্লক হোমস্।'

'না, আমাকে উঠতে হবে। আপনাকে আমার বিপদের কথা বলতে পেরে খুব হাল্কা লাগছে নিজেকে। আমি বিকেলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। মাথার ওপর ঘোমটা ফেলে দিয়ে মহিলা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'কি ওয়াটসন, এই ঘটনা সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?' চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রশ্ন করলেন হোমস্।

'আমার মনে হয়, এটা একটা অতি জঘন্য এবং বিশ্রী ব্যাপার।'

'ঠিকই বলেছ। বিশেষ জঘন্য এবং বিশেষ শয়তানীতে পূর্ণ।'

আসতে হয়েছে এবং যে বিছানায় সে ঘুমোত সেই বিছানাতেই আমায় শুতে হচ্ছে। যে শিসের কথা জুলিয়া আমায় বলেছিল এবং যা তার মৃত্যুর সঙ্কেত বহন করে এনেছিল, কাল মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায় আমি তা শুনতে পেয়েছি। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কী ভীষণ উত্তেজনা ও আতঙ্ক আমি অনুভব করেছিলাম তখন। আমি তৎক্ষণাৎ বিছানায় উঠে বসে আলো জ্বালি, কিন্তু কিছু দেখতে পাই না। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে, আর ঘুমনো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং দিনের আলো ফোটামাত্র পোশাক পাল্টে একটি ডগ-কার্ট ভাড়া করে চলে আসি লেদারহেডে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে এখানে এসেছি আপনাকে এ ঘটনা বলতে এবং আপনার সাহায্য প্রার্থনা করতে।'

'আপনি ঠিক কাজই করেছেন,' হোমস বললেন, 'তবে আপনি কি সব কথাই বলেছেন আমায়?'

'হ্যাঁ, সব।'

'মিস রয়লট, আপনি সব কথা বলেন নি। আপনি আমার বি-পিতার কোন কাজ গোপন করে গেছেন আমার কাছে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

উত্তরে হোমস মিস রয়লটের হাতের ওপর থেকে কালো লেসের ঝালর সরিয়ে দিলেন। দেখা গেল, তাঁর শুভ্র কব্জির ওপর চারটি আঙুল এবং একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের স্পষ্ট ছাপ আঁকা রয়েছে।

'আপনার ওপর খুব নিষ্ঠুর নিপীড়ন করা হয়েছে।' বললেন হোমস্।

মিস রয়লটের মুখে রক্তাভা ফুটে উঠল। হাতটি ঢেকে দিয়ে তিনি বললেন, 'তিনি বড় কঠোর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর শরীরে কত শক্তি তা বুঝি তিনি নিজেও জানেন না।'

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে দিয়ে কাটল। হোমস্ তাঁর হাতের ওপর থুতনি রেখে চুল্লীর আগুনের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন।

'ব্যাপারটা খুবই জটিল,' একসময় তিনি বললেন, 'আমরা কি ভাবে এগোব তা স্থির করার আগে আরও বহু খবর আমাকে যোগাড়

'দেয়াল এবং মেঝে যদি নিরেট হয়, যেমন মহিলা বললেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর সময় মিসেস জুলিয়া রয়লট ঘরে একা ছিলেন।'

'তাহলে মা রাতে ওই শিসের শব্দ আর বেদেদের সঙ্গে ডাক্তারের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা তুমি যখন মিলিয়ে দেখবে তখন বুঝতে পারবে যে, ডাক্তার তাঁর মেয়ের বিয়েটা ঠেকাতে চেয়েছিলেন। এতে স্বার্থ ছিল তাঁর। মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে ডোরাদার ফিতের কথা এবং মিসেস হেলেন স্টোনারের ধাতব পদার্থের শব্দ শোনা, যা হয়ত হয়েছিল জানলার হুড়কোটা পড়ে যেতে। আমার মনে হয় এই পথে অনুসন্ধান চালালে হয়ত রহস্য কিছু পরিষ্কার হতে পারে।'

'কিন্তু বেদেরা এই ঘটনার সঙ্গে কি ভাবে জড়িত?'

'তা আমি বলতে পারব না।'

'তোমার এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি থাকতে পারে।'

'আমিও তাই মনে করি। ঠিক সেটা বোঝার জন্যেই আজ আমরা স্টোক মোরান যাচ্ছি। আমি দেখতে চাই, আমি যে তত্ত্বটা খাড়া করেছি তার বিরুদ্ধে আপত্তিগুলো কতটা জোরালো। বা তার কোন ব্যাখ্যা যোগাড় করা যায় কি না। কিন্তু একি! এ আবার কি উৎপাত!'

আমার বন্ধু কথার মাঝখানে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন না দরজাটা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল আর সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল বিশাল আকৃতির এক মানুষ। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ একজন কৃষক ও এক চিকিৎসকের অদ্ভুত সমন্বয়। আগন্তুকের মাথায় কালো রংয়ের টুপি, গায়ে লম্বা ফ্রক-কোট, একজোড়া লম্বা মোজা ও হাতে ঝুলছে একটি শিকারের চাবুক। তিনি এত লম্বা যে তাঁর মাথার টুপিটা ঠেকে গেছে দরজার খিলানে। তাঁর প্রস্থও তেমনি বিশাল। তাঁর প্রকাণ্ড মুখমণ্ডলে অসংখ্য দাগ, রোদে সে মুখ পুড়ে হলুদ হয়ে গেছে। তাঁর চোখ দুটি কোটরে ঢোকা আর খাড়া নাক মিলে, তাঁর মুখ দেখে একটি শিকারী বাজপাখি বলে ভুল হতে পারে।

'আপনাদের মধ্যে মিস্টার হোমস্ কোন জন?' জলদ স্বরে প্রশ্ন করলেন ভয়ংকর চেহারার মানুষটি।

'আমারই ওই নাম।' জবাব দিলেন হোমস্। 'কিন্তু মশাইকে তো আমি চিনতে পারলাম না!'

'আমি স্টোক মোরানের ডাক্তার গ্রীমস্‌বে রয়লট।'

'ও, তাই নাকি!' হোমস্ কোন উত্তেজনার লক্ষণ দেখালেন না; 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।'

'না,' গম্ভীর মুখে বললেন ডাক্তার রয়লট, 'আমার বসার কোন দরকার নেই। আমার সৎকন্যা এখানে এসেছিল। সে আপনাকে কি বলেছে আমি জানতে চাই?'

'বছরের এই সময়টা বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।' স্পষ্টতই তার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে মন্তব্য করলেন হোমস্।

'সে আপনাকে কি বলেছে?' ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন রয়লট।

কিন্তু হোমস্ সে প্রশ্নের ধার দিয়েও গেলেন না। হাই তুলে বললেন, 'কিন্তু শুনেছি এবার ক্রকাস ফুল ফোটবার সময় হয়েছে।'

'ও, আপনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান?' আগন্তুক এক পা সামনে এগিয়ে চাবুক আস্ফালন করে গর্জে উঠলেন, 'আমি তোমাকে চিনি বদমাশ। আমি তোমার নাম আগেও শুনেছি, হোমস্, ফোঁপর-দালাল কোথাকার।'

আমার বন্ধুর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

'হোমস্ দালাল এক নম্বরের।'

বন্ধুর মুখের হাসি আরও স্পষ্ট হল।

'হোমস্, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চামচে।'

হোমস্ এবার প্রাণ খুলে হাসলেন। 'আপনার কথা শুনে সত্যি খুব মজা পাওয়া যায়। আপনি যখন বাইরে যাবেন দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দেবেন, কেন না বাইরে থেকে বড় কন্‌কনে হাওয়া আসছে।'

'আমি যাব তখনই যখন আমার সব কথা বলা শেষ হবে। আমি

তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই যে আমাদের ব্যাপারে একেবারেই তুমি নাক গলাবে না। আমি জানি মিস স্টোনার এখানে এসেছিল। আমি অত্যন্ত বেয়াড়া লোক। ক্ষেপে গেলে আমার আর জ্ঞান থাকে না।' কথা বলতে বলতে সামনের দিকে দু পা এগিয়ে গিয়ে তিনি আগুন উসকে দেওয়ার জন্যে রাখা লোহার চিমটেটা তুলে সেটা তাঁর দু হাতের চাপে বেঁকিয়ে দিয়ে আগুনের মধ্যে তা ছুঁড়ে ফেলে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'ভারী মজার মানুষ,' হাসতে হাসতে বললেন শার্লক হোমস্। 'আমার চেহারটা ওর মত শাঁসেজলে নয়, কিন্তু গাড়লটা যদি আর কিছুক্ষণ থাকত তবে আমি ওকে দেখিয়ে দিতে পারতাম যে আমার কব্জির জোর ওর চেয়ে কম নয়।' হোমস্ চিমটেটা তুলে নিয়ে তাঁর দু হাতের চাপে আবার সেটা সিধে করে দিলেন।

'লোকটা কেমন উদ্ধত ভেবে দেখ। আমাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্মচারী বানিয়ে দিলে। এখন এই ঘটনার তদন্ত করবার উৎসাহ আমার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। যাই হোক, আমি আশা করব যে আমাদের তরুণ বন্ধুটি এই শয়তানটার খপ্পরে পড়ার আগেই ঘরে ফিরতে পারবে। হ্যাঁ, তাহলে ওয়াটসন,' হোমস্ হঠাৎ সিধে হয়ে বসলেন, 'আমরা এখন প্রাতরাশ আনতে বলব, তারপর আমি একটু ঘুরে আসব। আমি আশা করছি, সেখানে আমি এমন কিছু খবর পাব যা আমাদের তদন্তে যথেষ্ট সাহায্য করবে।'

হোমস্ ফিরলেন বেলা একটায়। তাঁর হাতে দেখলাম নীল রংয়ের একটি কাগজ যাতে অজস্র হিসেব ও অন্য লেখা।

'মৃতের উইলটা দেখে এলাম আমি।' তিনি বললেন, 'সম্পত্তির এখনকার মূল্য যাচাই করতে আমায় অনেক কিছু হিসেব করতে হয়েছে। ভদ্রমহিলার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত যে এগারোশো ডলার জমিয়েছিলেন কৃষিজ পণ্যের দাম কমে যাওয়ার জন্যে এখন তার দাম দাঁড়িয়েছে সাড়ে সাতশো ডলার। এর মধ্যে প্রত্যেক মেয়ে আড়াই-

শো ডলার করে দাবী করতে পারে তাদের বিয়ের খরচের জন্যে। তাই এটা পরিষ্কার যে দুটি মেয়েই বিয়ে করলে মোটা টাকা বার করে দিতে হত তাদের বি-পিতাকে এবং তাতে তার অবস্থা উঠত চরমে। আমার সকালের পরিশ্রমটা বৃথা যায় নি। কেন না বোঝা গেছে যে, মেয়ের বিয়ের পথে চরম বাধা সৃষ্টি করার পক্ষে প্রচণ্ড কারণ ছিল। আর তাই, ওয়াটসন, ব্যাপারটাকে এখন আর মোটেও হেলাফেলা করা যায় না। বিশেষ করে বুড়ো যখন জানতে পেরেছে আমরা তার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। তাই, তুমি যদি তৈরি থাকো তাহলে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে আমরা এখনই ওয়াটারলু স্টেশনের দিকে রওনা দিতে পারি। আমি খুব খুশী হব যদি তুমি তোমার পকেটে একটা রিভলভার পুরে নাও। যে সব ভদ্রলোকরা লোহার চিমটে অবলীলা-ক্রমে দুমড়ে বাঁকিয়ে দেয় তাদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে এলিস নম্বর টু'র মত উপকারী বন্ধু আর কিছু নেই।'

ওয়াটারলু স্টেশন পৌঁছে ভাগ্যক্রমে আমরা তখনই লেদারহেডের ট্রেন পেয়ে গেলাম। স্টেশনে পৌঁছে একটা গাড়ি ভাড়া করে চার মাইলের পথ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে গেলাম সারের সুন্দর পল্লীতে। দিনটি বড় চমৎকার, ওপরে উজ্জ্বল সূর্য আর আকাশে মেঘগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পালের মত। পথের দু ধারে সতেজ বৃক্ষের সারি আর বাতাস আর্দ্র মাটির সুগন্ধ। আমার কাছে এটা একটা বিচিত্র যোগাযোগ বলে মনে হচ্ছিল। এক দিকে নব বসন্তের পূর্বাভাষ, অন্য দিকে এক রোমাঞ্চকর অভিযান যার শরিক আমরা দুজন। আমার সঙ্গী গাড়ির সামনে বসেছিলেন, তাঁর দুটি হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা, মাথার টুপি চোখের ওপর টেনে নামানো, থুতনি এসে ঠেকেছে বুকে। হোমসের এই পরিচিত মূর্তি দেখেই বোঝা যায় যে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। একসময় তিনি মুখ তুললেন এবং আমার কাঁধে টোকা মেরে দূরের ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখ—'

ঘন গাছের বেড়া দিয়ে ঢাকা একটি উঁচু ঢিপি। সেই বেড়ার ফাঁক

দিয়ে একটি অতি প্রাচীন অট্টালিকার ধূসর রংয়ের চূড়ো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'ওই কি স্টোক মোরান ?' প্রশ্ন করলেন হোমস্।

'হ্যাঁ মশাই, জবাব দিল কোচোয়ান, 'ওটাই হল ডাক্তার গ্রীমস্বি রয়লটের বাড়ি।'

'আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেই পথেও কিছু বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছি,' হোমস্ বললেন।

'ওটা একটা গ্রাম.' হাত তুলে পথের বাঁ পাশের ঘরবাড়িগুলি দেখিয়ে কোচোয়ান বলল, 'কিন্তু আপনি যদি ডাক্তার রয়লটের বাড়ি যেতে চান, তবে আপনার পক্ষে মাঠের ওপর দিয়ে গেলে কম রাস্তা চলতে হবে।...ওই যে, ওই যেখানে মহিলাটি বেড়াচ্ছেন ...।

'মহিলাটি তো, আমার মনে হয়, মিস স্টোনার ছাড়া আর কেউ নয়। হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে হোমস্ বললেন, 'হ্যাঁ, কোচোয়ান ভাই, তুমি যেরকম বললে, আমার মনে হয় ওই মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই আমাদের ঠিক হবে।'

গাড়ি থেকে নেমে তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। একটু পরেই মুখোমুখী হলাম আমরা মিস স্টোনারের।

'শুভ সন্ধ্যা.' মিস স্টোনার স্মিত হাসির সঙ্গে বললেন হোমস্, 'দেখুন ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছি আমরা।'

মিস স্টোনার যে আমাদের দেখা পাওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তা তাঁর মুখভঙ্গী দেখেই বোঝা গেল। হোমসের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের পথ চেয়ে বসেছিলাম বলতে গেলে। এদিককার খবর একরকম ভাল। ডাক্তার রয়লট শহরে গিয়েছেন, সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ আমাদের হয়েছে,' বলে হোমস্ সংক্ষেপে সকালে ডাক্তার রয়লটের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি পেশ করলেন। শুনতে শুনতে মিস স্টোনারের মুখ সাদা হয়ে এল।

'সর্বনাশ,' অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'উনি তাহলে আমার পিছু ধাওয়া করে গিয়েছিলেন !'

'তাই তো মনে হয়।'

'উনি এত ধূর্ত যে আমি কখনই ওঁর হাতে নিরাপদ নই। ফিরে এসে উনি কি বলবেন তাই ভাবছি।'

'ওঁকে এখন সাবধানে থাকতে হবে, কেন না ফিরে এসে উনি দেখতে পাবেন ওঁর চেয়েও ধূর্ত কেউ এখন ওঁর ওপর নজর রাখছে। আজ থেকে আপনি অবশ্যই আপনার ঘরে তালা বন্ধ করে শোবেন। উনি যদি খুব বেশী হিংস্র হয়ে ওঠেন তাহলে আমরা আপনাকে হ্যারোতে আপনার মাসীর বাড়ি রেখে আসব। এখন আমাদের হাতে যে সময়টা আছে সেটা কাজে লাগাতে হবে। দেরী না করে, আপনাদের ঘরগুলো আমাদের দেখিয়ে দিন।'

বাড়িটি ধূসর রংয়ের পাথর দিয়ে তৈরী। তার মাঝের অংশটি উঁচু এবং দু পাশে দুটি পৃথক অংশ। ঠিক যেন কাঁকড়ার দাঁড়ার মত দু পাশে ছড়ানো। এর এক দিকের একটি ভাঙ্গা জানলা কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। ঘরের ছাদটা খানিকটা ভেতর দিকে ঝুলে পড়েছে। সব মিলিয়ে এটা একটা ধ্বংসস্তূপের মত। মাঝের অংশটির অবস্থা কিছুটা ভাল, কিন্তু ডান দিকের অংশটি তুলনায় আধুনিক ধাঁচের। জানলার পর্দাগুলি চিমনির ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। একেবারে ধারের দেয়ালের সামনে একটা আড়াল দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন জায়গাটি দেখছিলাম তখন কোন শ্রমিককে সেখানে দেখলাম না। লনের ঘাসের ওপর পায়চারী করতে করতে ঘরের জানলাগুলি বাইরে থেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন হোমস্।

'আমি ধরে নিতে পারি এইটা আপনার শোবার ঘর, মাঝেরটি আপনার বোনের। বাড়ির প্রধান অংশের ধারেরটি ডাক্তার রয়লটের।'

'ঠিক তাই। কিন্তু এখন আমি মাঝের ঘরটিতে শুই।'

'ঘরটা মেরামত করা পর্যন্ত সেইরকম ব্যবস্থাই হয়েছে, তাই না?

ভাল কথা, শেষ দেয়ালটি মেরামত করাটা কি খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল ?'

'না, কোন কারণই ছিল না। আমার মনে হয় ওটা আমাকে আমার ঘর থেকে সরানোর একটা ছুতো।'

'আচ্ছা, এটা একটা সুত্রের মত মনে হচ্ছে। এখন বলুন, তিনটি ঘরের সামনে আছে একটা বারান্দা—তাই তো ? এই ঘরগুলোর জানলা আছে কি ?'

'আছে। তবে সেগুলো খুবই ছোট। তার ভেতর দিয়ে কোন মানুষের গলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'তাহলে এই দাঁড়াল যে, আপনারা দুই বোন যখন ঘরের দরজা বন্ধ করে শুতেন তখন ওদিক থেকে ঘরের ভেতর যাওয়া সম্ভব ছিল না। অনুগ্রহ করে আপনি একবার জানলা বন্ধ করে দেখবেন কি ?'

মিস স্টোনার হোমসের কথামত কাজ করলেন। হোমস্ খুব ভাল করে বন্ধ করা জানলার পাল্লাটা খোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি সফল হলেন না। কোন ছুরি ঢোকাবার মত ফাঁকও সেখানে নেই। হোমস্ আতস কাঁচ লাগিয়ে কব্জাগুলো পরীক্ষা করলেন কিন্তু দেখা গেল সেগুলো নিরেট লোহার তৈরি।

'হুম্,' পরীক্ষা শেষে মন্তব্য করলেন তিনি, 'আমি যে তত্ত্বটি খাড়া করেছিলুম সেটি নির্ভুল বলে মেনে নেওয়ার পথে কিছু বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। জানলা বন্ধ থাকলে সেগুলি কারুর পক্ষে খোলা সম্ভব নয়। ঠিক আছে, দেখা যাক ঘরের ভেতরটা দেখে নতুন কোন সুত্র বার করা যায় কি না।'

পাশের একটি ছোট দরজা দিয়ে সরু বারান্দায় যাওয়া যায়। এই বারান্দার সামনে তিনটি শোবার ঘরের দরজা। হোমস্ তিন নম্বর কামরাটি পরীক্ষা করলেন না। আমরা সরাসরি দু নম্বর ঘরটিতে গেলাম। এটাই এখন মিস স্টোনারের শোবার ঘর। একটি ছোট ছিমছাম ঘর, ঘরের ছাদ নিচু আর পুরনো আমলের বাড়ির মত

বড়সড় আগুনের চুল্লী। একদিকে রয়েছে দেরাজওলা টেবিল আর একদিকে ছোট খাটের ধারে তুটি চেয়ার। ঘরের আসবাব বলতে এই। এ ছাড়া ঘরের মেঝেতে পাতা আছে একটি কার্পেট। ঘরের এক কোণে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন হোমস্। নিঃশব্দে এখন তাঁর চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের সর্বত্র। আমি বুঝতে পারছি, এই সন্ধানী দৃষ্টি এ ঘরের কোন কিছু বাদ দিচ্ছে না।

'এই ঘণ্টাটি বাজিয়ে কার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়?' বিছানার পাশে ঝুলন্ত একটি দড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন হোমস্, দড়ির প্রান্তের গোছাটি পড়ে আছে বিছানার ওপর।

'ঘণ্টাটি রাখা আছে বাড়ির কেয়ারটেকারের ঘরে।'

'এটাকে অন্য সব জিনিসের চেয়ে নতুন বলেই মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ওটা মাত্র বছর তুই আগে লাগানো হয়েছে।'

'আপনার বোনই এটার জন্যে বলেছিলেন বোধ হয়?'

'না। আমি কখনও তাকে এটা ব্যবহার করতে দেখি নি। আমাদের যখন যা দরকার হয় আমরা নিজেরাই তা যোগাড় করে নিই। ছোটবেলা থেকেই এই অভ্যেস আমাদের।'

'হ্যাঁ, আমারও ওই জায়গায় একটি দড়ি লাগানো ঘণ্টা লাগানোটা জরুরী বলে মনে হচ্ছে না। মাফ করবেন, আপনার ঘরের মেঝেটা আমি একটু ভাল ভাবে পরীক্ষা করে নিতে চাই।' হোমস্ আতস কাঁচ হাতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, তারপর গুঁড়ি মেরে মেঝের ফাটা অংশগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। এরপর তিনি উঠে গেলেন বিছানার কাছে। এখন তাঁর চোখ ওঠানামা করছিল ঘরের সর্বত্র। পর্যবেক্ষণ শেষ হতে ঘণ্টার দড়িটা হাতে নিয়ে আলতো একটি টান দিলেন তাতে।

'সে কি, এটা তো কেবল একটা আলগা দড়ি,' অবাক হয়ে বললেন হোমস্, 'কোন ঘণ্টার আওয়াজ তো শুনলাম না! এটায় কি কোন ঘণ্টা বাজে না?'

'না, এটার সঙ্গে কোন তার জুড়ে দেওয়া হয় নি। আপনি বোধহয়

দেখতে পাচ্ছেন যে, ভেন্টিলেটারের ছোট্ট ফাঁকটুকুর ওপরে একটি হুকের সঙ্গে দড়িটি বাঁধা আছে।'

'কী অদ্ভুত! এরকম ব্যাপার আমি আগে কোথাও দেখিনি।' বললাম আমি।

'খুবই অদ্ভুত,' বিড় বিড় করে বলতে বলতে দড়িটায় একটা টান দিলেন হোমস্। 'এই ঘরটায় আরও দু-একটা জিনিস আমায় অবাক করেছে। যেমন এ-ঘরের ঘুলঘুলিটা। যে মিস্ত্রী এটা করেছে সে বোকার মত সেটি পাশের ঘরের দেয়ালে ফুটিয়েছে। অথচ সে অনায়াসে সেটি বাইরের ঘরের দেয়ালে করতে পারত, বাইরের খোলা বাতাস ভেতরে আনার জন্যে।'

'এ ঘুলঘুলিটাও হালে করা হয়েছে,' মিস স্টোনার বললেন।

'বোধহয় সেই সময়ই দড়িটাও ঝোলানো হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, সেই সময় ছোটখাট কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল।'

'পরিবর্তনগুলো প্রায় সবই অদ্ভুত ধরনের। ঘণ্টা নেই অথচ দড়ি। দেয়ালের উল্টো দিকে ঘুলঘুলি।' হোমস্ বললেন, 'মিস স্টোনার, এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা ভেতরের ঘরে অনুসন্ধান চালাবো।'

ডাক্তার গ্রীমসবি রয়লটের কামরাটি তাঁর মেয়েদের ঘরের চেয়ে বড়। এটির সাজসজ্জা মামুলী ধরনের। এতে আছে একটি বিছানা, বইভর্তি একটি শেলফ্। বিছানার পাশে একটি হাতলওলা চেয়ার। একটি গোল টেবিল, আর একটি বড় লোহার সিন্দুক। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখলেন হোমস্।

'এর ভেতর কি আছে?' সিন্দুকটিতে টোকা মেরে শুধোলেন তিনি।

'আমার বি-পিতার জরুরী কাগজপত্র।'

'ও, আপনি তাহলে এটা খুলে দেখেছেন?'

'একবারই দেখেছিলাম। কয়েক বছর আগে। তখন দেখেছিলাম এটা কাগজপত্রে ঠাসা।'

'এর ভেতর বেড়াল নেই নিশ্চয় ?'

'কি যে বলেন ! সিন্দুকের ভেতর বেড়াল—!'

'আপনি অবাক হচ্ছেন ! এই দেখুন,' সিন্দুকের ওপর থেকে একটি ছোট প্লেট তুলে দেখালেন হোমস্। দেখা গেল প্লেটে দুধ রয়েছে।

'না, আমাদের বাড়িতে কোন বেড়াল নেই। পোষ্য বলতে আছে একটি বেবুন ও একটি চিতা।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি শুনেছি। চিতাবাঘ বেড়ালের জাত-ভাই হলেও দুধে তার খিদে মেটে না। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই।' হোমস্ হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে চেয়ারটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।'

'ধন্যবাদ, আমি আমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছি।' হোমস্ উঠে দাঁড়িয়ে আতস কাঁচটি তাঁর পকেটে ফেলে দিয়ে হঠাৎ চমকের সঙ্গে বললেন, 'আরে ওটা কী ?'

যে জিনিসটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটা বিছানার এক কোণে রাখা একটি ছোট কুকুর-মারা চাবুক। চাবুকটি অবশ্য গুটিয়ে রাখায় সেটি দেখাচ্ছিল একটি ফাঁসের মত।

'এটার তুমি কি ব্যাখ্যা দিতে পার ওয়াটসন ?'

'এটা একটা সাধারণ চাবুক, কিন্তু খাটের কোণে অমন বেঁধে রাখার মানে কি আমি বুঝতে পারছি না !'

'হ্যাঁ, সেটাই অস্বাভাবিক ঠেকছে আমার কাছে। দুনিয়াটা যেমন আজব ঠাঁই, তেমনি নিষ্ঠুরতারও কোন অভাব নেই এখানে। আর যখন কোন চালাক লোক অপরাধের পথ বেছে নেয় তখন ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়, আমার যা দেখার আমি দেখে নিয়েছি মিস স্টোনার। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা একটু লনে বেড়াতে চাই।'

আমার বন্ধুর মুখ কখনও আমি এত গম্ভীর দেখি নি। গোটা লনটাকে আমরা বেশ কয়েকবার চক্কর দিলাম। কিন্তু যতক্ষণ না হোমস্ নিজে থেকে কথা বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বা মিস স্টোনার মুখ খুলতে সাহস করলাম না।

'আমি আপনাকে যা বলব তা অক্ষরে অক্ষরে আপনাকে পালন করতে হবে মিস স্টোনার।' নীরবতা ভঙ্গ করলেন হোমস্।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কথার অন্যথা হবে না।'

'ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। মনে রাখবেন আমার কথা শোনা না শোনার ওপর নির্ভর করছে আপনার জীবন।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

'বেশ। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমি ও আমার বন্ধু দুজনেই আজ রাতটা আপনার ঘরে কাটাব।'

মিস স্টোনার এবং আমি দুজনেই অবাক হয়ে তাকালাম হোমসের মুখের দিকে।

'হ্যাঁ, প্রস্তাবটা শুনতে অদ্ভুত হলেও এ ছাড়া উপায় নেই। ওই যে বাড়িটা, ওটা বোধ হয় এ গ্রামের সরাইখানা?'

'হ্যাঁ। ওর নাম দি ক্রাউন।'

'বেশ। ওই সরাইখানা থেকে আপনার জানলা দেখা যায় তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বি-পিতা ফিরে এলে আপনি মাথা ধরার ছল করে বসে থাকবেন। তারপর উনি শুয়ে পড়লে আপনি জানলার খড়খড়িটা খুলে আলোটা ওখানে ধরবেন। ওটা আমাদের কাছে একটা সংকেতের কাজ করবে। তারপর খুব সন্তর্পণে চলে যাবেন আপনি আগে যে ঘরে শুতেন সেই ঘরে। আমার মনে হয় একটা রাত সে ঘরে কাটাতে আপনার অসুবিধে হবে না।'

'না, অসুবিধের কি আছে?'

'তারপর যা করবার আমরা করব।'

কৌতূহল দমন করতে না পেরে মিস স্টোনার বলে উঠলেন, 'আপনি কি করবেন জানতে পারি কি?'

'আমরা আপনার ঘরে রাত কাটাব, যে শিসের শব্দ আপনাকে বিরক্ত করে তার কারণ অনুসন্ধান করব।'

হোমসের একটা হাত ধরে মিস স্টোনার বললেন, 'মিস্টার হোমস্, আপনি বোধহয় সব ঘটনাই বুঝতে পেরেছেন?'

'হয়ত পেরেছি।'

'আমার বোনের মৃত্যু কি ভাবে ঘটেছিল দয়া করে বলুন আমায়।'

'আরও নির্ভুল প্রমাণ না পেলে আমি কিছু বলব না।'

'অন্তত এটুকু তো আমায় বলতে পারেন যে আমার বোন কোন কারণে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মারা গেছে কি না?'

'না, আমি তা মনে করি না। আমার মনে হয়, তার মৃত্যুর কারণ অন্য। যাই হোক, মিস স্টোনার, এখন আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব। কেন না, ডাক্তার রয়লট এখানে এসে যদি আমাদের দেখে ফেলেন তাহলে আমাদের এত পরিশ্রম সব পণ্ড হয়ে যাবে। এখন বিদায়, সাহসে ভর করে থাকবেন।'

দি ক্রাউন নামের সরাইখানায় একটি শোবার ঘর যোগাড় করতে আমার ও শার্লক হোমসের কোন অসুবিধেই হল না। আমরা ঘর পেলুম দোতলায়, যেখান থেকে স্টোক মোরানের পুরো বাড়িটা চোখে পড়ছিল। বিকেলের পর দেখলুম একটি ভাড়া গাড়িতে চড়ে তাঁর বিশাল বপু নিয়ে ডাক্তার রয়লট চলেছেন তাঁর বাড়ির দিকে। লোহার গেট খুলে ডাক্তার ভেতরে ঢোকবার একটু পরেই গাছের ফাঁক দিয়ে ও-বাড়ির একতলায় আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

'ওয়াটসন,' অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হোমস্ বলে উঠলেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, আজ রাতের অভিযানে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রীতিমত দ্বিধা হচ্ছে আমার। গুরুতর বিপদের আশংকা আছে আজ রাতের অভিযানে।'

'আমি কি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি?'

'তোমার উপস্থিতি আমার একান্ত প্রয়োজন।'

'তাহলে আমি অবশ্যই যাব।'

'তোমার অশেষ অনুগ্রহ।'

'তুমি বিপদের কথা বলছিলে। তুমি নিশ্চয় ওই কামরাগুলোয় এমন কিছু দেখেছ যা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।'

'তুমি যতটুকু দেখেছ, আমি ততটুকুই দেখেছি। তবে আমার মনে হয় আমি কল্পনার সাহায্যে একটু বেশী এগিয়ে গেছি।'

'অস্বাভাবিক জিনিস আমি একটিই দেখেছি, ওই ঘণ্টার দড়িটি। কিন্তু সেটা যে কি কাজে লাগানো হয় তা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় নি।'

'তুমি তো ঘুলঘুলিটিও দেখেছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। ফাঁকটি এত ছোট যে ও দিয়ে একটা ইঁদুরও তো ঢুকতে পারবে না।'

'স্টোক মোরানে আসার আগেই আমি জানতুম যে অমনি একটা ঘুলঘুলি আমি আবিষ্কার করব।'

'হোমস্, তুমি কি বলছ!'

'ঠিকই বলেছি। তোমার মনে আছে, মিস হেলেন বলেছিলেন যে তাঁর বোন ডাক্তার রয়লটের চুরুটের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাতেই বোঝা যায় যে দুটো ঘরের মাঝে একটা ফাঁক কোথাও আছে, আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম এ ফাঁকটা কোন ঘুলঘুলির না হয়েই যায় না।'

'কিন্তু এতে বিপদের কি আছে?'

'অন্তত তারিখের একটা অদ্ভুত যোগাযোগ আছেই। একটি ঘুলঘুলি তৈরি হল, একটা ঘণ্টার দড়ি ঝোলানো হল, একজন মহিলা যিনি সেই বিছানায় শুয়েছিলেন তিনি মারা গেলেন। এসব কি তোমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয় না?'

'আমি কিন্তু এখনও এর মধ্যে কোন যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পারছি না।'

'বিছানাটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু চোখে পড়েনি তোমার?'

'না।'

'বিছানাটা মেঝের সঙ্গে আটকানো লক্ষ্য করেছ? তুমি কখনও এমন বিছানা দেখেছ যা মেঝের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা?'

'না, তেমনটা কখনও দেখি নি।'

'মহিলা তাঁর বিছানা যাতে সরাতে না পারেন সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। বিছানাটি যে জায়গায় আছে ঘুলঘুলি ও ঘণ্টার দড়ি থেকে তার অবস্থানের যাতে এতটুকু তারতম্য না ঘটে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা।'

'হোমস্,' আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি, 'তুমি যা বোঝাতে চাইছ তা যেন অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে চাইছে আমার চোখের সামনে। এক জঘন্য এবং খুব সুনিপুণভাবে ঘটানো কোন অপরাধ নিবারণের জন্যে আমরা হয়ত ঠিক সময়েই এসে পড়েছি এখানে।'

'হ্যাঁ, সূক্ষ্ম এবং জঘন্য অপরাধই বটে। যখন কোন চিকিৎসকের মাথায় শয়তানি ভর করে তখন সে পয়লা নম্বরের অপরাধী হয়ে ওঠে। তার সাহস আছে এবং শরীর সম্বন্ধে জ্ঞানও। আমরা পামার এবং প্রীচার্ডের কেস দেখেছি। কিন্তু এ লোকটি তাদের চেয়েও ধুরন্ধর। কিন্তু আমার মনে হয় ওয়াটসন, আমরা তার ওপর টেক্কা দিতে পারব। সে যাই হোক, রাতভোর আমাদের অনেক আতংকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। দোহাই তোমার, এখন এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিশ্চিন্তে ধূমপান করে একটু হাল্কা হয়ে নেওয়া যাক।'

রাত নটা নাগাদ আলোটা নিভে গেল। ওই বিশাল অট্টালিকা এখন অন্ধকারে ঢাকা। দুটি ঘণ্টা নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠল একটি উজ্জ্বল শিখা।

'ওই আমাদের সংকেত,' হোমস্ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন, আলোটা মাঝের জানলায় জ্বলছে।

সরাইখানা ছেড়ে পথে বেরিয়ে এলুম আমরা। আমাদের মুখে এসে লাগছে ঠাণ্ডা বাতাস। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি উজ্জ্বল হলুদ আলো।

গাছের পাশ দিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লনের কাছাকাছি।

সেটি পার হয়ে এগিয়ে যাব সামনে হঠাৎ জানলা দিয়ে কি একটা জীব লাফিয়ে পড়ল আমাদের সামনে। তারপর খানিক হাত পা ছুঁড়ে লন পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

'হে ভগবান,' চাপা গলায় বলে উঠলাম আমি, 'হোমস্, দেখেছ?'

'হোমসও আমার মতই চমকে উঠেছিলেন। উত্তেজিত হয়ে আমার হাত চেপে ধরেছিলেন তিনি। সে ভাবটা কেটে যেতেই চাপা হাসি হেসে বলে উঠলেন, 'বিচিত্র পরিবার এটি। ওটি কি বুঝলে তো? বেবুন।'

নানারকম উত্তেজনার মধ্যে ডাক্তারের অদ্ভুত পোষ্যদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি। একটি চিতাও আছে ওঁর। হয়ত সেটিও যে-কোন মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়তে পারে আমাদের ঘাড়ে। শোবার ঘরে ঢোকা পর্যন্ত বেশ এক অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম আমি। হোমস্ সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে বাতিটি সরিয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর আমার কানের কাছে তাঁর মুখ এনে চাপা গলায় বললেন, 'সামান্য শব্দ করলেই কিন্তু আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।'

আমি মাথা নেড়ে বোঝালাম যে তাঁর কথা আমার কানে গেছে।

'আমাদের অন্ধকারেই বসে থাকতে হবে। আলো জ্বাললেই ঘুলঘুলি দিয়ে তা ডাক্তারের চোখে পড়বে।

আমি আবার মাথা নাড়লাম। 'ঘুমিয়ে পড়ো না যেন।' হোমস্ বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে তোমার জীবন-সংশয় হতে পারে। তোমার পিস্তল তৈরি রাখো, যাতে উপযুক্ত সময়ে ওটা ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি বিছানার ধারে বসছি, তুমি চেয়ারে বসো।'

পিস্তলটি পকেট থেকে বার করে আমি টেবিলের ধারে রেখে দিলাম।

হোমস্ একটি লম্বা, সরু বেত নিয়ে এসেছিলেন, সেটি তিনি তাঁর পাশে বিছানার ওপর রেখে দিলেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়ার আগে বেতটির পাশে তিনি এক বাক্স দেশলাই ও এক টুকরো মোমবাতি রেখে দিলেন।

এখন চারদিকে থমথমে অন্ধকার। আমাদের সেই রাত জাগার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। কোন শব্দ কানে আসছে না, এমন কি আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছি না আমরা। হয়ত আমি যেরকম মানসিক উত্তেজনায় অস্থির, হোমস্‌ও সেই রকম। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে রাত-জাগা পাখির ডাক কানে আসছে, আর শুনতে পাচ্ছি বেড়ালের চাপা গর-র-র ডাক—যা শুনে বুঝতে পারছিলাম যে চিতাবাঘটা আমাদের ধারে-কাছেই কোথাও রয়েছে। আর দূরে কোথাও প্রতি এক ঘণ্টা পর পর ভেসে আসছিল ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ। এক-এক ঘণ্টা নয়, মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন বাজছে এক-এক যুগ পরে। এক সময় বারোটা বাজল, তারপর একটা, দুটো, তিনটে। আমার মনে হচ্ছিল যতক্ষণ না কোন ঘটনা ঘটে ততক্ষণ এমনই নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে আমাদের।

হঠাৎ ঘুলঘুলির কাছে দেখা গেল এক আলোকদীপ্তি! দপ্‌ করে আবার তা নিভে গেল। তারপর নাকে এলো পোড়া তেল এবং উত্তপ্ত ধাতুর গন্ধ। পাশের ঘরে কেউ নিশ্চয় চোরা লণ্ঠন জ্বালিয়েছে। কানে এলো খুব সন্তর্পণে মানুষের চলাফেরার শব্দ, তারপরই আবার সব চুপচাপ। গন্ধ কিন্তু এখন আগের চেয়ে তীব্র। আধঘণ্টার মত সময় আমি কান খাড়া করে বসে রইলাম। তারপরই শোনা গেল আর এক ধরনের শব্দ খুব মৃদু এবং ধীর—যেন একটি কেটলির ভেতর থেকে চাপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্প। যে মুহূর্তে এই শব্দটা আমাদের কানে এলো অমনি হোমস্‌ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দেশলাই জ্বেলে বাতিটা ধরালেন এবং ঘণ্টার দড়ির ওপর সপাং সপাং আঘাত করতে লাগলেন তাঁর বেত দিয়ে।

'দেখেছ ওয়াটসন, হোমস্‌ চেঁচিয়ে বললেন, দেখেছ তুমি ওটা?'

'কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যে মুহূর্তে হোমস্‌ আলো জ্বালিয়েছিলেন ঠিক তখনই আমার কানে এসেছিল চাপা অথচ স্পষ্ট শিসের শব্দ। কিন্তু হঠাৎ চোখে আলো পড়ায় আমি বুঝতে পারছিলাম না কোন্‌ বস্তুর দিকে বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন,

আর কেনই বা এমন মরিয়া হয়ে বেত মেরে চলেছেন। হোমসের মুখ দেখছিলাম আতঙ্কে শাদা হয়ে গিয়েছে, আর তাতে আর যা ফুটে উঠেছে তা ঘৃণা।

এখন তিনি বেত মারা বন্ধ করে ঘুলঘুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে পাশের ঘর থেকে শোনা গেল এক চীৎকার। তেমন বীভৎস আর্তনাদ আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনি নি। পরে শোনা গিয়েছিল, দূরের গ্রাম এমন কি আরও দূরে যেখানে মানুষের বসতি আছে সেখানে পর্যন্ত ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছিল সে চীৎকার শুনে। ভয়ে আমাদের বুক হিম হয়ে গেল। আমি হোমসের দিকে তাকিয়ে রইলাম অবাক দৃষ্টি মেলে, তিনিও তাকিয়ে আমার দিকে। চীৎকারের রেশ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার পরেও সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে।

'এর মানে কি ?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলাম আমি।

'এর মানে নাটকের যবনিকা পতন হল,' হোমস্ জবাব দিলেন। 'তোমার পিস্তল হাতে নাও ওয়াটসন। এবার আমরা ডাক্তার রয়লটের ঘরে ঢুকব।'

গম্ভীর মুখে ঘরের বাতি জ্বালালেন হোমস্। তারপর চললেন পাশের ঘরের দিকে। বলা বাহুল্য, আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় টোকা দিয়ে কোন সাড়া না পেয়ে হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে পা দিলেন তিনি। উদ্যত রিভলবার হাতে পেছন পেছন ঢুকলাম আমি।

অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ল আমাদের। টেবিলের ওপর রয়েছে একটি চোরা লণ্ঠন, যার রশ্মি গিয়ে পড়েছে ডালা-খোলা সিন্দুকের ওপর। টেবিলের পাশে একটি কাঠের চেয়ারের ওপর বসে আছেন ডাক্তার রয়লট—তাঁর পরনে লম্বা ড্রেসিং-গাউন, তাঁর কোলের ওপর পড়ে আছে সেই চাবুকটা। তাঁর চিবুক ওপর দিকে তোলা, চোখের দৃষ্টি ছাতের দিকে নিবদ্ধ আর কপালে জড়ানো রয়েছে অদ্ভুত হলুদ রংয়ের একটি ফিতে, যার গায়ে খয়েরী রংয়ের

ডোরা। আমরা ঘরে ঢোকা সত্ত্বেও তিনি কোন রকম নড়াচড়া করলেন না।

'সেই ফিতে, সেই ডোরাদার—' অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন হোমস্।

এক পা এগিয়ে গেলাম আমি। অমনি ডাক্তারের কপালের সেই ফিতে সচল হয়ে উঠল। তার চুলের ভেতর থেকে হীরের মত খাঁজ-কাটা ফণা তুলে দাঁড়াল এক ভয়াল বিষধর সাপ।

'এটা জলার এ্যাভার সাপ,' চীৎকার করে বললেন হোমস্, 'এ হল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিষধর সাপ। ছোবল মারার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে মারা গেছেন ডাক্তার। জিঘাংসা এমনি করেই মৃত্যুবাণ হানে খুনীর বুকে। এই ভয়ংকরকে তার গুহাতেই ফিরিয়ে দেওয়া যাক। আর মিস স্টোনারকে তাঁর মাসীর বাড়ি বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া যাক।

কথা বলতে বলতে হোমস্ ডাক্তারের কোল থেকে কুকুর-মারা চাবুকটা ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিয়ে সাপটাকে তাতে জড়িয়ে সেটা সিন্দুকে ফেলে তার ডালা বন্ধ করে দিলেন।

এই হল স্টোক মোরানের ডাক্তার গ্রীমসবি রয়লটের করুণ মৃত্যুর যথার্থ বিবরণ। এরপর কেমন করে আমরা ভয়ে বিহ্বল মিস হেলেনকে এই খবর জানিয়ে ভোরের ট্রেনে হ্যারোতে তাঁর মাসীর বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই বা সরকারী তদন্ত কেমন করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে গ্রীমসবি রয়লট এক মৃতদূতকে পোষ্য হিসেবে রেখে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন সে বৃত্তান্ত বলে আর এ কাহিনীকে দীর্ঘ করতে চাই না। এই কেস সম্বন্ধে আমার আর যেটুকু জানা বাকি ছিল তা শার্লক হোমস্ আমায় লণ্ডন ফিরে যাওয়ার পথে ট্রেনে বলেন।

'প্রথমে আমি একটা ভুল সিদ্ধান্তে এসেছিলাম,' হোমস্ বললেন, 'যা প্রমাণ করে যে অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া কত মারাত্মক! ওই বেদের দলের উপস্থিতি আর মিস্ স্টোনারের

মুখে 'ফিতে' শব্দটি আমায় ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল। আমি শুধু এই গর্বটুকু করতে পারি যে নিজের ভুল আমি নিজেই ধরতে পেরে যাই খুব তাড়াতাড়ি। একটা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে বিপদ জানলা বা দরজায় দিয়ে আসে নি। এর পরই আমার নজর পড়ে ঘুলঘুলির ওপর। আমার সন্দেহ ঘনীভূত হয় ওই ঘণ্টার দড়ির দিকে তাকিয়ে। তারপর যেই আবিষ্কার করলাম যে দড়িটার সঙ্গে ঘণ্টার কোন যোগ নেই, আর বিছানাটা মেঝের সঙ্গে আটকানো তখনই মনে হয় দড়িটা হয়ত একটা অবলম্বন, কোন কিছুর দড়ি বেয়ে বিছানাতে নেমে আসার জন্যে। তখনই সাপের চিন্তা আমার মাথায় আসে। তারপর জানা গেল ডাক্তার বেশ কিছুকাল ভারতে ছিলেন এবং জীবজন্তু সংগ্রহ করাটা তাঁর নেশা। যে লোক বহুকাল প্রাচ্য দেশে ছিল হত্যার পরিকল্পনা যখনই সে করবে তখন তার প্রথম চিন্তা হবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধরা না পড়ে এমন কোন বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা। আর এই বিষ খুব দ্রুত কাজ করে বলে এতে তার বাড়তি সুবিধে। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন করোনার না হলে সাপের কামড়ের অতি ক্ষুদ্র দুটি দাগ তাঁর নজরে পড়ার কথা নয়। তারপর আমি ভাবলাম শিসের কথা। দিনের আলো ফোটার আগে চক্রান্ত-কারী নিশ্চয় সাপকে ডেকে নেবে তার নিজের কাছে। সাপটিকে সে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে, যখনই সে ডাকবে তখনই সে ফিরে আসবে তার কাছে। বোধ হয় দুধটা এই কাজে লাগানো হত। ফেরার সময় ওই দড়ি বেয়েই উঠে আসে সাপটা। দিনের পর দিন তাকে পাঠানো হয় বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষকে ছোবল মেরে আসার জন্যে। হয়ত একদিন সে এড়িয়ে যায় মৃত্যু, হয়ত পুরো একটা সপ্তাহ। তারপর একদিন না একদিন সে ঠিকই খুজে পায় তার শিকারকে।

আমি এই সিদ্ধান্তে আসি ডাক্তারের ঘরে ঢোকার আগে। চেয়ারটা পরীক্ষা করে বুঝতে পারি এর ওপর তার দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে। এটা দরকার ছিল ভেন্টিলেটার পর্যন্ত তার হাত বাড়ানোর জন্যে। তারপর সিন্দুক দুধের প্লেট এবং চাবুক দেখে আমার আর

কোন সন্দেহই রইল না। যে ধাতব শব্দ মিস স্টোনার শুনেছিলেন সেটি হত যখন ডাক্তার তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ডালা বন্ধ করতেন তাঁর পোষ্যটি কাজ সেরে ফিরে আসার পর। একবার মনস্থির করেই তারপর কি ভাবে এগোব তা নিয়ে আর দ্বিধা করি নি। ওই হিস্‌ হিস্‌ শব্দ শুনেই বুঝেছিলাম মৃত্যুদূত এগিয়ে আসছে, আর তখনই দেরী না করে, আক্রমণ করেছিলাম তাকে।

'তাকে আবার ঘুলঘুলির পথে ফেরত পাঠানোর জন্যে?'

'নেহাৎ তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে নয়, যাতে সে ফিরে গিয়ে তার প্রভুকে আক্রমণ করতে পারে সে জন্যেও। আমার বেতের কয়েকটি ঘা তার গায়ে লেগে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সাপ একবার ক্ষিপ্ত হলে প্রথম যাকে সামনে পায় তারই ওপর এঁকে দেয় তার মৃত্যুচুম্বন। এই ভাবে ডাক্তার রয়লটের মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী, তবে তার জন্যে বন্ধু ওয়াটসন, আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই।'

রক্তকেশ সংঘ

গত বছর শরৎকালের এক সকালে বন্ধুবর শার্লক হোমসের বাসায় গিয়ে দেখি যে সে এক শক্তসমর্থ চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। ভদ্রলোকের চেহারার যে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হল তাঁর মাথার উজ্জ্বল লাল চুল।

'ওয়াটসন!' হোমস্ আমায় দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'ঠিক সময়েই এসে পড়েছ তুমি।'

'আমি ভাবলাম, তুমি বোধহয় ব্যস্ত রয়েছ।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। আমি ভয়ংকর ব্যস্ত—'

'তাহলে আমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করি।'

'মোটেই না। তুমি এখানেই থাকবে। এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। মিস্টার উইলসন,' আগন্তুককে উদ্দেশ করে বললেন হোমস্, 'ইনি অনেক মামলায় আমার সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন এবং আমি নিশ্চিত যে আপনার এই রহস্যভেদের ব্যাপারেও ইনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করতে পারবেন।'

শিষ্টাচার দেখিয়ে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর খুদে খুদে দুটি চোখে এখন ঝিলিক দিচ্ছে কৌতূহল।

আমাকে বসতে বলে হোমস্ তাঁর আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সময় তিনি যে মুদ্রা করেন তেমনিভাবে দু হাতের আঙুলগুলি এক জায়গায় জড় করে বললেন, 'যা কিছু অদ্ভুত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যতিক্রম, আমি জানি আমার মত সেইসব ব্যাপারে তোমারও অদম্য কৌতূহল। গভীর উৎসাহের সঙ্গে তুমি আমার নানা কীর্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছ। যদি কিছু মনে

না কর তো বলব তুচ্ছ অনেক ঘটনা তুমি অনেক বেশী বড় করে দেখিয়েছ।'

'তোমার রহস্যভেদের ঘটনাগুলি আমার কাছে বড়ই আকর্ষণের।' বললাম আমি।

'তোমার হয়ত মনে আছে, এই সেদিন মেরী সাদারল্যাণ্ডের মামলার কিনারা করার সময় আমি মন্তব্য করেছিলাম যে অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংগ্রহের জন্যে কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে আমাদের উচিত বাস্তব জীবন সম্পর্কে আরও অনুসন্ধিৎসু হওয়া—'

'তোমার বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম আমি।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার, তুমি তা করেছিলে। কিন্তু আমার এই তত্ত্বটি তোমায় মানতেই হবে, না হলে আমি ভূরি ভূরি প্রমাণ এনে হাজির করব তোমার সামনে · এই যে দেখছ মিস্টার জাবেজ উইলসন, ইনি আজ সকালে এসে আমাকে এমন একটি ঘটনার কথা শুনিয়েছেন যে, আমার কাছে তা অত্যন্ত অদ্ভুত বলে বোধ হয়েছে। অথচ তা সম্পূর্ণ বাস্তব। মিস্টার উইলসন, আপনাকে আমি অনুরোধ করব, আপনার কাহিনীটি ফের গোড়া থেকে বলতে, এটা শুধু আমার বন্ধু ওয়াটসনকে শোনানোর জন্যে নয়। আমি এটা আরও একবার শুনে গোটা ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নিতে চাই।

বন্ধুবরের হৃষ্টপুষ্ট মক্কেলটি ফোঁস করে একটি নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর কোটের পকেট থেকে দলা-পাকানো একটি পুরনো খবরের কাগজ বার করলেন। যখন তিনি সেটা তাঁর হাঁটুর ওপর মেলে ধরে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে চোখ বুলোতে ব্যস্ত সেই সুযোগে আমি তাঁর আপাদমস্তক ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

খুব একটা বিশেষত্ব তাঁর চেহারায় নেই। আর পাঁচটা বৃটিশ ব্যবসায়ীর মতই পোশাক ও চেহারা তাঁর। পরনে ঢলঢলে ধূসর ছাইরঙা পাতলুন, কালো কোট, একটি মামুলী ধরনের ওয়েস্ট-কোট, যাতে ঝুলছে পেতলের সরু চেন। একটি রং-জ্বলে-যাওয়া টপ-হ্যাট ও

ব্রাউন রংয়ের ওভারকোট। সব মিলিয়ে একমাত্র তাঁর মাথায় লাল চুল আর উদ্বেগভরা মুখ ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ল না আমার।

শার্লক হোমসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও যে আগন্তুকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল তা আমার নজর এড়ায় নি। হঠাৎ আমার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হতে তিনি মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'একসময় উনি কঠোর কায়িক পরিশ্রম করেছেন। উনি নস্যি নেন। একসময় রাজমিস্ত্রীর কাজ করেছেন। কোন একসময় চীনদেশে ছিলেন আর ইদানীং ওঁকে প্রচুর লেখালেখির কাজ করতে হচ্ছে। না, এ ছাড়া ওঁর সম্পর্কে আর কিছু আমি আন্দাজ করতে পারছি না।'

মিস্টার জ্যাবেজ উইলসন সটান উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বিস্ফারিত দুই চোখের দৃষ্টি আমার বন্ধুর 'পরে।

'ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলুন দেখি মিস্টার হোমস্, এত কথা আপনি জানলেন কি করে? যা বললেন তার মধ্যে মিথ্যে একবর্ণ নেই। এক সময় আমি জাহাজে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করেছি, কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কি করে?'

'আপনার হাত মশাই, আপনার ডান হাতটি বাঁ হাতের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়। আপনি ওই হাত দিয়ে ভারী কাজ করেছেন, তাই ওর পেশীগুলিও অনেক সুগঠিত।'

'বেশ, নস্যি নেওয়া আর রাজমীস্ত্রর কাজ করা?'

'দেখুন মশাই, আমি আপনার বুদ্ধির অপমান করতে চাইব না। বিশেষ, এই কারণে যে আপনার সমিতির কড়া নিষেধ সত্ত্বেও আপনি ওই ধরনের কম্পাস আর ব্রেস্ট-পিন ব্যবহার করে থাকেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, আর লেখার কাজ?'

'আপনার জামার ডান হাতার নিচের দিকে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা অত চকচকে আর বাঁ হাতাটার কনুইয়ের কাছে যেখানটা ডেস্কের ওপর ভর করে থাকে সেখানকার ওই কাল দাগ অতিরিক্ত লেখার কাজ ছাড়া আর কোন্ কারণে হতে পারে!'

'বেশ, আর চীনদেশে থাকা ?'

'ডান কব্জির ওপরে যে মাছের উল্কি আঁকিয়েছেন আপনি, তা কেবল চীনদেশেই করা হয়ে থাকে। এই উল্কি নিয়ে আমার কিছু পড়াশুনো আছে। মাছের আঁশের এই সুক্ষ্ম নক্সা কেবল চীনদেশেই আঁকা হয়ে থাকে। এটা বোঝা আরও সহজ হয়েছে আপনার ঘড়ির চেনে ঝুলন্ত চৈনিক মুদ্রাটি দেখে।'

হো হো করে হেসে উঠে উইলসন বললেন, 'সত্যি আপনি অদ্ভুত ! প্রথম আপনার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে আপনি খুব জটিল গবেষণা করে আমার সম্পর্কে এই সব কথা বলছেন। কিন্তু এখন দেখছি, বুদ্ধি খাটিয়েও এসব কথা বলা একেবারেই সহজ।'

'বুঝলে ওয়াটসন,' ভদ্রলোকের তারিফ শোনার পর হোমস্ বললেন, 'এত সহজে লোকে আমার কেরামতি যদি ধরে ফেলে তাহলে এতদিনে যে সুনামটুকু হয়েছে তা খুব শীগগিরই খুইয়ে বসব। বিজ্ঞাপনটা কি খুঁজে পাচ্ছেন না মিস্টার উইলসন ?'

'হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি', কাগজটার একটা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে জবাব দিলেন উইলসন, 'এইটা দিয়েই শুরু হয়েছিল। আপনি নিজেই এটা পড়ে দেখুন না কেন ?'

কাগজটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে আমি পড়তে শুরু করলাম।

রক্তকেশ সংঘের সদস্যদের প্রতি ঃ

'আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া নিবাসী এজেকিয়া হপ্‌কিনসের পরলোক গমনের দরুন এখন এই সংঘে একটি পদ শূন্য হয়েছে। এই পদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন সপ্তাহে চার ডলার। কাজ অতি সামান্য। সমস্ত সক্ষম রক্তকেশ বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁদের বয়স একুশ বছরের ওপর, তাঁরা এই পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সোমবার বেলা বারোটার মধ্যে সংঘের দপ্তর ফ্লীট স্ট্রীটের, পীপলস্ কোর্টে ডানকান রসের সঙ্গে দেখা করুন।

'এর মানে কি ?' এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটি দুবার পড়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলাম আমি।

হোমস্ মুচকি হেসে তাঁর চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। মেজাজ খুশ থাকলে তিনি ওইরকম করে থাকেন। 'অদ্ভুত নয় কি?' হোমস্ বললেন, 'এখন মিস্টার উইলসন, আপনি আপনার নিজের, আপনার পরিবারের এবং ওই বিজ্ঞাপন আপনার ভাগ্য কি ভাবে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল সেই সব বৃত্তান্ত আমাদের বলুন। ডাক্তার, তুমি নোটবুকে আগে বিজ্ঞাপনের তারিখটা টুকে নাও দিকি।'

'এটা তো দেখছি ঠিক দু মাস আগের, অর্থাৎ ২৭শে এপ্রিল ১৮৯০ সালের মর্নিং ক্রনিকেল।' বললাম আমি।

'বেশ। এবার মিস্টার উইলসন, আপনি শুরু করুন।'

'বেশ, আপনাকে যে রকম বলছিলাম,' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে উইলসন বলতে শুরু করলেন, 'কোবার্গ স্কোয়ারে আমার একটি ছোট বন্ধকী কারবারের দোকান আছে। খুবই ছোট ব্যবসা। কোন রকমে নিজের খরচটুকুই চালাতে পারি তা দিয়ে। একসময় আমার দুজন কর্মচারী ছিল, কিন্তু এখন একজন ছাড়া সাধ্যে কুলোয় না। তাও হয়তো তাকে বাদ দিতাম যদি না সে নিজের ইচ্ছেয় অর্ধেক মাইনেতে কাজ করতে রাজী হত।'

'এই উৎসাহী যুবকটির নামটা কি যেন?' প্রশ্ন করলেন হোমস্।

'ওর নাম ভিনসেণ্ট স্পল্ডিং। তাকে ঠিক যুবক বলা চলে না। তার বয়স বলা মুশকিল। আমি জানতাম যে সে খুব কাজের লোক, না হলেও আমি তাকে যা দিই তার দ্বিগুণ পয়সা সে অন্য জায়গায় রোজগার করতে পারবে। তবে সে যখন সব জেনেশুনেই এখানে কাজ করতে রাজী হল তখন আমি আর তাতে বাদ সাধি কেন?'

'ঠিকই তো। আপনার তো খুব বরাত মশাই, যে বাজারদরের চেয়ে ঢের কমে কাজের লোক পেয়ে গিয়েছেন! আজকাল এমনটি দেখা যায় না।'

'অবশ্য দোষ-টোষও যে নেই তার এমন নয়,' উইলসন বললেন, 'ফোটো তোলার এমন নেশা, মশাই, আমি আর কারও দেখি নি। খুব

যখন কাজের চাপ, তখনও দেখা যাবে সে ক্যামেরার চাবি টিপে ছবি তুলতে ব্যস্ত, আর একবার ছবি তোলা হয়ে গেলে সেগুলো ডেভেলাপ করার জন্যে ছুটে ছুটে যাবে সে মাটির তলার অন্ধকার ঘরে। দোষ বলতে ওই একটাই। তা নইলে সে কাজের লোক। আমি তাকে কোনদিন কোন অন্যায় করতে দেখি নি।'

'এখনও সে আপনার ওখানেই কাজ করছে তো?'

'হ্যাঁ, সে আর একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে। মেয়েটি অল্পস্বল্প রান্না করে আর দোকানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। এই দুজনকে নিয়েই আমার সংসার। আমি বিপত্নীক, সংসারে আত্মীয় বলতে কেউ নেই। আমরা তিনজন বেশ নিরুপদ্রব জীবন কাটাতুম মশাই। ওই দোকানটাই আমাদের আশ্রয়, আর কখনও যদি কোন ধার-দেনা হয়ে যেত তবে ওই দোকানের রোজগার থেকে তা মিটিয়ে দিতে আমাদের অসুবিধে হত না।

'আমাদের এই শান্ত জীবনযাত্রায় প্রথম বিভ্রাট বাধালো ওই বিজ্ঞাপনটি। ঠিক এখন থেকে এক সপ্তাহ আগে ওই কাগজটি নিয়ে দোকানে ঢুকে স্পল্ডিং বলল, মিস্টার উইলসন, ভগবান যদি আমাকে লালচুলো করে পৃথিবীতে পাঠাতেন তবে কি ভালই হত। সত্যি, বরাত বটে আপনার।

'কেন,' হঠাৎ এরকম কথা বলছ কেন?

বলছি এই জন্যে যে, এই দেখুন একজন লালচুলোকে চাকরি দেওয়ার জন্যে কি রকম বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। আর আমি শুনেছি যে যত না লালচুলো আছে তার চেয়ে চাকরির সংখ্যা বেশী। রক্তকেশ সংঘের কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়েছেন গচ্ছিত টাকাটা তাঁরা কি ভাবে খরচ করবেন। আমার চুলের রংটা পাল্টে গেলে আমি রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতুম মশাই।

'কেন? কি হয়েছে? জিগ্যেস করলাম আমি তাকে। দেখুন মিস্টার হোমস্, আমি আমার দোকানটি নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম, তার দোরগোড়ার বাইরে কি ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় বা

ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই এ ধরনের চমক লাগানো কোন খবর কারও মুখে পেলে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠতাম।'

'আপনি কি রক্তকেশ সংঘের কথা আগে কখনও শোনেন নি?'

'কখনও না।'

'শুনে আমি আশ্চর্য বোধ করছি, কেন না এ রকম একটি পদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা তো আপনার রয়েছে!'

'এ চাকরির মাইনে কি রকম ছিল?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'বছরে দুশো ডলার, আর কাজটা ছিল বেজায় হাল্কা। এবং এ কাজ করে লোকে নিজের কাজও করে যেতে পারত। আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন যে খবরটা পেয়ে আমি কি রকম উৎসাহিত বোধ করলাম। কয়েক বছর ধরেই আমার কারবারে বেশ মন্দা যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় বছরে দুশো ডলার বাড়তি রোজগারের সম্ভাবনায় আমি প্রায় নেচে উঠলাম।'

'তারপর কি হল?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি যতদূর খবর পেলাম, তাতে জানলাম যে এজেকিয়া হপকিন্স নামে এক আমেরিকান কোটিপতি এই সংঘ স্থাপন করেছিলেন। ভদ্রলোকের ছিল অদ্ভুত বাতিক। তাঁর নিজের ছিল লাল চুল, আর তাই অন্য লালচুলোদের প্রতি ছিল অসীম সহানুভূতি। মারা যাবার সময় তাঁর বিপুল সম্পত্তি একদল অছির হাতে দিয়ে গেলেন এই শর্তে যে এ টাকা যেন সেই সব মানুষদের উপকারে খরচ করা হয় যাদের চুলের রং লাল।

'আমি ভিনসেন্টকে বললাম, কিন্তু এরকম লোভনীয় চাকরির জন্যে তো হাজার হাজার লালচুলো মানুষ দরখাস্ত করবে। তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা হবে কেমন করে?

'ভিনসেন্ট বলল, না, আপনি যে রকম ভাবছেন ঠিক সেরকম নয়। প্রথম, এটা লণ্ডনের অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; আর দ্বিতীয়, কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাই এতে দরখাস্ত করার অধিকারী। তারপর আমি আরও শুনলাম যে চুলের রং হাল্কা লাল বা ঘোর লাল হলে চলবে

না। সত্যিকারের টকটকে উজ্জ্বল লাল রংয়ের চুল না হলে সে প্রার্থী বিবেচিত হবে না। তবে আপনি যদি এ কাজটা পেতে চান মিস্টার উইলসন, আপনাকে কোন কাঠখড় পোড়াতে হবে না। সোজা-সুজি তাদের অফিসে গিয়ে হাজির হলেই চলবে। তবে কথা হচ্ছে, বছরে মাত্র কয়েক শো পাউণ্ড বাড়তি রোজগারের জন্যে আপনি এই হাঙ্গামা পোহাতে যাবেন কি?

'এখন আপনারা নিজেরাই দেখছেন আমার চুলের রং টকটকে ঘোর লাল। তাই আমার মনে হল, এদিক থেকে আমি যোগ্যতম প্রার্থী। ভিনসেণ্ট এ ব্যাপারে অনেক খবর রাখত বলে সে-ও আমাকে উৎসাহিত করল। তাই আমি তাকে ঝটপট দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। সে-ও একদিন ছুটির জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তাই আমরা দোকান বন্ধ করে বিজ্ঞাপনে লেখা ঠিকানার উদ্দেশে রওনা দিলাম।

'আপনাকে কি বলব মিস্টার হোমস্ এরকম দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখি নি। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যেদিকে যতদূর নজর যায় কেবল লালচুলোদের ভীড়। মনে হল, যারই মাথায় একগোছা লাল চুল আছে সে-ই বিজ্ঞাপন দেখে ভীড় করেছে ফ্লীট স্ট্রীটে। পীপলস্ কোর্টকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কমলালেবুর আড়ত। দেশে যে এত লালচুলো মানুষ আছে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সেখানে সব রকমের লাল — কমলা, ইট, মাটি এবং মেটুলি রং বিশিষ্ট চুলের লোক হাজির ছিল। তবে স্পল্ডিং বলল, আমার মত এমন আগুনের শিখার মত লাল রংয়ের চুল এদের মধ্যে কম লোকেরই আছে। এত প্রার্থী দেখে আমি আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু স্পল্ডিং অত সহজে হার মানার পাত্র নয়। সে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলাঠেলি করে আমাকে এনে হাজির করল সেই অফিসের সিঁড়িতে। অফিসটার দুদিকে সিঁড়ি। সাক্ষাৎ-কারের জন্যে একদল লোক একধারের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে আর একদল অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে নিচে।'

'এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে, সত্যি কি না বলুন?'

তাঁর মক্কেল মস্ত এক টিপ নস্যি নাকে গোঁজবার জন্যে থামতেই হোমস্ বলে উঠলেন, 'অনুগ্রহ করে বলুন তারপর কি ঘটেছিল ?'

'অফিসের ভেতর আসবাব বলতে দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল। একটি চেয়ারে যে লোকটি বসে তার চুলের রং আমার চুলের চেয়েও লাল। প্রার্থীদের সঙ্গে অল্প দু-একটি কথায় তাদের কোন না কোন খুঁত ধরে সে তাদের বিদায় করে দিচ্ছিল। আমার মনে হল যে চাকরি পাওয়াটা হয়ত খুব সহজ ব্যাপার হবে না। যাই হোক, যখন আমার পালা এল, তখন লোকটি অন্য সকলের চেয়ে আমাকে বেশী সৌজন্য দেখিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল। আমি ঘরে ঢোকামাত্র সে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল, যা দেখে মনে হল সে আমার সঙ্গে কোন গোপন কথা বলতে চায়।

'এঁর নাম মিস্টার জ্যাবেজ উইলসন, আমার সহকারী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, রক্তকেশ সংঘের খালি পদের ইনি একজন প্রার্থী।

'আমার বলতে দ্বিধা নেই যে যোগ্যতম প্রার্থী ইনিই। ডাইনে মাথা হেলিয়ে উনি আমার চুলের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে আমি লজ্জা পেলাম। তারপর হঠাৎ এক পা এগিয়ে উৎসাহভরে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার সাফল্যের জন্যে আমায় অভিনন্দন জানালেন।'

'সন্দেহ ঘোচাতে দেরী করাটা অনুচিত হবে। আমায় মার্জনা করবেন। এই বলে সামনে এগিয়ে এসে আমার মাথার চুল মুঠোয় ধরে তিনি এমন টান দিলেন যে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলাম আমি।

'আপনার চোখে জল এসে গিয়েছে, তিনি বললেন, কিন্তু এ ছাড়া পরীক্ষা করার আর কোন উপায় ছিল না। কেন না, দু-দুবার আমরা ঠকেছি। একবার রং করা চুল আর একবার পরচুলো। জানলার কাছে গিয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রাণপণ চীৎকার করে তিনি বললেন যে শূন্যপদে লোক নেওয়া হয়ে গেছে। নিচে থেকে হতাশায় একটা চাপা আর্তনাদ গুমরে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। অল্পক্ষণ

পরে সেখানে লালচুলো মানুষ বলতে থাকল এক আমি আর আমার নিয়োগকর্তা।

'আমার নাম ডানকান রস, নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমাদের সদাশয় উপকারী ভদ্রলোক যে টাকা রেখে গিয়েছেন তা থেকে আমিও পেনসন পেয়ে থাকি। মিস্টার উইলসন আপনি কি বিবাহিত? আপনার পরিবারে সদস্য কতজন?

'আমি জানালাম যে আমি বিপত্নীক এবং আমার কোন সন্তান-সন্ততি নেই।

'সর্বনাশ, ডানকান রস আঁতকে উঠলেন, এটা তো একটা দুঃসংবাদ দেখছি। এই তহবিলের টাকা লালচুলওয়ালা মানুষ এবং তাদের বংশধরদের জন্যে নির্দিষ্ট। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আপনি একজন অবিবাহিত।

'শুনে আমি বেজায় মুষড়ে পড়লাম মিস্টার হোমস্। আমার মনে হল, চাকরিটা তাহলে আমার আর পাওয়া হল না। কিন্তু কয়েক মিনিট চিন্তা করার পর মিস্টার ডানকান জানালেন যে এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।'

'অন্যের ক্ষেত্রে এই খুঁতটা একটা প্রবল আপত্তির কারণ হত সন্দেহ নেই। তবে তিনি আমায় আশ্বস্ত করে বললেন, কিন্তু যার চুল এমন ঘন লাল তার ক্ষেত্রে আমাদের একটু বিবেচনা করতেই হয়। কখন আপনি আপনার নতুন কাজে যোগ দিতে পারবেন মিস্টার উইলসন?

'একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম যে, জবাবে আমি বললাম, মানে আমার নিজেরই একটা ছোটখাট কারবার আছে—

তার জন্যে আপনি ভাববেন না মিস্টার উইলসন, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল ভিনসেন্ট। আপনার অবর্তমানে আমি দোকানটা ঠিক দেখাশুনা করতে পারব।

'কতক্ষণ থাকতে হবে আমায় অফিসে? জানতে চাইলাম আমি।

'দশটা থেকে দুটো। জবাব দিলেন ডানকার রস।

'আপনি বোধহয় জানেন মিস্টার হোমস্, যে বন্ধকী কারবারের

কেনাবেচার দিকটা রাত্রের দিকেই হয়ে থাকে। বিশেষ করে মঙ্গল ও শুক্রবারের সন্ধ্যায়। সুতরাং সকালের দিকে খানিকটা সময় দিতে আমার কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আর আমি জানি ভিনসেণ্ট বেশ কাজের লোক, আমার অবর্তমানে সে বেশ চালিয়ে নিতে পারবে।

'হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা আমার মনঃপূত, আমি বললাম, আমার মাইনে কি রকম হবে?

'সপ্তাহে চার পাউণ্ড।

'আর কাজ?

'সে নামমাত্র। কিন্তু কাজ যত হাল্কাই হোক কাজের সময়টা আপনাকে অফিসে থাকতে হবে। যদি আপনি আগে চলে যান তবে পত্রপাঠ আপনাকে বরখাস্ত করা হবে। নিয়োগের শর্ত এ ব্যাপারে খুব পরিষ্কার। আপনার কাজের সময় অফিস থেকে এক পা বেরুলে ধরে নেওয়া হবে আপনি শর্ত ভঙ্গ করেছেন।

'মাত্র চার ঘণ্টার তো চাকরি। এর মধ্যে আমার অফিস ছেড়ে বাইরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'কোন অজুহাত শোনা হবে না, দৃঢ়স্বরে বললেন ডানকান রস। অসুস্থতা, বাড়ির কাজ বা অন্য যে কোন কারণই থাকুক বাড়িতে, অফিসে আপনাকে বসে থাকতেই হবে।

'আর কাজ কি করতে হবে?

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করা। প্রথম খণ্ডের কাজ-টাই এখন হচ্ছে। আপনাকে আপনার কালি কলম এবং ব্লটিং পেপার নিয়ে আসতে হবে। টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি কি কাল থেকে শুরু করতে পারবেন?

'নিশ্চয়। আমি জবাব দিলাম।

'তাহলে বিদায় মিস্টার জ্যাবেজ উইলসন। যে গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনি নিযুক্ত হলেন তার জন্যে আরও একবার অভিনন্দন জানাই আপনাকে। সামনের দিকে ঝুঁকে অভিবাদন করলেন তিনি আমায়। আমিও আমার সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। হঠাৎ এই

আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনে আমি এতই অবাক হয়েছিলাম যে সারা রাস্তা একটিও কথা বলতে পারি নি।

'সারাদিন ধরে আমার মাথায় এই ব্যাপারটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সন্ধ্যে নাগাদ আমার মনে হল যে গোটা ব্যাপারটা হয়ত একটা ধাপ্পা বই আর কিছু নয়। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি তা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এইরকম একটা উইল কেউ করতে পারে এবং এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করার মত তুচ্ছ কাজের জন্যে এমন মোটা টাকা খরচ করতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগম্য। ভিনসেন্ট আমাকে উৎসাহিত করার জন্যে খুব চেষ্টা করছিল। তবু আমি ঠিক করেছিলাম যে এই ধাপ্পা থেকে দূরে থাকব। কিন্তু সকাল হতেই আমার মত গেল পাল্টে। এক বোতল কালি, একটা কলম ও খান সাতেক সাদা কাগজ নিয়ে আমি রওনা দিলাম পীপলস্ কোর্টের দিকে।

'দেখে খুশী হলাম যে অফিসটা ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ডানকান রস সেখানে হাজির ছিলেন। তিনি আমায় এনসাইক্লোপিডিয়ার 'এ' অক্ষর থেকে শুরু করতে বললেন। আমাকে কাজে বসিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। মাঝে মাঝে তিনি অবশ্য এসে দেখে যাচ্ছিলেন আমার কাজ। দুটোর সময় তিনি আমাকে বিদায় জানালেন এবং আমার কাজের পরিমাণ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এর পর অফিসে তালা বন্ধ করে আমার পেছন পেছন রাস্তায় নামলেন তিনি।

'দিনের পর দিন এই ভাবে চলতে লাগল। আর প্রতি শনিবার ম্যানেজার আমার কাছে এসে আমার মজুরি চারটি সোনার মুদ্রা আমাকে দিয়ে যান। প্রতি সপ্তাহে এইরকম ঘটতে লাগল। প্রতিদিন সকাল দশটায় আমি অফিসে হাজির হই আর ছুটি পাই দুটোয়। প্রথম দিকে ডানকান রস সকালের দিকে একবার করে আসতেন, পরে তিনি তা-ও ছেড়ে দিলেন। অবশ্য তিনি আসুন বা না আসুন আমি ঘর থেকে বেরুতে সাহস করতাম না। কখন তিনি এসে পড়েন ঠিক

কি ! চাকরীর মাইনেটা এতই লোভনীয় যে আমি তা খোয়াতে রাজী ছিলাম না।

'এইভাবে আট সপ্তাহ কাটল। ইতিমধ্যে আমি অ্যাক্রবাট, আর্বারি, আর্মারি এবং আর্কিটেকচার লেখা শেষ করেছি। আমার আশা ছিল আর একটু খাটতে পারলে আমি অচিরে 'এ' অক্ষর শেষ করে 'বি' শুরু করতে পারব। কিন্তু আচমকা পুরো ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেল।'

'বন্ধ হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ মশাই। এই আজই সকালে। আমি যথারীতি সকাল দশটায় কাজে গিয়েছি, দেখি দরজায় তালা ঝুলছে আর একটি কার্ডবোর্ডে লেখা নোটিশ ঝুলছে দরজার মাঝামাঝি। এই যে নোটিশটা আপনি নিজেই পড়তে পারেন।'

হোমসের হাতে দিলেন একটি ছোট কার্ডবোর্ড। তাতে লেখা ছিল—

'রক্তকেশ সংঘের

পাততাড়ি গোটানো হল।

৯ই অক্টোবর ১৮৯০।'

শার্লক হোমস্ এবং আমি দুজনেই এই সংক্ষিপ্ত বয়ানটুকু পড়ে প্রায় একসঙ্গে হেসে উঠলাম দুজনে হো হো করে।

'এতে এত হাসির কি আছে তা তো আমি বুঝছি না!' উত্তেজিত ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠলেন জ্যাবেজ উইলসন। 'যদি আমার দুঃখের কথা আপনাদের হাসির খোরাক হয়, তাহলে বলুন, আমি অন্য কোথাও গিয়ে আমার সমস্যার কথা বলি।'

'আরে না, না।' হোমস্ তাঁকে তাঁর চেয়ারে বসিয়ে বলে ওঠেন, 'কোন কিছুর বিনিময়েই আমি আপনার কেস ফিরিয়ে দেব না। এটা একটা দারুণ অন্যরকমের কেস। তবে যদি কিছু মনে না করেন, বলতে পারি এটা একটা মজার মামলা। আচ্ছা, নোটিশটা দেখার পর আপনি কি করলেন বলুন দেখি ?'

'প্রথমে তো মশাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমি। একেবার আকাশ থেকে পড়া যাকে বলে তাই, উইলসন বললেন, 'তারপর আশপাশের

অফিসগুলোয় খোঁজ করলাম। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। শেষে ওই বাড়ির যিনি মালিক তাঁকে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, রক্তকেশ সংঘের হলোটা কি? তিনি বললেন যে, তিনি এই সংঘের নাম এই প্রথম শুনছেন। জিগ্যেস করলাম, ডানকান রস ভদ্রলোকটি কে? তাঁর জবাব হল, এরকম নামের কোন লোককে তিনি চেনেন না।

'বেশ, তখন আমি বললাম, চার নম্বর ঘরের লোকটির সম্বন্ধে আপনি কি জানেন বলুন?

'ও, সেই লালচুলো ভদ্রলোক?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।

'ওর নাম তো উইলিয়াম মরিস। উনি একজন সলিসিটর। ওঁর বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমার ঘরটা উনি ব্যবহার করছিলেন। কাল উনি গেছেন ঘর ছেড়ে।

'কোথায় পেতে পারি আমি ওঁকে?

'ওঁর নতুন অফিসে। ঠিকানা ১৭, কিং এডওয়ার্ড স্ট্রীট।

'সেই দণ্ডে আমি ঠিকানা খুঁজতে বেরুলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখি, সেটা নী-ক্যাপের কারখানা। সেখানে উইলিয়ম মরিস বা ডানকান রসের নাম কেউ শোনে নি।'

হোমস শুধোলেন, 'তারপর আপনি কি করলেন?'

'বাড়ি ফিরে গিয়ে আমি ভিনসেন্টকে সব কথা বললাম। সে বলল যে, ডাকে আমি নিশ্চয় কোন খবর পাব।

কিন্তু অপেক্ষা করার মত মনের অবস্থা আমার এখন নেই। এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি এত সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নই। আমি শুনেছি, আপনি বিপন্ন ও দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করে থাকেন, তাই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

'আপনি ঠিক কাজই করেছেন,' হোমস্ বললেন, 'আপনার কেসটি অতিমাত্রায় চমকপ্রদ। এটি তদন্তের দায়িত্ব পেলে আমি খুব খুশী হব। আপনার কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, এর ভেতরে তার চাইতে আরও গভীর রহস্য রয়ে গেছে।

'গভীর তো বটেই,' উইলসন মন্তব্য করলেন, 'সপ্তাহে চার পাউণ্ড করে রোজগার কমে গেল আমার। গভীর না তো কি!'

'ব্যক্তিগত ভাবে এই ঘটনার জন্যে আপনার খুব একটা ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি না,' বললেন হোমস্। 'এই অত্যাশ্চর্য সংঘটির বিরুদ্ধে আপনার তেমন কোন অভিযোগ আছে বলেও আমি মনে করি না। বরং আমি বলব, মাঝখান থেকে আপনার বত্রিশ পাউণ্ডের মত বাড়তি রোজগার হয়ে গেল। 'এ' এই আদ্যাক্ষর দিয়ে অগুনতি শব্দ সম্বন্ধে আপনি যে জ্ঞান লাভ করলেন তা না হয় বাদই দিলাম। তারা আপনার তো কোন ক্ষতি করে নি।'

'না মশাই, আমি ব্যাপারটাকে অত সহজে ভুলে যেতে রাজী নই।' মিস্টার উইলসন মাথা নাড়লেন, 'আমি জানতে চাই কেন তারা আমাকে নিয়ে এই খেলা খেলল—এটা যদি তাদের খেলাই হয়ে থাকে, করকরে বত্রিশ পাউণ্ড তারা খরচ করল কোন সাহসে?'

'আপনার এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি। এখন আপনি আমার দু'-একটি প্রশ্নের উত্তর দিন দিকি। আপনার ওই সহকারী, যে প্রথম ওই বিজ্ঞাপনটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে কতদিন ধরে আছে আপনার কাছে?'

'প্রায় মাসখানেক।'

'হুম! কিভাবে এসেছিল সে আপনার কাছে?'

'একটি বিজ্ঞাপন দেখে।'

'সে-ই কি একমাত্র প্রার্থী ছিল?'

'না। সবশুদ্ধ জনা বারো লোক এসেছিল।'

'আপনি তাকেই বেছে নিলেন কেন?'

'ও থাকত আমার দোকান থেকে সব চেয়ে কাছে আর মাইনে চেয়েছিল কম।'

'প্রায় অর্ধেক, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখতে এই ভিনসেন্ট স্পল্ডিংকে?'

'বেঁটে, মজবুত গড়ন, বছর তিরিশ বয়স হলেও মুখে গোঁফদাড়ি তেমন গজায় নি। কপালের ওপর এ্যাসিড লেগে একটা পোড়া দাগ হয়ে গিয়েছে।'

হোমস্ সঙ্গে সঙ্গে সিধে হয়ে বসলেন তাঁর চেয়ারে। বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে তখন তাঁকে। আমি ঠিক এইটা ভেবেছিলাম। 'আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন তার দু কানে দুটো ফুটো আছে?'

'হ্যাঁ মশাই। দেখেছি বই কি। ওকে জিগ্যেস করাতে ও বলেছিল, ও যখন খুব ছোট ছিল এক বেদে ওর কান দুটি বিঁধিয়ে দিয়েছিল।'

'হুম্,' হোমস্ আবার চেয়ারের গর্তে ডুবে যেতে যেতে বললেন, সে কি এখনও আপনার অধীনে চাকরি করছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনার অবর্তমানে আপনার ব্যবসা সে-ই দেখাশুনো করত?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাস, আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই আমার। মিস্টার উইলসন, দু-একদিনের মধ্যে এই কেস সম্বন্ধে আপনাকে কিছু একটা বলতে পারব আশা করছি। আজ তো শনিবার, মনে হয় সোমবার নাগাদ একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসতে পারব।'

জ্যাবেজ উইলসন এই কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর আমার দিকে চেয়ে হোমস্ বললেন, 'হ্যাঁ, ওয়াটসন, এই কেস নিয়ে তুমি কি বলতে চাও?'

'সত্যি কথা বলতে কি ভাই, এর কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'দেখা গেছে ঘটনা যত অদ্ভুত হয় রহস্য হয় তত কম জটিল। আর যে অপরাধ আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ এবং বিশেষত্ব-বর্জিত তা ভেদ করাই হয় বেশী কঠিন।...খুব সাদামাটা মুখ যেমন সনাক্ত করা কঠিন হয় তেমনি।...কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এগুতে হবে আমাদের।'

'কি করবে তুমি এখন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'ঠিক এখন আমি আয়েস করে ধূমপান করব।' জবাব দিলেন

হোমস্। 'এ রহস্য প্রায় তিন পাইপ তামাকের সমান। আর তোমাকে অনুরোধ করব পঞ্চাশ মিনিট আমার সঙ্গে কোন কথা না বলতে। চেয়ারের ওপর গুটিসুটি মেরে বসলেন হোমস্—হাঁটু দুটি মুড়ে, তাঁর বাজপাখির মত ধারালো নখের কাছে টেনে। চোখ দুটি বুজে বসে আছেন। ঠোঁটে চেপে ধরা কালো রংয়ের পাইপটি দেখে মনে হচ্ছে সেটা কোন অদ্ভুত পাখির ঠোঁট। তাঁর সে নিশ্চল মূর্তি দেখে এক-একবার আমার মনে হচ্ছিল হোমস্ বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ প্রায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি এবং এমনভাবে পাইপটি টেবিলের ওপর রাখলেন যে মনে হল, এই রহস্যের অন্ধি-সন্ধি সব বুঝি তিনি জেনে ফেলেছেন।'

'আজ বিকেলে বাজনা আছে সেন্ট জেমস্ হলে,' তাঁর কণ্ঠস্বর এখন আশ্চর্য রকমের শান্ত, 'তুমি কি বল ওয়াটসন? তোমার রুগীরা কি তোমায় কয়েক ঘণ্টার ছুটি দেবে না?'

'আজ আমার রুগীপত্তর কিছু নেই,' জবাব দিলাম, 'তুমি জানো, পশার আমার কোনদিনই খুব একটা ভাল নয়।'

'তাহলে টুপি পরে নাও আর চলো আমার সঙ্গে। অনুষ্ঠান-সূচীতে দেখছি আজ জার্মান সঙ্গীতের প্রোগ্রাম রয়েছে। আমি ইতালীয়ান ও ফরাসী সঙ্গীতের চেয়ে জার্মান সঙ্গীতের বেশী ভক্ত। এই সঙ্গীত মনের অতলে ডুব দিতে সাহায্য করে। আমি এখন তা-ই করতে চাই। চলে এসো।'

পাতাল-রেলে চড়ে আমরা পৌঁছে গেলাম অলডার্সগেট পর্যন্ত। সেখান থেকে অল্প একটু হেঁটে এলাম ম্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ার। এই-খানেই ঘটেছিল আজ সকালে আমাদের গল্পে শোনা সেই অদ্ভুত ঘটনা। এটা একটা ছোট, অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন এলাকা। ইটের তৈরী দোতলা বাড়ির চারটে সারি, যার চারপাশে রয়েছে লোহার রেলিং। সামনে একটুখানি ঘাস-জমি, একদিকে লরেলের ঝোপ, এই পরিবেশের সঙ্গে যে কত বেমানান সেটাই যেন বোঝা যাচ্ছে। কোণের একটা বাড়িতে খয়েরী রংয়ের বোর্ডে লেখা জ্যাবেজ উইলসন

সূচিত করছে যে এইখানেই আমাদের সকলের লালচুলো আগন্তুকের তেজারতি ব্যবসার দোকান। একধারে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস্ গোটা জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করলেন। এর পর আস্তে আস্তে শুরু করলেন হাঁটতে। এ সময় তাঁর চোখ দুটি জ্বলজ্বল্ করছিল। তারপর আবার তিনি ফিরে এলেন দোকানের সামনে। হাতের ছড়ি দিয়ে ফুটপাথের ওপর সজোরে আঘাত করলেন দু-তিনবার। তারপর সামনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লেন। একটি সুদর্শন যুবক দরজা খুলে ভেতরে আসতে বলল হোমস্কে।

'ধন্যবাদ,' হোমস্ বললেন, 'আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে এখান থেকে স্ট্র্যাণ্ডে যাওয়ার রাস্তা কোনটি?'

'ডানদিকে তিন নম্বর রাস্তায় গিয়ে তারপর বাঁ দিকে চার নম্বর রাস্তা।' চটপট উত্তর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ছোকরাটি।

'বেশ চটপটে ছোকরা। চলে আসতে আসতে মন্তব্য করলেন হোমস্, আমার মতে লণ্ডন শহরের চারটি খুব স্মার্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এ একজন। জানি না, এ চার না তিন নম্বর। এর সম্পর্কে কিছু খবর আমি আগেই জেনেছি।'

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এই রক্তকেশ সংঘের রহস্যের সঙ্গে মিস্টার উইলসনের এই কর্মচারীটির যোগ আছে। রাস্তার খবর জিগ্যেস করছিলে তুমি ওকে শুধু চোখে দেখার জন্যে, তাই না?'

'ওকে নয়।'

'তবে কাকে?'

'ওর পাতলুনের হাঁটুর জায়গাটুকু দেখার জন্যে।'

'কি দেখলে?'

'যা আমি আশা করেছিলাম তাই।'

'হোমস্, তুমি হঠাৎ ফুটপাথের ওপর অমন ঘা মারলে কেন?'

'ওহে বন্ধু, এটা কথা বলবার নয়, শুধু পর্যবেক্ষণ করার সময়। ম্যাক্স কোবার্ন সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা হয়েছে, এখন এর পেছনের জায়গাটা সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক।'

পেছনের যে রাস্তায় গেলাম সেটার সঙ্গে ম্যাক্স কোবার্নের তফাত ঠিক একটা ছবির সামনের সঙ্গে পেছনের। শহরের যানবাহন উত্তর আর পশ্চিমে পৌঁছে দেবার এটাই হল প্রধান যোগসূত্র। অসংখ্য গাড়ির স্রোতে পথটি প্রায় অবরুদ্ধ আর দুপাশের ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য। সার সার সুন্দর দোকান আর জমজমাট ব্যবসাকেন্দ্রগুলি দেখে অনুমান করা কঠিন যে এর সামনেই এমন একটা প্রাণহীন বিবর্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন এলাকা।

হোমস্ বললেন, 'পর পর বাড়িগুলি কেমন ভাবে রয়েছে সেটা আমি দেখে নিতে চাই। লণ্ডন শহরের বাড়িঘরগুলো সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া আমার একটা বাতিকের মত। ওই মর্টিমারের তামাকের দোকান, ওই সিটি এ্যাণ্ড যুবাবর্ণ ব্যাংকের শাখা-অফিস, ওই ওটা সেই নিরামিষ রেস্তোরাঁ আর ওই বোধহয় ম্যাকফার্লনের মাল বহন করবার গুদাম। ওটার পর থেকেই পরের ব্লকটার শুরু।··আমাদের কাজ শেষ হয়েছে : চল, একটু আনন্দ করা যাক। এক পেয়ালা কফি আর একটা স্যাণ্ডউইচ—চল, সঙ্গীতের সুধায় এমন ভাবে ভেসে যেতে চাই যাতে কোন লালচুলো মক্কেল তার অভিযোগ নিয়ে আমাদের বিরক্ত করতে না পারে।'

আমার বন্ধু একজন যথার্থ সঙ্গীতরসিক। সে যে ভাল বেহালা বাজাতেই পারেন তা নয়, সুরসৃষ্টিও করতে পারেন উচ্চমানের। গোটা বিকেলটা তিনি গান-বাজনার মধ্যে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ডুবে রইলেন; বাজনার তালে তালে তাঁর সরু সরু লম্বা আঙুলগুলি নাড়লেন, তখন তাঁর মুখে হাসি, চোখ দুটি স্বপ্নময়। তখন যদি কেউ তাঁকে দেখত, তার মনে হত এ বুঝি শার্লক হোমস্ নয়, অন্য কেউ। তাঁর চরিত্রে এই দুটি সত্তার অদ্ভুত সমন্বয়—সঙ্গীতপ্রেম ও রহস্যসন্ধান। সত্যি, হোমস্ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। কখনও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করেন, আবার কখনও আলস্যে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন দিনের পর দিন। তারপর হঠাৎ যখন সজাগ হয়ে ওঠেন তখন তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রায় মননের স্তরে উন্নীত হয়। সেদিন যখন আমি

তাঁকে সেন্ট জেমস্ হলে একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত উপভোগ করতে দেখলাম, বুঝলাম, রক্তকেশ সংঘের যে পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে এই মানুষটিকে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের মহাসংকট উপস্থিত।

'এখন নিশ্চয় তুমি বাড়ি যাবে ডাক্তার?' অনুষ্ঠান শেষ হবার পর বাইরে এসে শুধোলেন হোমস্।

'হ্যাঁ, সেই রকমই ইচ্ছে আছে।'

'আমার কিছু কাজ আছে। সারতে ঘণ্টাখানেক লাগবে।' হোমসের মুখ গম্ভীর। 'কোবার্গ স্কোয়ারের ব্যাপারটি বেশ গুরুতর।'

'কেন, গুরুতর কেন?'

'ভয়ংকর এক অপরাধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে ডাক্তার,' গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন হোমস্। 'তবে আমার বিশ্বাস যে আমরা ঠিক সময় তা প্রতিরোধ করতে পারব। আজ শনিবার হওয়াতে একটু অসুবিধে হয়ে গেছে। কাল আমার তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

'কোন সময়?'

'ধরো সকাল দশটায়।'

'ঠিক আছে। আমি ঠিক দশটার সময় হাজির হব বেকার স্ট্রীটে।'

'উত্তম। আর ডাক্তার, এ কাজে কিছু বিপদের আশংকা আছে, তাই তুমি তোমার রিভলভারটা সঙ্গে আনতে ভুলো না।' আমার দিকে হাত নেড়ে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন শার্লক হোমস্।

আমার বিশ্বাস যে আমার বুদ্ধি আর পাঁচজন মানুষের মতই। কিন্তু শার্লক হোমসের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি যে কত নির্বোধ তা অনেক সময় বুঝতে পেরে আমি নিজেই লজ্জা পেতাম। এই ঘটনার যেটুকু সে শুনেছে আমিও ততটুকুই শুনেছি। তবু এই বিবরণ থেকে সে যা ঘটেছে শুধু তা-ই বোঝেনি, ধরতে পেরেছে আরও কি ঘটতে যাচ্ছে। অথচ আমি যে তিমিরে সে-ই তিমিরে। কেংমিটনে নিজের বাড়ি পৌঁছে সমস্ত বিষয়টা আনুপূর্বিক চিন্তা করেও আমি এর রহস্য ভেদ করতে পারলাম না। হোমস্ আমাকে সশস্ত্র হয়েই বা যেতে বললেন কেন? কোথায় যাব আমরা? আর সেখানে গিয়ে করবই

বা কি? একটা সংকেত আমি পেয়েছি যে উইলসনের ওই মাকুন্দ ছোকরা সহকারীটি বড় সোজা লোক নয়। গোটা ব্যাপারটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভেবে আমি এর রহস্যভেদ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম পরদিন প্রভাত হওয়ার জন্যে।

পরের দিন পৌনে দশটা নাগাদ আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীট হয়ে বেকার স্ট্রীটের উদ্দেশে রওনা দিলাম। হোমসের বাড়ির বাইরে দুটি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আমি বেশ কয়েকটি গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম, হোমস্ বেশ উত্তেজিত ভঙ্গীতে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। তার মধ্যে পুলিশ অফিসার পিটার জোনসকে আমি চিনতে পারলাম, আর একজন লম্বা, রোগা, চকচকে টুপি পরা বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক আমার অচেনা।

'এই তো, আমাদের দলের সবাই এসে গেছে,' তাকের ওপর থেকে ভারী শিকারের চাবুকটা তুলে নিতে নিতে বললেন হোমস্। 'ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিস্টার জোনসকে তো তুমি চেন? এসো, মিস্টার মেরীওয়েদারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। ইনিও আজ রাত্রের অভিযানে আমাদের সঙ্গী হবেন।'

'আমাদের বন্ধুটি মানুষের পিছু ধাওয়া করতে ভারী পটু, কি বলেন ডাক্তার?' জোনস হাসি হাসি মুখে বললেন। 'লোকের পেছনে দৌড়নোর জন্যে আমার মত একটি কুকুর পেলেই সে খুশী।'

'আশা করি, এ অভিযান বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়নোর মত পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে না।' অপ্রসন্ন মুখে মন্তব্য করলেন মিস্টার মেরীওয়েদার।

'মিস্টার হোমসের ওপর আপনি ভরসা করতে পারেন স্যার।' বললেন পিটার জোনস, 'ওঁর তত্ত্বগুলো একটু অদ্ভুত ধরনের, কিন্তু সেটা যে পাকা গোয়েন্দাকে লজ্জা দেয় তাতে সন্দেহ নেই। দু-একবার তো,

যেমন শোল্টো হত্যা বা আগ্রার ধনরত্ন উদ্ধার—পুলিশের ওপর টেক্কাই দিয়েছিলেন উনি।'

'হ্যাঁ, জোনস্, আপনি যদি তাই বলেন তাহলে আমি আজকের কষ্টটা হাসি মুখে মেনে নেব।' গম্ভীর মুখে বললেন মেরীওয়েদার, 'কেন না, সাতাশ বছরের মধ্যে আজই প্রথম শনিবার আমার রাত্রের তাস খেলাটা বাদ দিতে হল।'

হোমস্ বললেন, 'আমার মনে হয় মিস্টার মেরীওয়েদার, আজকের রাতটায় আপনি যত মোটা টাকার বাজি খেলবেন এমনটা কোন শনিবারই খেলেন নি। আপনি বাজি ধরবেন প্রায় তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মত, আর জোনস্, তোমার বরাতে জুটবে সেই লোকটি যাকে তুমি বেশ কিছুকাল যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছ।'

'জন ক্লে.' হোমস্ একটু থেমে ফের বলতে শুরু করেন, 'খুন, চুরি, জালিয়াতি এই সব কাজে তার মত ওস্তাদ লোক লণ্ডন শহরে আর দুটি নেই। ওর ঠাকুর্দা ছিলেন ডিউক ; সে নিজেও ইটন এবং অক্সফোর্ডে গিয়েছিল। তার মগজটা যেমন পরিষ্কার, আঙুলগুলোও তেমনি সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে। সে এর মধ্যে আছে এটা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারলেও তাকে পাকড়াও করা খুব সহজ নয়। এই সপ্তাহে যদি সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চোখে ধূলো দিয়ে উধাও হল তো পরের সপ্তাহে দেখা যাবে কর্নওয়ালে সে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে অনাথ আশ্রম তৈরির জন্যে। আমি বেশ কয়েক বছর তার পেছনে লেগে আছি, কিন্তু এখনও তার দেখা পাই নি।'

'আমি আশা করছি, আজ রাতে আমি তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারব। ক্লের কাজের নমুনা আমি কয়েকবার দেখেছি, তার সঙ্গে দেখা হবে আমার এই প্রথম। দশটা বেজে গেছে, এখন আমাদের রওনা দেওয়া উচিত। জোনস্ আর আপনি প্রথম গাড়িটায় যান, আমি আর ওয়াটসন অন্য গাড়িটা নিয়ে আপনাদের পেছনে থাকব।'

গাড়িতে শার্লক হোমস্ বিশেষ কোন কথা বললেন না। পেছনের

সীটে হেলান দিয়ে বিকেলের আসরে শোনা সুরটি গুনগুন করছিলেন। গ্যাসের আলো জ্বলা প্রায় জনহীন অনেক রাস্তা ঘুরে অবশেষে আমরা ক্যারিংটন স্ট্রীটে পৌঁছলাম।

'মেরীওয়েদার লোকটি একজন ব্যাংক ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগতভাবে সে এই কেসের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু। আমার মনে হল জোনসকেও আমাদের সঙ্গে রাখা ভাল। লোকটি খারাপ নয়, যদিও নিজের কাজে ও একেবারেই অনুপযুক্ত। ওর আর কিছু নেই, কিন্তু যেমন বুলডগের মত বেপরোয়া তেমনি চিংড়ি মাছের মত একগুঁয়ে। এই যে আমরা এসে গেছি। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

সকালে যখন এই জায়গাটায় এসেছিলাম আমরা তখন এখানে বেশ ভীড় ছিল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গাড়ি দুটো ছেড়ে দিলাম আমরা। এরপর মিস্টার মেরীওয়েদারের পিছু পিছু একটা সরু গলি দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যাওয়া হল। খানিক পথ যাওয়ার পর উনি একটা ছোট দরজা খুললেন। দরজা পেরিয়ে আসা গেল একটা ছোট করিডরে। করিডরের শেষ প্রান্তে এসে থামলাম একটি ভারী লোহার দরজার কাছে। দরজাটা খোলা হতে দেখা গেল ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ির শেষে আবার একটা মজবুত গেট। মিস্টার মেরীওয়েদার একটি লণ্ঠন জ্বাললেন এবং আমাদের নিয়ে চললেন মাটির গন্ধ ভেসে আসা গলিপথ দিয়ে। সেটা শেষ হয়েছে আর একটি দরজার সামনে। সেই দরজাটি খোলার পর আমরা মুখোমুখী হলাম একটি বিরাট আকারের ভল্টের সামনে। এই ভল্টের সামনে ছড়ানো রয়েছে বড় বড় টিনের বাক্স আর কাঠের পেটি।

'ওপর থেকে আপনার এই গুপ্তকক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়া সহজ নয়,' লণ্ঠনটা তুলে ধরে চারদিক দেখে নিয়ে মন্তব্য করলেন হোমস্।'

'নিচের দিক থেকেও এটা কম মজবুত নয়, এই কথা বলে তাঁর হাতের লাঠিটা মেঝেতে ঠুকতে গিয়ে চমকের সঙ্গে বললেন মেরীওয়েদার,' 'আরে, এটা তো একেবারে ফাঁপা বলে বোধ হচ্ছে।' বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তিনি তাকালেন আমাদের মুখের দিকে।

'আপনাকে শান্ত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করা ছাড়া আমার অন্য পথ নেই,' দৃঢ়স্বরে বললেন হোমস্। 'এই অভিযানের সাফল্য ইতিমধ্যেই আপনি অনেকখানি নষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি বরং ওই একটা বাক্সের ওপর চুপ করে বসুন না।'

মিস্টার মেরীওয়েদার গম্ভীর মুখে একটা খালি বাক্সের ওপর বসে পড়লেন। তাঁর মুখে বেশ একটা আহত অপ্রস্তুত ভাব। হোমস্ হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপ[illegible]লেন আতস কাঁচ দিয়ে মেঝের ফাটলগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরীক্ষার পর উঠে দাঁড়িয়ে কাঁচটা কোটের পকেটে রেখে দিলেন।

'অন্তত এক ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে আছে। উইলসন ঘুমোতে না যাওয়া পর্যন্ত কাজ শুরু করতে পারবে না ওরা। কিন্তু তারপর আর এক মুহূর্তও সময় ওরা নষ্ট করবে না। কেন না, যত তাড়াতাড়ি ওরা কাজ শেষ করবে তত তাড়াতাড়ি পালাতে পারবে এখান থেকে। ডাক্তার, এই মুহূর্তে আমরা লণ্ডনের একটি বড় ব্যাংকের শাখা-অফিসের নিচে অবস্থান করছি। মিস্টার মেরীওয়েদার, এই ব্যাংকের ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি, তিনি তোমাকে বলবেন কেন লণ্ডনের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ অপরাধীরা এই ব্যাংকের ভল্টের ব্যাপারে এতখানি মাথা ঘামাচ্ছে।'

'আমাদের হেফাজতে রয়েছে ফরাসী সোনা, কয়েকবারই আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে এ ব্যাংকে ডাকাতি হতে পারে।'

'ফরাসী সোনা?'

'হ্যাঁ, কয়েক মাস আগে আমাদের আর্থিক অবস্থা মজবুত করার উদ্দেশ্যে আমরা তিরিশ হাজার পাউণ্ড দামের সোনা ব্যাংক অফ ফ্রান্স থেকে ধার করে আনি। হয়ত এ খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে সে সোনার সবটাই এখানে রয়ে গেছে। কোন ব্যাংকের বিশেষ একটা শাখায় যত সোনা সাধারণত রাখা হয় তার চেয়ে আমাদের মজুত এখন অনেক বেশী। ব্যাংকের পরিচালক বর্গ তাই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটু চিন্তিত।

'সেটা স্বাভাবিক,' হোমস্ বললেন, 'কিন্তু এখন আমাদের প্ল্যান-মাফিক কাজ শুরু করার কথা। আমি আশা করছি এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবে। হ্যাঁ, মিস্টার মেরীওয়েদার, এখন আমাদের ওই লণ্ঠনটার ওপর একটা পর্দা টেনে দিতে হয়।'

'তাহলে অন্ধকারে বসে থাকব নাকি আমরা ?'

'উপায় নেই। পকেটে এক প্যাকেট তাস নিয়ে এসেছি আমি। আমরা এখানে চারজনই আছি। আপনি শনিবার তাসের বাজি বাদ দিতে চান না, তাই অন্ধকারেই খেলা চালাতে হবে আমাদের। তবে তার আগে আমরা কে কোথায় দাঁড়াব ঠিক করে নেওয়া যাক। যাদের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হতে যাচ্ছে তারা প্রত্যেকেই সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক। যদিও আমরা সজাগ থাকাতে তাদেরই অসুবিধে বাড়বে, তবু তারা মরীয়া হয়ে চেষ্টা করবে আমাদের জখম করার। আমি দাঁড়াব এই পেটিটার পেছনে, আপনারা সকলে এক-একটা পেটির আড়ালে লুকিয়ে থাকুন। আমি যেই ওদের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলব অমনি সবাই ওদের ঘিরে ফেলবেন। যদি ওরা গুলি ছোঁড়ে, তবে ওয়াটসন তুমি ওদের খুলি উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করো না।'

পেটির আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে আছি আমরা। আমি রিভল-ভারটা তাক করে বসে আছি। হোমস্ লণ্ঠনের ওপর ঢাকা দিতে চতুর্দিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার আমি জীবনে কখনও দেখি নি।

'ওদের পিছু হটার পথ একটাই,' ফিস ফিস করে বললেন হোমস্, 'সেটা হল বাড়ির পেছন দিয়ে ম্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারের দিকে পালিয়ে যাওয়া। জোনস্, তোমাকে যা বলেছি তা করেছ তো ?'

'হ্যাঁ, একজন ইন্সপেক্টর ও দুজন পুলিশ মোতায়েন রেখেছি ওই জায়গায়।'

'তাহলে সব রাস্তাই বন্ধ রাখা হয়েছে। এখন আমাদের চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে হয়।'

সময় যেন কাটতেই চায় না। পরে আমরা হিসেব করে দেখেছি

যে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম মাত্র সওয়া এক ঘণ্টা, কিন্তু তখন যেন মনে হচ্ছিল গোটা রাতটাই পাহারা দিয়ে কাটিয়েছি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছিল। আমার স্নায়ু এমন উত্তেজিত এবং কানজোড়া এত খাড়া ছিল যে আমার সঙ্গীদের কার কেমন নিঃশ্বাস পড়ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে মেঝের দিকে তাকানোয় কোন বাধা নেই। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল মেঝের ওপর আলোর একটি ক্ষীণ রশ্মি।

প্রথমে সেটা একটা স্ফুলিঙ্গের মত দেখাল, তারপর বড় হতে হতে একটি আলোর রেখার মত এসে স্পর্শ করল মেঝে। পরক্ষণেই কোন শব্দ না করে একটি গর্ত তৈরী হল এবং একটি হাত দেখা দিল গর্তের ফাঁকে। সাদা, ঠিক যেন একটি মেয়ের হাত বলে মনে হল সেটা। তার পর হঠাৎই হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন আবার অন্ধকারের মধ্যে দেখা যেতে লাগল ফাটলের সেই আলো।

হাতটি অদৃশ্য হয়েছিল মুহূর্তের জন্যে। প্রচণ্ড এবং তীক্ষ্ণ শব্দ করে ওপর দিকে একটি পাথরের চাঙড় একপাশে সরে একটি চারকোণা ফাঁক তৈরি হল। এবার দেখা গেল একটি লণ্ঠনের আলো সেই ফাঁকের মধ্যে। তারই এক ধারে দেখা গেল একটি ছেলেমানুষী মুখ। তারপর আস্তে আস্তে ফাঁক দিয়ে গলে সে নিচে নেমে দাঁড়াল। নিচে নামার পর সে তার সঙ্গীকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। সঙ্গীর চেহারাও তার মত রোগা এবং ছোটখাট। তার মাথাভর্তি ঘন লাল চুল।

'সব ঠিক আছে,' সে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'তোমার কাছে বেলচা আর থলি আছে তো? আর্চি, লাফিয়ে নামো। আমাদের বরাত আজ খুব ভাল।'

ক্ষিপ্র গতিতে লাফিয়ে উঠে হোমস্ এই লোকটির জামার কলার চেপে ধরেছেন। তার সঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে গর্তের দিকে লাফ মেরেছে। জোনস্ যেই তার জামাটা ধরেছে অমনি পড়্‌পড়্ করে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ কানে এল আমার। অন্ধকারের মধ্যে পিস্তলের নল চকচক করে

উঠল। কিন্তু হোমস্ সঙ্গে সঙ্গে তার কব্জিতে মারলেন তাঁর চাবুকের এক ঘা। ঠং করে তার হাতের পিস্তল ছিটকে পড়ল পাথরের মেঝেতে।

'কোন লাভ নেই জন ক্লে,' নিরুত্তাপ গলায় বললেন হোমস্,' 'আর তোমার কোন আশাই নেই।'

'হুঁ, তাই তো দেখছি,' একটুও বিচলিত না হয়ে সে বলল, 'তবে আমার স্যাঙাৎ বোধহয় পালাতে পেরেছে। যদিও তার কোটের খানিকটা কাপড় দেখছি তোমার হাতে রয়ে গেছে।'

'না, তোমাকে দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে।' বললেন হোমস্, 'দরজার মুখে পাহারায় আছে তিন-তিনটে লোক।'

'তাই নাকি? কাজটা তাহলে বেশ নিখুঁত ভাবেই করেছ মনে হচ্ছে। তোমাকে বাহাবা না জানিয়ে পারছি না।'

'আমিও তোমায় বলছি সাবাস! তোমার এই লাল-চুলো সংঘের কল্পনাটা অভিনব সন্দেহ নেই।'

'তুমি এখনই তোমার সাকরেদকে নেমে আসতে দেখবে,' জোনস্ বলল, 'গর্তের ভেতর দিয়ে নামার ব্যাপারে সে দেখছি তোমার চেয়ে চটপটে। একটু দাঁড়াও দেখি, হাতকড়াটা লাগিয়ে দিই।'

'তোমার ওই নোংরা হাতে আমায় স্পর্শ করো না, দোহাই। তোমার হয়ত জানা নেই, আমার শরীরে আছে রাজ-পরিবারের রক্ত। আর যখন আমার সঙ্গে কথা বলবে দয়া করে 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলবে।'

'ঠিক আছে,' চাপা হাসি হেসে হোমস্ বলল, 'দয়া করে হুজুর কি এখন ওপরে উঠবেন? রাস্তায় একটা ট্যাক্সি পাকড়াও করে আমরা হুজুরকে তাহলে থানায় পৌঁছে দিতে পারি।'

'এই তো ঠিক হয়েছে,' গম্ভীর ভাবে বলল জন ক্লে, তারপর সে আমাদের তিনজনের সামনে একটু ঝুঁকে পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

'সত্যি মিস্টার হোমস্,' ওদের পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে আসতে

আসতে অভিভূত স্বরে মিস্টার মেরীওয়েদার বললেন, 'ব্যাংক যে আপনাকে কি ভাবে ধন্যবাদ দেবে বা পুরস্কৃত করবে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে আজ পর্যন্ত যত ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুপরিকল্পিত এটি। আর আপনি যে রকম দুঃসাহসিক ভাবে তা বানচাল করে দিলেন তারও কোন নজির নেই।'

'জন ক্লের সঙ্গে আমার নিজেরও একটু বোঝাপড়া বাকি ছিল।' হোমস্ বললেন. 'তা আজ সারা হল। পুরস্কার পাওয়ার লোভে নয়, কাজের নেশাতেই এই ঝুঁকি নিয়েছি। পুরস্কার আমি আশা করি না, তবে এ কাজ করতে আমার সামান্য যা খরচ হয়েছে, আশা করি, ব্যাঙ্ক তা পুষিয়ে দেবে। অন্য পুরস্কার নয়, এ কাজ করতে গিয়ে যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সেটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

রাত এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বেকার স্ট্রীটের বৈঠকখানায় সোডার বোতল আর হুইস্কির বোতল সামনে রেখে আমি আর শার্লক হোমস্ বসে।

'দেখ ওয়াটসন,' হোমস্ বলছিলেন, 'গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ ছিল যে রক্তকেশ সংঘের ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আর মিস্টার উইলসনকে দিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া নকল করানোর একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে ওই বোকাসোকা লোকটিকে তার ঘর থেকে প্রতিদিন কয়েক ঘন্টার জন্য অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া। পন্থাটা বিচিত্র সন্দেহ নেই। মতলবটা ক্লের মাথায় আসে নিশ্চয় উইলসনের চুলের রং দেখে। তার মজুরীটা টোপ হিসেবে লাগানো হয়েছিল আর যারা হাজার হাজার পাউণ্ড রোজগারের মতলব করছিল তাদের কাছে ওটা কোন খরচই নয়। একজন বিজ্ঞাপন দিল, দুদিনের জন্যে অফিস খুলে বসল. আর একজন শয়তান তাকে ধরে নিয়ে এল অফিসে। দুজনে মিলে প্রতিদিন সকালে তাকে সরিয়ে দিল তার দোকান থেকে। যখনই আমি শুনেছি যে তার সহকারীটি অর্ধেক মাইনে নিয়ে কাজ করতে রাজী হয়েছে তখনই এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পেয়েছি আমি।'

'কিন্তু ওদের মতলবটা যে কি তা তুমি কি করে আন্দাজ করলে?'

'যদি বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক থাকত তবে সন্দেহটা অন্যরকম হত। কিন্তু সে প্রশ্নটা এখানে ওঠে না। ওর বাড়িতে এমন কোন দামী জিনিস ছিল না যার জন্যে ওদের এত তোড়জোড় করতে হয়! তাহলে নিশ্চয় বাড়ির বাইরে কোন জিনিসের ওপর লক্ষ্য ওদের। সেটা কি হতে পারে? আমার মনে মিস্টার উইলসনের সহকারীর ফোটো তোলার ঝোঁক আর থেকে থেকে মাটির তলার ঘরে অদৃশ্য হওয়ার কথা রেখাপাত করল। মাটির নীচের ঘর। সেখানেই সব রহস্যের জট। তারপর আমি এই কর্মচারীটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে সে লণ্ডনের পয়লা নম্বরের এক দাগী আসামী। মাটির নীচে সে কিছু করছে। সেটা কি হতে পারে? এর জবাবে আমার মনে হল, সেটা মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে অন্য কোন বাড়ির তলায় পৌঁছনো ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

ঘটনাস্থল সরেজমিনে দেখার আগে আমি এই পর্যন্তই এগোতে পেরেছিলাম। ফুটপাথের ওপর ছড়ির ঘা মেরে আমি তোমাকে অবাক করে দিয়েছিলাম। আমি পরখ করে দেখছিলাম যে সুড়ঙ্গটা বাড়ির পেছন দিকে গেছে না সামনের দিকে। দেখলাম যে, না, ওটা সামনের দিকে যায় নি। তারপর আমি ঘণ্টা বাজালাম এবং যেমন আশা করেছিলাম, ওই সহকারীটিই দরজা খুলল। ইতিমধ্যে অন্য এক মামলার তদন্তের সূত্রে আমি ওর পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা এই প্রথম। তার মুখের দিকে তাকানোর আমার দরকার হয় নি। আমি দেখলাম তার হাঁটু—ঠিক যেমনটি আমি আশা করেছিলাম, ওর ট্রাউজারের হাঁটুজোড়া তেমনি কুঁচকে লাট খেয়ে গেছে। তুমিও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ এটা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাটি খোঁড়ার চিহ্ন তাতে। আর আমার জানতে কিছু বাকী রইল না। এখন শুধু জানতে হবে কোথায় তারা খুঁড়ছিল। চত্বরটা ঘুরে আমি দেখলাম যে সিটি এ্যাণ্ড সুবার্বন ব্যাংকের অফিসটা ঠিক আমাদের বন্ধুর বাড়ির পেছনে। সেটা দেখেই মনে হল, আমি আমার সমাধান পেয়ে গেছি। বাজনার

অনুষ্ঠান শোনার পর তুমি যখন বাড়ির দিকে রওনা দিলে আমি তখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। আর ব্যাংকের চেয়ারম্যানকেও ফোন করলাম। তারপর আমাদের এই অভিযানের ফল কি হল তা তুমি নিজের চোখেই দেখেছ।'

'আচ্ছা হোমস্, আজই যে ওরা হানা দেবে তা তুমি কি করে বুঝলে?'

'যখন তারা তাদের অফিস বন্ধ করে দিল তাতে বোঝা গেল এখন আর তারা উইলসনের উপস্থিতির পরোয়া করছে না। তার মানে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ তাদের সারা। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তারা এত কাণ্ড করেছে তা ঝটপট সারতে হবে তাদের, তা না হলে সোনাটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা হতে পারে। এ কাজের পক্ষে শনিবার উপযুক্ত দিন, কেন না এতে ব্যাপারটা লোকের নজরে আসতে দুদিন সময় লাগবে—যার মানে পালাবার জন্যে তারা সময় পাবে বেশী। এইসব কারণে আমি আন্দাজ করেছিলাম, আজই তারা হানা দেবে।

'তোমার যুক্তিপ্রয়োগ অপূর্ব! প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বলে উঠলাম, 'ঘটনাগুলোকে শৃংখলে পর পর বড় চমৎকার সাজিয়েছ তুমি।'

'আর আমিও একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেলাম,' হাই তুলে বললেন হোমস্, 'ইতিমধ্যেই আবার তা আমায় গ্রাস করতে শুরু করেছে। আমার সারা জীবনটাই গতানুগতিক ভাবে বাঁচার বিরুদ্ধে একটানা লড়াই। এইসব ছোট অথচ উত্তেজক ঘটনাগুলোই আমাকে চাঙ্গা রাখে।'

'আর এতে মানুষের উপকারই হয়।'

এ কথায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস্ বললেন, 'তা হয়ত সত্যি। মানে, ফ্লোবেয়ার জর্জ স্যাণ্ডকে যা বলেছিলেন, মানুষ কিছু নয়, কাজই হচ্ছে আসল।'

—